Contents

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

কবরের আযাব

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
বি.এ. (অনার্স), এম.এ. (রাজ); পিএইচ.ডি. (রাজ)

শ্যামলবাংলা একাডেমী, রাজশাহী

Contents

কবরের আযাব
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

প্রকাশক
শ্যামলবাংলা একাডেমী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।
এস.বি.এ. প্রকাশনা-৮
০১৯১৯৪৭৭১৫৪, ০১৭১৭৮৬৫২১৯।

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: ২০১৩/১৪১৯ বাং/১৪৩৪ হিঃ।
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০১৪/১৪২১ বাং/১৪৩৫ হিঃ।
তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৬/১৪২৩ বাং/১৪৩৭ হিঃ।

কম্পোজ
আবু লাবীবা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রচ্ছদ ডিজাইন
সুলতান, কালার গ্রাফিক্স
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মুদ্রণ
বৈশাখী প্রেস
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
৬০ (ষাট) টাকা মাত্র।

KABORER AZAB Written by Dr. Muhammad Kabirul Islam. Published by Shamolbangla Academy, Rajshahi. Printed by The Bengal Press, Rani Bazar, Rajshahi. 3rd Edn: April 2016 AD. Fixed Price: Tk. 60/= Only. Us Dollar : $ 3.

ISBN : 978-984-33-7928-3

Contents

সূচীপত্র

Contents

Contents

ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، أما بعد-

আল্লাহ তা‘আলা এক নির্ধারিত সময়ের জন্য মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যখন সেই নির্ধারিত সময় তথা আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাবে, তখন তাকে পরপারে পাড়ি জমাতে হবে। এটাই হচ্ছে মৃত্যু; যা থেকে কারো বাঁচার কোন উপায় নেই। মৃত্যুর পরে মানুষকে মাটির নীচে সমাহিত করা হয়, যাতে লাশ প্রকাশিত হয়ে না পড়ে, যেখান থেকে কেবল শারঈ কারণ ব্যতীত লাশ তোলা বৈধ নয়। এরই নাম ‘কবর’। এই কবরের জীবনকে বারযাখী জীবন বলা হয়। মানুষ মৃত্যুর পর থেকে ক্বিয়ামত বা পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত এখানে অবস্থান করবে। এই বারযাখী জীবন থেকেই বান্দা তার দুনিয়াবী জীবনের ভাল-মন্দ কর্মের ফল লাভ করতে শুরু করে। দুনিয়াতে মানুষ যদি ভাল কাজ করে থাকে, তাহলে তার কবরের জীবন হয় সুখময়। এখানে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে সুখনিদ্রায় শায়িত থাকবে। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে মানুষের কর্ম যদি হয় মন্দ-নিকৃষ্টতর, তাহলে কবরেই সে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে শুরু করবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার এই শাস্তি চলতে থাকবে। এ থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় থাকবে না। তাই কবর অতি ভয়াবহ স্থান।

কবরের এই জীবনে মানুষ যদি মুক্তি পায়, তাহলে পরবর্তী সকল স্তর তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর এখানে পরিত্রাণ না পেলে সর্বত্রই তাকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তাই ক্বিয়ামতের প্রথম মনযিল কবরের ফিতনা থেকে আমাদের সকলকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দো‘আ করতে হবে। সাথে সাথে সৎ আমলের মাধ্যমে আমাদের বারযাখী জবীনকে সুখময় করার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

এ বইটিতে কবর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। সে জীবনে পরিত্রাণ লাভের উপায় ও করণীয় পেশ করা হয়েছে। যা প্রত্যেক মুমিনের জানা ও সে অনুযায়ী আমল করা যরূরী। তাই বইটি সকলের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। বইটি পাঠক মহলের বিশেষ উপকারে আসবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

বইটি প্রকাশে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। বইটি পড়ে পাঠকবৃন্দ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। আর এর উত্তম প্রতিদান আমরা মহান আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করছি। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন-আমীন!

-বিনীত লেখক

নওদাপাড়া, রাজশাহী
মে ২০১২, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
রজব ১৪৩৩ হিজরী।

মানুষের জীবন পরিক্রমা

মানব জীবনকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- ১. রূহের জগৎ, ২. মাতৃগর্ভের জগৎ, ৩. পার্থিব জগৎ, ৪. বারযখ বা কবরের জগৎ, ৫. আখিরাত বা পরজগৎ। এই পাঁচটি জগৎ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।-

১. রূহের জগৎ :

মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে তার পৃষ্ঠদেশ থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানবের আত্মা সৃষ্টি করেন। এরপর তাদের নিকট থেকে তিনি তাওহীদের স্বীকৃতি গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيْنَ-

‘আর স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী করলেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম। যাতে ক্বিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, নিশ্চয়ই আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম’ *(আ‘রাফ ৭/১৭২)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে তার পিঠে হাত বুলালেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল রূহকে বের করলেন। এরপর তাদের নিকট থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তারা কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করবে না।[১] এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ-

---

১. *ইবনু কাছীর ৩/৫০৩*।

[Contents]

'আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে তার পিঠ মাসাহ করলেন। এতে তার পিঠ থেকে তার সমস্ত সন্তান বের হল, যাদের তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের দুই চোখের মাঝখানে নূরের ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আদম (আঃ)-এর সামনে পেশ করলেন। আদম (আঃ) বললেন, হে প্রভু! এরা কারা? আল্লাহ বললেন, এরা তোমার সন্তান'।[২]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ قَالَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ قَالَ فَيَقُوْلُ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِيْ ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ-

'ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামী এক লোককে বলা হবে যে, দুনিয়ার সবকিছু যদি তোমার হয় তাহলে কি তুমি তা (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপণ হিসাবে দিবে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, সে বলবে, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তার চেয়েও সহজ বিষয় তোমার নিকটে চেয়েছিলাম। আমি আদমের পিঠ থেকে তোমাকে বের করে এই ওয়াদা নিয়েছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। অতঃপর তুমি তা প্রত্যাখ্যান করে আমার সাথে শরীক করেই ছাড়লে'।[৩]

রূহের জগতে মানুষ কিভাবে কথা বলেছে এবং আল্লাহর কথা কিভাবে শ্রবণ করেছে, তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। এ বিষয়ে কেবল ঈমান পোষণ করতে হবে। সেখানকার কথা বলা ও শ্রবণ করার অবস্থা দুনিয়ার কোন মানুষ অবগত নয়।

২. মাতৃগর্ভের জগৎ :

পিতার সামান্য শুক্রবিন্দু মাতৃ জঠরে প্রবেশ করে। তার ৪০ দিন পর জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এর ৪০ দিন পর তা গোশতপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। তার ৪০ দিন পরে তাতে আল্লাহর হুকুমে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়। ক্রমান্বয়ে

---

২. *তিরমিযী হা/৩০৭২; মিশকাত হা/১১৮; ছহীহুল জামে' হা/৫২০৮, সনদ ছহীহ।*
৩. *ছহীহুল জামে' হা/৮১২৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭২।*

Contents

এই মানব ভ্রূণে রক্ত, গোশত, অস্থিমজ্জা তৈরী হয়, পরিণত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে। এরপরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মাতৃগর্ভে থাকার পর তা ভূমিষ্ট হয়। মানুষ সৃষ্টির এই ক্রমধারা কুরআন ও হাদীছে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا-

'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট অথবা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট গোশত হতে। তোমাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার নিমিত্তে। আর আমরা যা ইচ্ছা করি তা একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থিত রাখি। অতঃপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু দেয়া হয় এ বয়সেই, আবার কাউকে কাউকে ফিরিয়ে নেয়া হয় হীনতম বয়সে, যাতে সে জ্ঞান লাভের পরও কিছু না জানে' *(হজ্জ ২২/৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, أَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً 'তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর তোমাকে অবয়ব দিয়েছেন পুরুষের'? *(কাহফ ১৮/৩৭)*। তিনি আরো বলেন, وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ- 'আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, তারপর শুক্রাণু হতে, তারপর তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। নারী তার গর্ভে যা ধারণ করে এবং যা প্রসব করে তা আল্লাহর জ্ঞাতসারেই হয়। আর কোন বয়স্ক ব্যক্তির বয়স বাড়ানো হয় না কিংবা কমানো হয় না কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে; নিশ্চয়ই তা আল্লাহর জন্য সহজ' *(ফাতির ৩৫/১১)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ-

'তিনিই তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্রবিন্দু হতে, তারপর জমাট রক্ত হতে। অতঃপর তিনি তোমাদের শিশুরূপে বের করে আনেন। তারপর যেন তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। আর তোমাদের কেউ কেউ এর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। আর যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও। আর যাতে তোমরা অনুধাবন কর' *(গাফির/মুমিন ৪০/৬৭)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'আমরা মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আমরা তাকে শুক্র বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমরা শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ডে পরিণত করেছি। এরপর সেই গোশতপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি। অতঃপর অস্থিকে গোশত দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুনতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়। এরপর তোমরা মৃত্যু বরণ করবে। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে' *(মুমিনূন ২৩/১২-১৬)*।

মানব সৃষ্টির ধারাক্রম সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসাবে স্বীকৃত, আমাদের নিকটে বর্ণনা করেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেককেই চল্লিশ দিন পর্যন্ত মায়ের পেটে জমা রাখা হয় বীর্য হিসাবে। অতঃপর দ্বিতীয় চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট রক্তপিণ্ডে আর পরবর্তী চল্লিশ দিনে গোশতপিণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা চারটি বিষয় অর্থাৎ তার রিযিক, মৃত্যু, পুণ্যবান কিংবা হতভাগ্য হবে এর হুকুম দিয়ে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের কেউ জাহান্নামের উপযোগী কাজ করতে থাকে, এমনকি তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত কিংবা এক গজের ব্যবধান রয়ে যায়, এমতাবস্থায় ভাগ্যলিপি তার উপর বিজয়ী হয়। আর সে জান্নাতের উপযোগী কাজ ও

আমল করতে থাকে, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর কোন ব্যক্তি জান্নাতের উপযোগী কাজ করতে থাকে। এমনকি সে ব্যক্তি এবং জান্নাতের মধ্যে এক হাত কিংবা আরও কম দূরত্ব থেকে যায়, এমন সময় ভাগ্যলিপি তার উপর বিজয়ী হয়। আর সে জাহান্নামের উপযোগী কাজ করতে আরম্ভ করে। পরিণামে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[৪]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'জরায়ু বা মাতৃগর্ভে আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে নিযুক্ত রেখেছেন। অতঃপর ফেরেশতা বলেন, হে রব! এতো শুক্র! হে পরওয়ারদেগার এতো এখন জমাট বাঁধা রক্ত! এ রক্তপিণ্ড যখন গোশতপিণ্ডে পরিণত হয় তখন সে বল, হে পরওয়ারদেগার! এযে এক টুকরো গোশতপিণ্ড। অতঃপর আল্লাহ যখন তার সৃষ্টি সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা করবেন তখন সে বলবে, হে আমার রব! একি পুরুষ হবে, না নারী, নেককার হবে, না বদকার, এর রিযিক কি পরিমাণ হবে এবং তার বয়সই বা কি হবে? অতঃপর এ সম্পর্কে আল্লাহ যে ফায়ছালাই প্রদান করবেন, তাই তার মায়ের পেটে থাকতেই লিখে দেয়া হবে'।[৫] একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মার্তৃগর্ভে থেকে শিশু ভূমিষ্ট হয়। আর এর মাধ্যমে তার মাতৃগর্ভের জগতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মাতৃগর্ভ থেকে মানুষের ভূমিষ্ট হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً– 'আর আমরা মানুষকে তার মাতা পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোয় সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ– 'আর আমরা

৪. *বুখারী হা/৩০৮৫, ৬১০৫, ৬৯০০*।
৫. *বুখারী হা/৩০৮৬, ৬১০৬*।

মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। সুতরাং আমার ও তোমার পিতামাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই' *(লোক্বমান ৩১/১৪)*। মানবশিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সময় সে সব বিষয় সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ, জ্ঞানহীন, পরনির্ভরশীল। আল্লাহ বলেন, وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃউদর থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না' *(নাহল ১৬/৭৮)*।

৩. পার্থিব জগৎ :

মানুষ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে আসে। এরপর তাকে পরপারে ফিরে যেতে হয়। এ সময়ের কোন রদবদল হয় না। আল্লাহ বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ- 'আর প্রত্যেক জাতির রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়। অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারবে না এবং এগিয়েও আসতে পারবে না' *(আ'রাফ ৭/৩৪)*।

এই নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عُمْرُ أُمَّتِيْ مِنْ سِتِّيْنَ سَنَةً إِلَى سَبْعِيْنَ سَنَةً 'আমার উম্মতের (গড়) জীবনকাল হবে ৬০ হতে ৭০ বছরের মধ্যে'।[৬]

ইহকালীন জীবনের সময়সীমা তথা হায়াত শেষ হয়ে গেলে মানুষকে পরকালে পাড়ি জমাতে হয়। মৃত্যুর মাধ্যমেই মানুষের ইহজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মহান আল্লাহ বলেন,

اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ-

---

৬. *তিরমিযী হা/২২৫৩; ছহীহুল জামে' হা/৪০৯৪; মিশকাত হা/৫২৭৩৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৭১।*

'আল্লাহ জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মরেনি তাদের নিদ্রার সময়। তারপর যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফায়ছালা করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে' *(যুমার ৩৯/৪২)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ- 'কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় চলে আসে, তখন এক মুহূর্তও পিছাতে পারে না, আগাতেও পারে না' *(নাহল ১৬/৬১)*। তিনি আরো বলেন, يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهُ- 'তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দেবেন এবং অধিক আনুগত্যশীলকে তাঁর আনুগত্য মোতাবেক মর্যাদা দান করবেন' *(হূদ ১১/৩)*।

পার্থিব জীবন যে স্বল্প সময়ের। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً- 'তুমি বল, দুনিয়ার সুখ সামান্য। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাত উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সূতা পরিমাণ যুলম করা হবে না' *(নিসা ৪/৭৭)*।

৪. বারযাখী জীবন বা কবরের জীবন :

মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন হচ্ছে কবর বা বারযাখী জীবন। এ জীবনের ব্যাপ্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ ভাল জানেন। মৃত্যুর পর থেকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ কবরে থাকবে। এটাকেই বলা হয় বারযাখী জীবন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ 'তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ 'তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল (বারযাখ), যা তারা অতিক্রম করতে পারে না' *(আর-রহমান ৫৫/২০)*।

মানুষ দুনিয়াবী জীবনে ভাল কাজ করলে, কবরেই তার ফল ভোগ করতে শুরু করবে। তেমনি দুনিয়াতে অন্যায়-অপকর্ম বা পাপাচার করলে কবরেই

তার কর্ম অনুযায়ী আযাব ভোগ করতে শুরু করবে। এ জীবনের সময়কাল পুনরুত্থান পর্যন্ত।

৫. আখিরাত বা পরকালীন জীবন :

মানব জীবনের শেষ স্তর হচ্ছে আখিরাত বা পরকাল। এ জীবনের শুরু হবে পুনরুত্থানের পর থেকে। এখানেই পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের হিসাব হবে। মানুষ কি কাজ করত তা তাকে অবহিত করা হবে। আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

'আর তিনিই রাতে তোমাদেরকে মৃত্যু দেন এবং দিনে তোমরা যা কামাই কর তিনি তা জানেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে দিনে পুনরায় জাগিয়ে তোলেন, যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করা হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে সে বিষয়ে অবহিত করবেন' *(আন'আম ৬/৬০)*।

আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন বান্দাদের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করবেন। তিনি বলেন, إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ- 'তারা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করত তোমার রব কিয়ামত দিবসে সেসব বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন' *(ইউনুস ১০/৯৩; জাছিয়া ৪৫/১৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاللهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لاَ يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ- 'আর আল্লাহ সঠিকভাবে ফায়ছালা করেন এবং তাঁকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকে তারা কোন কিছুর ফায়ছালা করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(গাফির/মুমিন ৪০/২০)*।

এই জীবন অনন্তকালের, এর কোন শেষ নেই। এখানে কেউ মরবে না। আল্লাহ বলেন, ثُمَّ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيَى 'তারপর সে সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও না' *(আ'লা ৮৭/১৩)*। পরকালীন জীবন স্থায়ী-অবিনশ্বর। আল্লাহ বলেন, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'আর আখিরাত সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৭)*।

পরকালীন জীবনের কোন শেষ নেই; অন্তহীন এ জীবন। ক্বিয়ামতের দিন বিচার-ফায়ছালার পরে জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর মৃত্যুকে মেষের মত টেনে এনে যবেহ করা হবে। সুতরাং পরকালে কারো মৃত্যু হবে না। সেখানে সবাই অমর হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتَ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকৃতিতে আনা হবে। তখন একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসীরা! তখন তারা ঘাড়-মাথা উঁচু করে তাকিয়ে দেখবে। এসময় আহ্বানকারী বলবেন, তোমরা কি এটাকে চেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মৃত্যু। কেননা তাদের প্রত্যেকে তাকে দেখেছে। অতঃপর (আহ্বানকারী) ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসীরা! তারা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। তখন তিনি (আহ্বানকারী) বলবেন, তোমরা কি এটাকে চেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মৃত্যু। কেননা তাদের প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে। অতঃপর তাকে যবেহ করা হবে। ঘোষক বলবেন, হে জান্নাতবাসীরা! এখানে চিরস্থায়ীভাবে থাক, আর কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসীরা! এখানে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাক, আর কোন মৃত্যু নেই'।[৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا

---

৭. *বুখারী হা/৪৩৬১; মুসলিম হা/৫০৮৭।*

أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ–

‘যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে। তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যবেহ করা হবে এবং একজন ঘোষণাকারী এমর্মে ঘোষণা দিবেন যে, হে জান্নাতীগণ! (এখন আর) কোন মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীদের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আর জাহান্নামীদের বিষণ্ণতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে’।[৮] অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ–

‘অতঃপর মৃত্যুকে টেনে আনা হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার প্রাচীরের উপর চিৎ করে শোয়ানো হবে। এরপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসীরা! তারা ভয়ে ভিতু হয়ে তাকাবে। তারপর বলা হবে, হে জাহান্নামবাসীরা! তারা আনন্দিত হয়ে তাকাবে। তারা শাফা‘আত বা সুপারিশের আশা করবে। অতঃপর জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা কি একে চেন? তারা বলবে, আমরা তাকে চিনি। এ হলো মৃত্যু, যা পৃথিবীতে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তখন তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার প্রাচীরের উপর রেখে যবেহ করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা চিরদিন জান্নাতে থাকবে, এরপর আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামের অধিবাসীরা! তোমরা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। এরপর আর মৃত্যু নেই’।[৯]

---

৮. *বুখারী হা/৬০৬৬; মুসলিম হা/২৮৫০।*
৯. *তিরমিযী হা/২৪৮০; ইবনু মাজাহ হা/৪৩৮১।*

কবরের পরিচয়

কবরের মূল অর্থ হল মৃতকে দাফন করার স্থান। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ 'অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন' *(আবাসা ৮০/২১)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে দাফন করার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়, أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ أُقْبِرُهُ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا– অর্থাৎ আমি লোকটিকে কবরস্থ করেছি। যখন কোন লোক কারো জন্য কবর তৈরী করে, তাকে দাফন করে। আর وَقَبَرْتُه (কবরস্থ করেছি) অর্থ دَفَنْتُهُ (দাফন করেছি)।[১০]

আবার কখনও কবর দ্বারা বারযাখ বুঝানো হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ–

'যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি। না, এটা হবার নয়। এটাতো তার উক্তি মাত্র। তাদের সম্মুখে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/৯৯-১০০)*।

কবরের ভয়াবহ অবস্থা

কবর এক ভয়াবহ স্থান। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরে কবরে যেতে হয়। পরকালের ভয়াবহ স্থানসমূহের মধ্যে প্রথম হচ্ছে কবর। কবরের বিপদ হতে রক্ষা পেলে, অন্যান্য সব স্থানের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু কবরের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাওয়া অতীব কঠিন। আমাদের সকলের উচিত কবরের ভয়-ভীতির কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা এবং কবরের শাস্তি হতে মহান আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চাওয়া। কবরের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে ছাহাবায়ে কেরাম ক্রন্দন করতেন। হাদীছে এসেছে,

---

১০. *বুখারী, 'নবী (ছাঃ)-এর কবর সম্পর্কে যা এসেছে' অনুচ্ছেদ।*

عَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اِذَا وَقَفَ عَلَي قَبْرٍ بَكَي حَتَّي يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلاَتَبْكِيْ وَتَبْكِيْ مِنْ هَـذَا فَقَـالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَنَازِلِ الْـاَخِرَةِ فَـاِنْ نَجَي مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرَ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُـوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلاَّ وَالْقَبْرَ اَفْظَعُ مِنْهُ.

ওছমান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর গোলাম হানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওছমান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এতই কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা উল্লেখ করেন, অথচ কাঁদেন না। আর কবর দেখলেই কাঁদেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পরকালের বিপদজনক স্থান সমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম। যদি কেউ সেখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে তার পরবর্তী স্থানগুলি সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কবরে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তাহলে পরবর্তী সব স্থানগুলি আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এটাও বলেছেন যে, আমি এমন কোন দৃশ্য কখনও দেখিনি যা কবরের চেয়ে অধিক ভয়াবহ হতে পারে'।[১১]

সুতরাং যারা কবরের ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবে তাদের জন্য পরবর্তী সকল স্তর সহজ হয়ে যাবে। আর মুমিন বান্দা যখন কবরে তার জন্য প্রস্তুত নে'আমত সমূহ দেখবে, তখন সে বলবে, رَبِّ عَجِّلْ قِيَامِ السَّاعَةِ كَيْمَا اَرْجِعُ إِلَى أَهْلِيْ وَمَالِيْ 'হে আল্লাহ! ক্বিয়ামত দ্রুত কায়েম কর। যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের নিকটে ফিরে যেতে পারি'।[১২] আর কাফির পাপী বান্দা যখন তার জন্য আল্লাহ যে কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা দেখবে, তখন সে ভীত হয়ে বলবে, رَبِّ لاَ تَقُمِ السَّاعَةَ 'হে আল্লাহ! ক্বিয়ামত কায়েম কর না'।[১৩] কেননা আসন্ন শাস্তি আরো কঠিন ও ভয়াবহ।

---

১১. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৫৫০, হাদীছ হাসান।*
১২. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৮৭২, মিশকাত হা/১৬৩০; ছহীহুল জামে' হা/১৬৭৬।*
১৩. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৮৭২, মিশকাত হা/১৬৩০; ছহীহুল জামে' হা/১৬৭৬।*

কবরের অন্ধকার

কবর অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গা। মুমিন বান্দার আমলে ছালেহের কারণে তার কবরকে আলোকিত করা হয়। আর বান্দার পাপাচারের কারণে কবর থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন।[১৪] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ، قَالَ أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُوْنِيْ قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوْا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّوْنِيْ عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, জনৈক কাল মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত কিংবা (রাবীর সন্দেহ) এক যুবক। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে না দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ছাহাবীগণ বললেন, সে মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? রাবী বলেন, তারা যেন তার বিষয়টিকে ছোট মনে করেছিলেন। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তার কবরটি আমাকে দেখিয়ে দাও? তারা কবর দেখিয়ে দিলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার (কবরের নিকটে) জানাযা ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, 'নিশ্চয়ই এই কবরগুলি তার অধিবাসীদের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। আল্লাহ তা'আলা আমার ছালাতের কারণে কবরবাসীর জন্য কবরকে আলোকিত করবেন'।[১৫]

কবরের আলিঙ্গন ও চাপ

মৃতব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন কবর তাকে আলিঙ্গন করে বা চাপ দেয়। যা থেকে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ কেউই মুক্তি পায় না। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, কবর সা'দ ইবনু মু'আযকে চাপ দেয়। অথচ তাঁর মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠেছিল, তাঁর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেছিল।

---

১৪. মুছন্নাফ ইবনে আবী শায়বা, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ তা'লীকুত তারগীব, হা/৩১০৮, ৪/১৮৮-৮৯।

১৫. বুখারী হা/৪৫৮; মুসলিম হা/৯৫৬।

এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ لَقَدْ ضَمَّ ضُمَّةً ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, (সা'দ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু মৃত্যুবরণ করলে) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সা'দ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিল, যার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং যার জানাযাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু এমন ব্যক্তির কবরও সংকীর্ণ করা হয়েছিল। অতঃপর তা প্রশস্ত করা হয়েছিল'।[১৬] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ-

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই কবরের একটি নিষ্পেষণ আছে। কেউ যদি তা হতে পরিত্রাণ পেত, তাহলে সা'দ ইবনু মু'আয তা হতে পরিত্রাণ পেতেন'।[১৭] অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضُمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَلَقَدْ ضَمَّ ضُمَّةً ثُمَّ رُوْخِيَ عَنْهُ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি কেউ কবরের নিষ্পেষণ হতে পরিত্রাণ পেত, তাহলে সা'দ ইবনু মু'আয অবশ্যই পরিত্রাণ পেত। তাকে এক বার চাপ দেওয়া হয়, অতঃপর তা তার জন্য প্রশস্ত করা হয়'।[১৮] আরো বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে নিম্নোক্ত হাদীছে,

عَن جَابر بن عبد الله قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْه رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৬. *নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৬।*
১৭. *ছহীহুল জামে' হা/২১৮০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৯৫।*
১৮. *ছহীহুল জামে' হা/৫৩০৬, হাদীছ ছহীহ।*

فَسَبَّحْنَا طَوِيْلاً ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ سَبَّحتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ: لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا العَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ عَنْهُ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ ইবনু মু'আয যখন মৃত্যু বরণ করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার জানাযায় হাযির হলাম। জানাযা পড়ার পর তাকে (সা'দকে) যখন কবরে রাখা হল ও মাটি সমান করে দেওয়া হল, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে (দীর্ঘ সময়) আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করলেন, আমরাও দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি তাকবীর বললেন, আমরাও (তাঁর সাথে) তাকবীর বললাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কেন আপনি এরূপ তাসবীহ ও তাকবীর বললেন? তিনি বললেন, এ নেক ব্যক্তির জন্য তার কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। (অতএব আমি এরূপ করলাম,) এতে আল্লাহ তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন'।[১৯] অর্থাৎ প্রথম যখন তিনি কবরে প্রবেশ করেন, তখন তাকে চাপ দেওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

এসব হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক মানুষকে কবরের চাপ বা নিষ্পেষণ ভোগ করতে হবে। এমনকি শিশুরাও তা থেকে মুক্তি পাবে না। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم صَلَّى عَلَى صَبِيَّةٍ أَوْ صَبِيٍّ فَقَالَ لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِّنْ ضُمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا هَذَا الصَّبِيُّ.

আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি মেয়ে বা ছেলে শিশুর জানাযা ছালাত আদায় করালেন। তখন তিনি বললেন, 'যদি কেউ কবরের নিষ্পেষণ হতে মুক্তি পেত, তাহলে এই শিশুটি মুক্তি পেত'।[২০]

অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ صَبِيًّا دُفِنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم لَوْ أَفْلَتَ أَحَدٌ مِّنْ ضُمَّةِ القَبْرِ لأَفْلَتَ هَذَا الصَبِيُّ–

১৯. আহমাদ, মিশকাত হা/১৩৫; সনদ হাসান ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/৭১২, ৩/৩৬০ পৃঃ।
২০. ছহীহুল জামে' হা/৫৩০৭, হাদীছ ছহীহ।

আবু আইয়ুব আনছারী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, একটি শিশুকে দাফন করা হল। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি কেউ কবরের নিষ্পেষণ থেকে পরিত্রাণ পেত, তাহলে এই শিশুটি মুক্তি পেত'।[২১] উল্লেখ্য, মুমিনকে কবরের চাপ ও আলিঙ্গন হচ্ছে স্নেহময় মা কর্তৃক সন্তানকে আলিঙ্গনের ন্যায়। যে চাপ ও আলিঙ্গনে কোন ব্যথা বা কষ্ট নেই।[২২]

কবরের ফিতনা বা পরীক্ষা

মানুষ মারা গেলে তাকে কবরস্থ করার পর, তার নিকটে দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে পরীক্ষা করবে যে, সে ব্যক্তি ঈমানদার, না কাফির ও মুনাফিক? এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلاَنِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ مَا كَانَ يَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلاَنِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ هَذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِيْ سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُوْلُ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِيْ فَأُخْبِرُهُمْ، فَيَقُوْلاَنِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِيْ لاَ يُوْقِظُهُ إِلاَّ أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لاَ أَدْرِيْ فَيَقُوْلاَنِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَئِمِيْ عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيْهَا أَضْلاَعُهُ فَلاَ يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় অথবা বলেন, তোমাদের কাউকে, তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন কাল বর্ণের ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন। তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার, অপর জনকে বলা হয় নাকীর। তারা

---

২১. *তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর ৩/৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৬৩।*
২২. *মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজমূ ফাতাওয়া ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪৭০।*

(রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইশারা করে) বলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি দুনিয়াতে কি বলতে? তখন সে (মুমিন হলে) বলবে, যা দুনিয়াতে বলত। সে বলবে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তখন তারা বলেন, আমরা পূর্বেই জানতাম, তুমি এ কথাই বলবে। অতঃপর তার কবরকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৭০ (সত্তর) হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ অনেক প্রশস্ত করে দেয়া হয়। সেখানে আলোর ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। তারপর তাকে বলা হয়, ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলে, আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে খবর দিব। ফেরেশতাগণ বলেন, তুমি এখানে নতুন বরের ন্যায় আনন্দে ঘুমাতে থাক, যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ ঘুম থেকে জাগাতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাকে এ শয্যাস্থান হতে না উঠাবেন (ততদিন পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে থাকবে)। যদি মৃতব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহলে সে বলে, শুনেছি লোকে তার সর্ম্পকে বলত, আমিও তাই বলতাম। আমার জানা নেই তিনি কে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। তারপর যমীনকে বলা হয়, একে চাপ দাও। সুতরাং যমীন তাকে এমন শক্তভাবে চাপ দিবে যে, তার এক পাশের হাড় অপর দিকে চলে যায়। সেখানে সে এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার এ স্থান হতে উঠানোর পূর্ব পর্যন্ত'।[২৩] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَي الْجَنَّةِ، قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهِ، قَالَ وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ اَحْسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طِيْبُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلُ أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُرُّكَ هَذَا

---

২৩. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০, হাদীছ হাসান।*

يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ، فَيَقُوْلُ لَهُ مَنْ اَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِئُ بِالْخَيْرِ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ.

বারা ইবনু আযেব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লাশ কবরে রাখা হলে আত্মা তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, এ ব্যক্তি কে তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন? সে বলে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম। পুনরায় তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তা কি করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, অতঃপর তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমান হতে একজন আহ্বানকরী বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তার নিকট জান্নাতের সুখ-শান্তি ও সুবাস-সুগন্ধি আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবরকে তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, তোমাকে খুশি করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। আর এ দিনের ওয়াদাই তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। তখন মৃতব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা এত সুন্দর যে, কল্যাণের বার্তা বহন করে। তখন সে বলে, আমি তোমার সৎ আমল'।[২৪] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلَّي عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلَي مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدَ اَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِيْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ

---

২৪. আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ।

تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীগণ সেখান হতে ফিরতে থাকে, তখন সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। তারা ফিরে যেতে না যেতেই তার নিকট দু'জন ফেরেশতা চলে আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞেস করেন, তুমি দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? মুমিন ব্যক্তি তখন বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, জাহান্নামে তোমার স্থান দেখে নাও। আল্লাহ তোমার এ স্থানকে জান্নাতের সাথে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তখন সে উভয় স্থান দেখবে। কিন্তু মৃতব্যক্তি যদি মুনাফিক বা কাফের হয় তখন তাকে বলা হয়, দুনিয়াতে তুমি এ ব্যক্তি সর্ম্পকে কি বলতে? তখন সে বলে, আমি বলতে পারি না। মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হয়, তুমি কি জ্ঞান অর্জন করনি? তুমি কি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়নি? অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমনভাবে পিটাতে শুরু কওে যে, পিটানোর চোটে সে বিকটভাবে চিৎকার করতে থাকে। আর এত জোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত সব কিছুই তার চিৎকার শুনতে পায়'।[২৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِيْ قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلاَ مَشْعُوْفٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ كُنْتُ فِي الْإِسْلاَمِ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللهَ فَيَقُوْلُ مَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِيْنِ

---

২৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৬।

كُنْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِن شَاءَ اللهُ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوْفًا فَيُقَال لَهُ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ لاَ أَدْرِيْ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قولا فقلته فَيُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْك ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلِيهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মৃত ব্যক্তি কবরে পৌঁছে। অতঃপর নেককার ব্যক্তি ভয়-ভীতিহীন ও অমঙ্গলের ভাবনামুক্ত হয়ে উঠে বসে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন দ্বীনে ছিলে? তখন সে বলে, আমি দ্বীন ইসলামে ছিলাম। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে? সে বলে, তিনি মুহাম্মাদ, আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সহকারে তিনি আমাদের নিকট এসেছিলেন এবং আমরা তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছিলাম। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি আল্লাহকে দেখেছ কি? (যাতে তুমি আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাস করলে?) সে উত্তরে বলে, দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেওয়া হয়। সে তার দিকে নযর করে এবং দেখে যে, আগুনের ফুলকি সমূহ একে অন্যকে দলিত-মথিত করে তোলপাড় করছে। তখন তাকে বলা হয়, দেখ তোমাকে কেমন বিপদ হতে আল্লাহ রক্ষা করেছেন? অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেওয়া হয়। তখন সে তার সৌন্দর্য এবং তাতে যা (আরাম-আয়েশের উপকরণ) রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে। অতঃপর তাকে বলা হয়, এটাই তোমার স্থান। কেননা তুমি দুনিয়ায় ঈমানের সাথে ছিলে এবং ঈমানের সাথেই মৃত্যু বরণ করেছ। ইনশাআল্লাহ এ ঈমানের সাথেই তুমি ক্বিয়ামতের দিন উঠবে। পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে উঠে বসে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিব্রত হয়ে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন দ্বীনে ছিলে? সে উত্তরে বলে, আমি কিছুই জানি না। তৎপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে? সে উত্তরে বলে, তার সম্পর্কে মানুষকে যা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি। অতঃপর তার জন্য

জান্নাতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেওয়া হয়, সে সেই ছিদ্রপথ দিয়ে জান্নাতের সৌন্দর্য ও তাতে যা (সুখ-শান্তির উপকরণ) রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে। তখন তাকে বলা হয়, দেখ আল্লাহ তোমার নিকট হতে কত সব নে'আমত দূরে রেখেছেন। এরপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি পথ করে দেওয়া হয়, সে তার প্রতি লক্ষ্য করে এবং দেখে যে, আগুনের ফুলকিসমূহ একে অন্যকে দলিত-মথিত করে তোলপাড় করছে। তখন তাকে বলা হয়, এটাই তোমার স্থান। তুমি সন্দেহের উপরে ছিলে, সন্দেহের উপরই মৃত্যু বরণ করেছ। ইনশাআল্লাহ, এ সন্দেহের উপরই ক্বিয়ামতের দিন তোমাকে উঠান হবে'।[২৬] অন্য হাদীছে পাপীদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَأَدْرِيْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَأَدْرِيْ، فَيَقُوْلاَنِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَي النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّي يَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلاَعُهُ وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ قَبِيْحُ الْوَجْهِ قَبِيْحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلُ أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُوْؤُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ فَيَقُوْلُ لَهُ مَنْ اَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيْءُ بِالشَّرِّ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْثُ.

বারা ইবনু আযেব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লাশ কবরে রাখা হলে আত্মা তার দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। তারপর তারা জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি

---

২৬. *ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৯, সনদ ছহীহ।*

জানি না। এসময় আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ডেকে বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার দিকে জাহান্নামের তাপ ও গরম হাওয়া আসতে থাকে। আর তার কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট অতি কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট নোংরা বেশী দুর্গন্ধযুক্ত এক লোক এসে বলে, তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর। এদিন সম্পর্কে তোমাকে পৃথিবীতে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তখন সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? কি কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে? সে বলে, আমি তোমার বদ আমল'।[২৭]

কবর আযাবের বিষয়টি হয়তো পূর্বে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর অবগতিতে ছিল না। অতঃপর মহান আল্লাহ এ বিষয় অহী নাযিল করে তাকে অবহিত করেন। যা নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয়।-

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِيْ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَهِيَ تَقُوْلُ هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ قَالَتْ فَارْتَاعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُوْدُ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ–

উরওয়া ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, আমার নিকটে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসলেন। এসময় এক ইহুদী মহিলা আমার নিকটে উপবিষ্ট ছিল। সে বলল, তোমরা কি জান যে, কবরে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে? আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম শঙ্কিত হলেন। তিনি বললেন, ইহুদীদের পরীক্ষা করা হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, আমরা কয়েক রাত্রি কাটালাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জান আমার নিকটে এ মর্মে অহী এসেছে যে, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কবরে

---

২৭. *আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ।*

পরীক্ষা করা হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, অতঃপর আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন'।[২৮]

কাফেরও কি কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে?

কাফিরদেরকে কবরে পরীক্ষা করা হবে এ মর্মে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে হাকিম, তিরমিযী, ইবনু আব্দিল বার্র ও সুয়ূতী পরস্পর ভিন্নমত পোষণ করেছেন। পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রশ্ন করা হবে না মর্মে হাকিম ও তিরমিযী দলীল পেশ করেছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মত তাদের রাসূলদের আহ্বানে সাড়া না দিলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। এই উম্মত তার ব্যতিক্রম। এ উম্মত থেকে শাস্তি বন্ধ রাখা হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে ভীতি দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর ভয়ে ইসলামে প্রবেশ করবে, অতঃপর মুনাফেকী করবে, তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। কেননা তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পর ঐ উম্মতের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেননি।

ইবনু আব্দিল বার্র নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقَبْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

আসমা বিনতে আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাঁকে অহি-র মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, 'দাজ্জালের ফিতনার মতই তোমাদেরকে কবরের ফিতনার মুখোমুখি করা হবে'।[২৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِيْ يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً.

আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর মেয়ে আসমা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক দিন আমাদের মাঝে খুৎবা দিলেন। তাতে কবরের ফেতনার কথা আলোচনা করলেন। কবরের ফিতনার কথা শুনে

---

২৮. মুসলিম, হা/৯২০; নাসাঈ হা/২০৩৭।
২৯. নাসাঈ হা/২০৬২; মিশকাত হা/১৩৭, সনদ ছহীহ।

মুসলমানগণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।[৩০] অপর একটি বড় হাদীছে এসেছে যে, إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِيْ قُبُوْرِهَا 'নিশ্চয়ই এ উম্মতকে তাদের কবরে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হবে'।[৩১] এছাড়া এ মর্মে আরো অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, কবরে তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হবে। যেমন একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ القَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ صَلَّى صَلاَةً اِلاَّ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক ইহুদী মহিলা তার নিকট আসল এবং কবরের আযাবের কথা উত্থাপন করে বলল, (আয়েশা!) আল্লাহ আপনাকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। অতঃপর আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কবরের শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, কবরের শাস্তি সত্য। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, তারপর হতে আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে যখনই ছালাত আদায় করতে দেখেছি, তখনই তাঁকে কবরের আযাব হতে পরিত্রাণ চাইতে দেখেছি'।[৩২] এ হাদীছে ইহুদী মহিলার স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে যে, অন্য উম্মতকেও কবরে প্রশ্ন করা হবে। সুতরাং কবরের প্রশ্নোত্তর কেবল মুমিনদের জন্য খাছ নয়। অনুরূপভাবে তা কেবল এ উম্মতের জন্যও নির্দিষ্ট নয়। বরং তা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ মর্মে আরো মত পেশ করেছেন আব্দুল হক আশবিলী, ইবনুল কাইয়্যিম, হাফেয কুরতুবী ও আস-সিফারিইনী প্রমুখ।

অপ্রাপ্ত বয়স্করা কি কবরে ফিতনার সম্মুখীন হবে?

কবরের ফিতনা বা পরীক্ষা নবী-রাসূলগণ ব্যতীত সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু শহীদ, আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত ব্যক্তি এবং অনুরূপ যাদের নাজাতের কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তারা এই ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। কিন্তু অপ্রাপ্ত

---

৩০. বুখারী, হা/১২৮৪; মিশকাত হা/১৩৭।
৩১. মুসলিম, মিশকাত হা/১২২।
৩২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮।

বয়স্ক ও পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃতদের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বিদ্বানগণের একদল এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তারা কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে না। এ মতের পক্ষে আছেন কাযী আবু ইয়া'লা ও ইবনু আক্বীল। তাঁরা দলীল পেশ করেন যে, পরীক্ষা তাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের জন্য শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য। আর যাদের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, তারা এই পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা যাদের উপর শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য নয়, তাদেরকে প্রশ্ন করার কোন অর্থ হয় না। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ– 'তিন ব্যক্তির থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ জাগ্রত না হয়। ছোট বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক যতক্ষণ সে বড় বা প্রাপ্তবয়স্ক না হয়। পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায়'।[৩৩]

অন্যরা বলেন যে, তাদেরকে কবরে পরীক্ষা করা হবে। এ অভিমতের পক্ষে রয়েছেন আবুল হাকীম আল-হামাদানী, আবুল হাসান ইবনু আব্দুস ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর কতিপয় শিষ্য। তাদের দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীছ,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَرُوِيَ مَرْفُوْعً أَنَّهُ صَلَّى عَلَى طِفْلٍ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيْئَةً قَطُّ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ قِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةَ الْقَبْرِ–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি শিশুর জানাযা ছালাত পড়ালেন, যে কখনও কোন পাপ কাজ করেনি। অতঃপর তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে কবরের আযাব ও তার ফিতনা থেকে রক্ষা কর'।[৩৪] যারা বলেন যে, পরকালে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পরীক্ষা করা হবে, এ হাদীছ তাদের দলীল। আর তারা পরকালে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বান ও মুহাদ্দিছগণের অভিমত।[৩৫]

কবরের আযাবের সত্যতা

কবরের আযাব, তার নে'আমত ও সেখানে ফেরেশতাদের প্রশ্ন সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তার যথার্থতা ও প্রমাণের প্রতি বিশ্বাস

---

৩৩. নাসাঈ হা/৩৩৭৮, হাদীছ ছহীহ।

৩৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৫৩৬; মিশকাত হা/১৬৮৯, সনদ ছহীহ; সিলসিলাতুল আছার আছ-ছহীহাহ আ/২৭৯।

৩৫. শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৫৭, ২৭৭।

ও আস্থা স্থাপন করা আবশ্যক। তবে কবরের শাস্তি ও নে'আমতের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশী কিছু আমরা জানি না। তাই কুরআন-হাদীছের বর্ণনার অধিক কিছু আমরা বলতেও পারব না। অনুরূপভাবে মানবদেহে রূহ ফিরিয়ে দেওয়াও দুনিয়াতে মানবদেহে রূহ দানের মত নয়। বরং বারযাখী জীবনে রূহের প্রত্যাবর্তন হবে দুনিয়াতে মানবদেহে রূহ আগমনের প্রচলিত নিয়মের চেয়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে।

জানা আবশ্যক যে, কবরের আযাব ও বারযাখী জীবনের শাস্তি সত্য। যে ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করুক, আযাবের উপযুক্ত হলে সে ঐ শাস্তি পাবে, তাকে কবরস্থ করা হোক বা না হোক কিংবা তাকে হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলুক বা পুড়ে ভস্ম হয়ে যাক ও বাতাসে উড়ে যাক কিংবা জমে পাথর হয়ে যাক বা সাগরে নিমজ্জিত হোক। কবরে যেমন তার উপরে শাস্তি হতো ঐরূপ শাস্তি ই তার রূহ বা দেহের উপর হবে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলেও এবং তা যদি কিমা বা কাটলেটের মতও হয়ে যায়। সুতরাং রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, কোনরূপ অতিরঞ্জন ও সংকোচন ব্যতিরেকে তার উপর বিশ্বাস করা আবশ্যক।[৩৬]

নাস্তিকরা ও এক শ্রেণীর মুসলিম দার্শনিক কবর আযাবকে অস্বীকার করে। তারা বলে যে, এর কোন যথার্থতা নেই। এক্ষেত্রে তারা দলীল পেশ করে যে, তারা কবর খুড়ে কুরআন-হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক সেখানে কিছুই দেখতে পায়নি। আবার খারেজী ও কিছু মু'তাযিলা যেমন যিরার ইবনু আমর, বিশর আল-মুরাইসী কবর আযাবকে অস্বীকার করে। তবে অধিকাংশ মু'তাযিলা ও সকল আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত ঐ মতামতের বিরোধিতা করেছেন। কেননা ঐসব লোকেরা তাদের জ্ঞানের মাধ্যমে যা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয় না, তা অস্বীকার করে বা তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। তাদের ধারণা যে, তাদের চোখ সবকিছু দেখতে সক্ষম এবং তাদের কান সবকিছু শুনতে সক্ষম। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে বহু গোপনীয় ও অদৃশ্য বিষয়ের কথা আমরা জানি। অথচ আমাদের কান ও চোখ তা শুনতে বা দেখতে অক্ষম। আর যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারা তাঁর খবরকে সর্বান্তকরণে সত্য বলে জানে।

---

৩৬. শরহু আক্বীদাতুত তাহাভিয়া, পৃঃ ৪৫০-৫১।

পবিত্র কুরআনে কবর আযাবের প্রতি ইঙ্গিতবাহী বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থে ‘জানাযা’ অধ্যায়ে কবরের আযাব বিষয়ে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এই শিরোনামে باب ما جاء في عذاب القبر (কবর আযাব সম্পর্কে যা এসেছে)। এতে তিনি মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী সমূহ অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

إِذِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيْهِمْ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ-

‘যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও! তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে। সেজন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে’ *(আন‘আম ৬/৯৩)*।

سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ‘আমরা তাদেরকে দু’বার শাস্তি দিব এবং পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তির দিকে’ *(তওবা ৯/১০১)*।

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ، النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ-

‘কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফির‘আউন সম্প্রদায়কে। তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন ক্বিয়ামত ঘটবে, সেদিন বলা হবে, ফির‘আউন সম্প্রদায়কে প্রবেশ করাও কঠিন শাস্তিতে’ *(গাফির/মুমিন ৪০/৪৫-৪৬)*।

ইমাম বুখারী উল্লিখিত প্রথম আয়াতে মৃত্যুর সময়ে ফেরেশতা কর্তৃক কাফেরদেরকে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্বিয়ামতের দিন শাস্তির পূর্বে মুনাফিকদেরকে দু’বার শাস্তি দেওয়া হবে। প্রথম শাস্তি হচ্ছে দুনিয়াতে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে কিংবা মুমিনদের হাতেও হতে পারে। আর দ্বিতীয় শাস্তি হচ্ছে কবরের আযাব।

হাসান বছরী বলেন, سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ‘আমি তাদেরকে দু’বার শাস্তি দিব’ *(তওবা ৯/১০১)* এর অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার আযাব ও কবরের আযাব।[৩৭]

---

৩৭. *ফাতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৩।*

ইবনু জারীর আত-তাবারী বলেন, অগ্রাধিকারযোগ্য কথা হচ্ছে দু'বার শাস্তির একটা হচ্ছে কবরের আযাব এবং অপরটা দুনিয়াবী জীবনে যা অতিক্রান্ত হয়েছে, যেমন ক্ষুধা-দারিদ্র্য, বন্দীত্ব, হত্যা, অপমান-অপদস্ত প্রভৃতি।[৩৮]

তৃতীয় আয়াত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সুস্পষ্ট দলীল, যার দ্বারা তাঁরা কবরের আযাব সাব্যস্ত করেন। কেননা মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, ফের'আউন সম্প্রদায়কে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সম্মুখীন করা হয়। আর এটা হচ্ছে ক্বিয়ামতের পূর্বে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ– 'যেদিন ক্বিয়ামত ঘটবে, সেদিন বলা হবে, ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে' *(গাফির/মুমিন ৪০/৪৬)*। ইমাম কুরতুবী বলেন, জমহূর বিদ্বানের মতে তাদেরকে আগুনের সম্মুখীন করা হবে বারযাখী জীবনে। আর এটা হচ্ছে কবর আযাব সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ।[৩৯]

পবিত্র কুরআনের আয়াত কবরের ফিতনা ও আযাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 'আল্লাহ পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে অবিচল রাখবেন সে সকল লোককে যারা ঈমান এনেছে প্রতিষ্ঠিত বাণীতে' *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*। বারা ইবনু আযেব বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, মুমিনকে কবরে রাখার পর দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসাবেন, তাকে প্রশ্ন করবেন, তখন মুমিন সাক্ষ্য দিবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল'। আর এটাই হচ্ছে يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ আয়াতের মর্মার্থ। অন্য বর্ণনায় আছে যে, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ আয়াতটি কবর আযাবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।[৪০]

কবরের আযাব সম্পর্কে আরো কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনে। যেমন আল্লাহ বলেন,

---

৩৮. তদেব।
৩৯. তদেব।
৪০. বুখারী 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবর আযাব সম্পর্কে যা এসেছে' অনুচ্ছেদ; ফাতহুল বারী, ৩/২৩১ পৃঃ।

يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ، إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيْتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيْرُ، يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ–

‘সেদিন তারা সত্যিসত্যিই মহা চিৎকার শুনবে। সেটিই উত্থিত হবার দিন। আমিই জীবন দেই ও আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমার দিকেই চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন। সেদিন তাদের থেকে যমীন বিদীর্ণ হবে এবং লোকেরা দিক-বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে। এটি এমন এক সমাবেশ যা আমার পক্ষে অতীব সহজ’ *(ক্বাফ ৫০/৪২-৪৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ، قَالُوْا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ، إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ–

‘আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে আসবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিন্দ্রাস্থল হতে উঠালো? (তাদেরকে বলা হবে) এটা তো তা যার ওয়াদা পরম দয়াময় করেছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন। তা ছিল শুধুই একটি বিকট আওয়াজ, ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের সকলকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে’ *(ইয়াসীন ৩৬/৫১-৫৩)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ، يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ، وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ– ‘অতএব তাদেরকে ছেড়ে দাও সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা ধ্বংস হবে। যেদিন তাদের পক্ষ থেকে কৃত তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। আর নিশ্চয়ই যারা যুলুম করবে তাদের জন্য থাকবে এছাড়া আরো আযাব; কিন্তু তাদের বেশীরভাগই জানে না’ *(তূর ৫২/৪৫-৪৭)*।

কবর আযাব সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوْزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا لِيْ إِنَّ أَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ عَجُوْزَيْنِ

وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُوْنَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِيْ صَلاَةٍ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, মদীনার ইহুদী বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্য হতে দু'জন বৃদ্ধা মহিলা আমার নিকট আসল এবং বলল, নিশ্চয়ই কবরবাসীকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয়। তাদের কথা বিশ্বাস করতে না পারায় আমি তাদের কথা অস্বীকার করলাম। তারা চলে গেল। তারপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! মদীনার বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্য হতে দু'জন বৃদ্ধা মহিলা বলল, নিশ্চয়ই কবরবাসীকে তাদের কবরে শাস্তি দেয় হয়। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা ঠিক বলেছে। নিশ্চয়ই তাদেরকে কবরে এত কঠিন শাস্তি দেয়া হয় যে, সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণী শুনতে পায়। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, তারপর থেকে আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে এমন কোন ছালাত আদায় করতে দেখিনি যে, তিনি ছালাত শেষে কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাইতেন না।[৪১] অর্থাৎ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাত শেষে কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাইতেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ছাহাবীদেরকে জানিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তাদের সম্মুখে ভাষণ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে, উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আসমা বিনতু আবু বকর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন,

قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ الَّتِيْ يُفْتَنُ بِهَا الْمَرْءُ فِيْ قَبْرِهِ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً حَالَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ كَلاَمَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيْبٍ مِنِّيْ أَيْ بَارَكَ اللهُ لَكَ مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ آخِرِ قَوْلِهِ قَالَ قَدْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ-

একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে মানুষ কবরে যে ফিতনার সম্মুখীন হবে তা উল্লেখ করলেন। তখন মুসলমানগণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। এতে

---

৪১. বুখারী হা/৫৮৮৯; নাসাঈ হা/২০৪০।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কথা বুঝতে আমার জন্য বাধার সৃষ্টি হল। যখন তাদের চিৎকার করে কান্না থেমে গেল, তখন আমি আমার পার্শ্ববর্তী একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল তাঁর বক্তব্যের শেষে কি বললেন? সে বলল, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাঁকে অহি-র মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের ফিতনার মতই তোমাদেরকে কবরের ফিতনার মুখোমুখি করা হবে'।[৪২]

যারা কবর আযাবকে অস্বীকার করে তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, যখন জানা যায় যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকে আর তার আত্মা ওঠা-বসা করে, চলাফেরা করে, যাতায়াত করে, কথা বলে, বিভিন্ন কাজ করে অথচ তার আত্মা থাকে দেহের ভিতরে। অনুরূপভাবে শরীর ও আত্মা নে'আমত ও শাস্তি লাভ করে যদিও দেহ শায়িত থাকে, চোখ মুদিত থাকে, মুখ থাকে বন্ধ, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে স্থির, অথচ অভ্যন্তরীণ শক্তির মাধ্যমে তা নড়াচড়া করে। সে দাঁড়ায়, চলে, কথা বলে, চিৎকার করে তার ভিতরের শক্তির মাধ্যমে। এর দ্বারা কবরে মৃতের কর্মকাণ্ড অনুধাবন করা যায়। কেননা মৃত ব্যক্তির আত্মা কবরে বসানো হয়, তাকে প্রশ্ন করা হয়, নে'আমত ও শাস্তি দেওয়া হয় এবং সে চিৎকার করে। এসবই হয় আত্মা শরীরের সাথে অবিচ্ছিন্ন থাকা অবস্থায় যখন সে কবরে শায়িত থাকে। কখনও আত্মাকে শক্তি দেওয়া হয়, সে দেহের বাইরে আসে। কখনও মৃতের শরীর কবরের বাইরে থাকে, অথচ তার উপরে আযাব হয়। আযাবের ফেরেশতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সে মৃতের দেহকে নড়াচড়া করায়, তাকে চালায়, কবর থেকে বের করে। কখনও মৃতদেহকে কবরের বাইরে দেখা যায়, এ অবস্থায়ও তার উপর আযাব হয়। তবে সকল মৃতের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। যেমন কোন কোন ঘুমন্ত ব্যক্তির দেহকে উপবিষ্ট দেখা যায়। কিন্তু সকল ঘুমন্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

কবর আযাব সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত :

সকল বিদ্বান একমত যে মানুষ মৃত্যুর পরে স্বীয় কবরে শাস্তি অথবা শান্তি ভোগ করবে। আর আযাব ও শান্তি মৃতের দেহ ও রূহের উপরে হবে। পুড়ে যাওয়া বা জানোয়ারে খেয়ে ফেলার মাধ্যমে রূহ দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেলে শাস্তি বা শান্তি রূহের উপরে হবে। আবার কখনও আত্মা ও শরীর একত্রিত হলে শাস্তি উভয়ের উপরে হবে। ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর

---

৪২. নাসাঈ হা/২০৩৫; মিশকাত হা/১৩৭, হাদীছ ছহীহ।

সমীপে সমবেত হওয়ার সময়ে সমস্ত রূহকে স্ব স্ব দেহে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং সবাই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, এসব কথার উপরে মুহাদ্দিছীনে কেরাম একমত।[৪৩] আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে উদ্ধৃত করেন যে, কবরের আযাব সত্য। একে অস্বীকার করা গোমরাহী-ভ্রষ্টতা। আর ভ্রষ্ট-পদস্খলিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেউ একে অস্বীকার করে না।[৪৪] কবর আযাবের সত্যতা সম্পর্কে বিদ্বানগণের কতিপয় মতামত ও উক্তি নিম্নে পেশ করা হলো।-

১. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর অভিমত :

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-কে কবর আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, কবরের আযাব সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ ছহীহ। আমরা সেগুলোকে সত্য, যথার্থ ও প্রমাণিত বলে স্বীকার করি। এগুলির প্রতি আমাদের অকৃত্রিম ঈমান রয়েছে। যখন রাসূল (ছাঃ) হতে কোন হাদীছ ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়, আমরা তা স্বীকার করি। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত হাদীছ অস্বীকার করা আল্লাহর নির্দেশ অস্বীকার করার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا– 'রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কবরের আযাব কি সত্য? উত্তরে তিনি বলেন, কবরের আযাব সত্য। মানুষকে তার কবরে শাস্তি দেওয়া হবে'।[৪৫]

২. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)-এর অভিমত :

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থাবলীর কয়েক স্থানে কবর আযাবকে প্রমাণিত সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর 'আক্বীদাতুল ওয়াসিতিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পরকালের প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে ঐসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত, মৃত্যু পরবর্তী যেসব বিষয়ের সংবাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

৪৩. মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/২৮৪।

৪৪. ইবনুল কাইয়েম, কিতাবুর রূহ, তাহক্বীক্ব : ইউসুফ আলী বাদাবী, (দার ইবনে কাছীর, তাবি.), পৃঃ ১৬৬।

৪৫. কিতাবুর রূহ, পৃঃ ১৬৬।

দিয়েছেন। এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত কবরের পরীক্ষা এবং আমল অনুসারে শাস্তি বা শান্তির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। কবরের পরীক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐসব প্রশ্ন যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে কবরে করা হবে।[৪৬] অর্থাৎ তাকে বলা হবে, مَنْ رَبُّــكَ ‘তোমার প্রতিপালক কে? مَــا دِيْنُكَ، ‘তোমার দ্বীন কি’? مَنْ نَبِيُّكُ ‘তোমার নবী কে’?[৪৭] আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত বাক্যের (কালিমার) উপরে অবিচল রাখেন। ফলে মুমিনরা বলবে, আমরার রব আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। কিন্তু সন্দেহবাদী কাফের, মুনাফিকরা বলবে, هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ ‘হায়! হায়! আমি জানি না’। মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম। অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমনভাবে পিটাতে শুরু করে যে, পিটানোর চোটে সে বিকটভাবে চিৎকার করতে থাকে। আর এত জোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত সবকিছুই তার চিৎকার শুনতে পায়’।[৪৮]

৩. ইমাম তাহাভী (রহঃ)-এর অভিমত :

তিনি বলেন, আযাবের হকদার প্রত্যেককে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে, এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ঈমান। সেই সাথে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কবরে মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয় তার রব, দ্বীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। যেরূপ রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে বর্ণিত ও প্রমাণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তাদের বিশ্বাস হচ্ছে কবর জান্নাতের পুষ্পউদ্যান সমূহের একটি পুষ্পকানন অথবা জাহান্নামের গহ্বরসমূহের একটি গহ্বর।[৪৯]

৪. আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (রহঃ)-এর অভিমত :

তিনি বলেন, একথা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে হবে যে, কবর আযাব দ্বারা উদ্দেশ্য বারযাখী জগতের আযাব। সেহেতু প্রত্যেক শাস্তির হকদার ব্যক্তিকে বারযাখী জগতে শাস্তি দেওয়া হবে, তাকে দাফন করা হোক বা না হোক; হিংস্র জানোয়ার খেয়ে ফেলুক কিংবা তাকে পুড়িয়ে ছাই-ভস্ম

---

৪৬. আল-আক্বীদাতুল ওয়াসিতিয়া মা‘আ শরহে আর-রওযাতুন নাদিয়াহ, পৃঃ ৩১১।
৪৭. আহমাদ, হা/১৮৬৩৭; মিশকাত হা/১৫৪২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬২৮, হাদীছ ছহীহ।
৪৮. বুখারী হা/১৬৭৪; মুসলিম, মিশকাত হা/১২৬।
৪৯. করহুল আক্বীদাতুত তাহাভিয়া, পৃঃ ৫৭২।

বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হোক। সমুদ্রে ডুবে মারা যাক অথবা তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বা শূলে চড়িয়ে মারা হোক। যেভাবে মৃত্যু হোকনা কেন এবং যেখানেই হোক না কেন দাফনকৃত ব্যক্তির ন্যায় তাকে আত্মা ও দেহের উপরে শাস্তি দেওয়া হবে।[৫০]

মোটকথা দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী আলমে বারযাখে সমস্ত রূহকে আমল অনুসারে শাস্তি বা শান্তি দেওয়া হবে। আর শাস্তি ও শান্তির মধ্যে ব্যবধান হওয়ার কারণে তার অবস্থার মধ্যেও ভিন্নতা হবে। বস্তুতঃ বারযাখী জীবনে প্রত্যেককে আযাব বা সুখ-শান্তি দেওয়া হবে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে অবস্থাই হোক এবং যেখানেই হোক। অবস্থা ও স্থানের কারণে শান্তি বা শাস্তির কোন তারতম্য হবে না। এমনকি কোন ব্যক্তিকে যদি প্রচণ্ড ঝড়-বাতাস গাছে ঝুলিয়ে রাখে, তবুও তাকে বারযাখী জগতে শাস্তি বা শান্তি দেওয়া হবে। আর কোন নেক ব্যক্তিকে যদি বিশাল প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখার নিচে সমাধিস্ত করা হয়, তবুও তার দেহ ও রূহের উপরে বারযাখী প্রশান্তি ও সুখ দেওয়া হবে। আর তার জন্য আল্লাহ্ আগুনকে ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক করে দিবেন। কেননা জগতের সকল বস্তু স্বীয় স্রষ্টা ও মালিকের অনুগত, বাধ্যগত। যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন, সৃষ্টির অবস্থা পরিবর্তন করে দেন। তাঁর জন্য এটা করা মোটেই জটিল ও কঠিন নয়। বরং বিশ্বের সমস্ত জিনিস তাঁর অধীন এবং আজ্ঞাবহ। যেমন হাদীছে এসেছে, 'এক ব্যক্তি কখনো কোন ভাল কাজ করেনি। তার পরিবার-পরিজনকে বলল, অন্য বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের প্রতি অবিচার করল, বড় অপরাধ করল। কিন্তু যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন সে তার সন্তানদের অছিয়ত করল, যখন সে মারা যাবে তখন তাকে যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। অতঃপর অর্ধেক স্থলে ও অর্ধেক সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি তিনি তাকে ধরতে সক্ষম হন, তবে এমন শাস্তি দিবেন যা জগতের কাউকে কখনো দেননি। যখন সে মারা গেল তার নির্দেশ মত সন্তানরা কাজ করল। আল্লাহ সমুদ্রকে হুকুম দিলেন, সমুদ্র তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। এভাবে স্থল ভাগকে নির্দেশ দিলেন, স্থলভাগ তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ করেছিলে? সে বলল, হে প্রতিপালক!

---

৫০. কিতাবুর রূহ, পৃঃ ১৬৮।

তোমার ভয়ে এরূপ করেছি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন'।[৫১] সুতরাং আল্লাহর এ পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার প্রতি অস্বীকৃতি তাঁর সত্তা ও প্রভুত্বের প্রতি অস্বীকৃতির নামান্তর।

অতএব বারযাখী জগৎ গায়েবের বিষয়। এর অবস্থা সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে যা উদ্ধৃত হয়েছে, তার প্রতি সঠিকভাবে ঈমান আনা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরে আবশ্যক।

কবরের আযাব গায়েবের বিষয়

কবরের আযাব গায়েবের বিষয়। কত মানুষ কবরে আযাব ভোগ করে, কিন্তু আমরা তা অনুভব করতে পারি না। অনুরূপ কত কবরবাসীর জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, ভোগ করে জান্নাতের অফুরন্ত সুখ-শান্তি; অথচ আমরা তা জানতে বা অনুধাবন করতে পারি না। তা কেবল আল্লাহ জানেন। সুতরাং কবর আযাবের বিষয়টি গায়েব বা অদৃশ্যের বিষয়। এ বিষয়ে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অহী না আসলে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। যেমন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর নিকট ইহুদী মহিলা এসে কবর আযাবের কথা বললে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। রাসূল আসলে তিনি এ বিষয়টি উল্লেখ করেন, তখন তিনি একে সত্য বলেন স্বীকার করেন।[৫২]

কবর আযাবের বিষয়টি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে জানিয়েছেন, কেবল সেই জানতে পেরেছে। যেমন মহান আল্লাহ নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কবরে দুই ব্যক্তির শাস্তিও বিষয় অবহিত করেছেন। যাদের একজন চোগলখোরী করত ও অন্যজন পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না।[৫৩]

কবর আযাব গোপন রাখার হেকমত :

বিভিন্ন কারণে আল্লাহ তা'আলা কবর আযাব গোপন রেখেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ:

(১) আল্লাহ পাক অসীম দয়ালু, যদি আমরা কবর আযাব প্রত্যক্ষ করতাম, তাহলে আমাদের জীবনটা কষ্টকর ও অসুখী হয়ে যেত। কেননা মানুষ যখন স্বীয় পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী ও নিকটজনের কবর আযাব দেখতে পেত এবং তা দূর করতে সক্ষম না হত, তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত ও

---

৫১. বুখারী হা/৭৫০৬; মুসলিম হা/২৭৫৬; মিশকাত হা/২৩৬৯।
৫২. বুখারী, হা/১৩৭২ 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবর আযাব' অনুচ্ছেদ।
৫৩. বুখারী, হা/২১৩ 'ওযূ' অধ্যায়; মুসলিম হা/(১১)২৯২, 'পবিত্রতা' অধ্যায়।

অস্থির হয়ে যেত। তার সকল সুখ-শান্তি ও সুস্থিরতা নিঃশেষ হয়ে যেত। জীবনটা হয়ে পড়ত দুর্বিসহ। চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-যাতনায় তার খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-গোসল সব বন্ধ হয়ে যেত। সুতরাং কবর আযাব গোপন রাখা আল্লাহর অন্যতম নে‘আমত।

(২) কবর আযাব প্রকাশিত হওয়া মৃতের জন্য অসম্মান ও অপমান জনক। আল্লাহ মৃতের দোষ-ত্রুটি ও গোনাহ-পাপ আমাদের থেকে গোপন রেখেছেন। তদ্রূপ মৃতের কবর আযাবও আমাদের থেকে গোপন রেখেছেন। এটা আমরা দেখতে পেলে মৃত ব্যক্তির জন্য তা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও অসম্মানজনক হত। সুতরাং আযাব গোপন রাখার মধ্যেই মৃতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ রয়েছে।

(৩) কবর আযাব দৃশ্যমান হলে মৃতকে দাফন করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ত। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ ‘তোমরা মৃতকে দাফন করবে না যদি এটা মনে না করতাম, তাহলে আমি আল্লাহর নিকট দো‘আ করতাম তোমাদেরকে কবর আযাব শুনানোর জন্য’।[৫৪] আর মানুষ কবর আযাব দেখতে বা শুনতে পেলে মৃতকে কবরস্থ করা তাদের জন্য অতীব কষ্টকর হত এবং মানুষ কবরের কাছেও যেত না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কবর আযাবের হকদার হয় সে যমীনের উপরে হলেও তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু কবর আযাব দেখতে পেলে মানুষ হয়তো এই সন্দেহ করত যে, দাফন না করলে শাস্তি দেওয়া হয় না। ফলে কেউ কোন মৃতকে দাফন করত না।

(৪) যদি কবর আযাব প্রকাশ্য হত, তাহলে তার প্রতি ঈমান আনয়নে কোন বিশেষত্ব থাকত না। কেননা দৃশ্যমান জিনিসকে সাধারণত প্রত্যাখ্যান করা হয় না। ফলে এর প্রতি হয়তো সকল মানুষ ঈমান আনতো। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ ‘অতঃপর যখন তারা আমাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সঙ্গে যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম’ *(মুমিন ৪০/৮৪)*।

---

৫৪. মুসলিম হা/৫১১২-১৩, ‘জান্নাত ও তার নে‘আমত’ অধ্যায়; নাসাঈ হা/২০৩১; মিশকাত হা/১২৯।

সুতরাং মানুষ যখন দাফনকৃতদের দেখতে ও তাদের চিৎকার শুনতে পেত, তখন তারা অবশ্যই ঈমান আনতো এবং প্রত্যক্ষভাবে দেখা আযাবকে কেউই অস্বীকার করত না।

প্রকৃত মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদ চাক্ষুষ দেখার চেয়ে অধিক দৃঢ়তা সহকারে বিশ্বাস করে। কেননা আল্লাহর খবরে সন্দেহ বা মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে মানুষের দিব্যদৃষ্টিতে দেখা বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। কত মানুষইনা বলে যে, সে নতুন চাঁদ দেখেছে, কিন্তু সেটা আসলে নক্ষত্র বা তারকা। আবার কত লোক বলে যে, সে নতুন চাঁদ দেখেছে, কিন্তু সেটা আসলে আকাশের সাদা আভা। মূলতঃ এটা সন্দেহ বা দৃষ্টিভ্রম। অনুরূপভাবে অনেক মানুষ অস্পষ্ট ছায়া বা অপচ্ছায়া দেখে বলে, এযে আগত মানুষ। অথচ সেটা কোন গাছের কাণ্ড বা গাছের শাখা। কেউ কেউ স্থির জিনিসকে নড়াচড়া করতে দেখে; কেউবা দুল্যমান বা কম্পমান বস্তুকে স্থির দেখে। এসবই ভুল। কিন্তু আল্লাহর খবর কখনও সন্দেহের অবকাশ রাখে না। সুতরাং সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে বা সত্যতার দিক দিয়ে আল্লাহর সংবাদ দৃশ্যমান জিনিসের চেয়েও অধিক শক্তিশালী। অপ্রকাশ্য, অদৃশ্য ও গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে সৃষ্টির জন্য সীমাহীন কল্যাণ রয়েছে। তাই আল্লাহ কবর আযাব গোপন রেখেছেন। সুতরাং তার প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক।[৫৫]

রাসূল কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্তদের আওয়ায শ্রবণ

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কবরবাসীর আযাব শ্রবণ করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ قَالَ كَذَا كَانَ يَقُوْلُ الْجُرَيْرِيُّ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ فَمَتَى مَاتَ هَؤُلاَءِ قَالَ مَاتُوْا فِي الْإِشْرَاكِ، فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِيْ قُبُوْرِهَا فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ

---

৫৫. মাজমূ‘ ফাতাওয়া উছায়মীন, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪৪০-৪১।

يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِيْ أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ-

যায়েদ ইবনু ছাবিত রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে একদা নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। এমন সময় খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল এবং নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল, সেখানে ৫টি কিংবা ৬টি কবর রয়েছে। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এই কবরবাসীদের কে চিনে? এক ব্যক্তি বলল, আমি চিনি। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা কখন মারা গেছে? সে বলল, মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই মানুষকে তার কবরে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয় এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কবরের শাস্তির ভয়ে তোমরা কবর দেয়া ত্যাগ করবে, না হলে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করতাম যেন আল্লাহ তোমাদেরকে কবরের শাস্তি শুনিয়ে দেন, যেমন আমি শুনতে পাচ্ছি। অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, তোমরা সকলেই জাহান্নামের আযাব হতে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা সকলেই বলে উঠল, আমরা জাহান্নামের আযাব হতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাচ্ছি। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সকলেই কবরের আযাব হতে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা সকলেই বলল, আমরা কবরের শাস্তি হতে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাচ্ছি। তিনি বললেন, তোমরা সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য ফেতনা হতে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা বলল, আমরা গোপন ও প্রকাশ্য ফেতনা হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফেতনা হতে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা বলল, আমরা সকলেই আল্লাহ্‌র নিকট দাজ্জালের ফেতনা হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি'।[৫৬]

---

৫৬. মুসলিম, মিশকাত হা/১২২।

অপর একটি হাদীছে এভাবে এসেছে, আবু আইয়ূব আনছারী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা সূর্যাস্তের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বের হলেন। এ সময় তিনি একটা আওয়ায শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِيْ قُبُوْرِهَا– 'ইহুদী লোকটির কবরে আযাব হচ্ছে'।[৫৭]

আরেকটি হাদীছে এসেছে, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কবর দু'টিতে শাস্তি হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ. 'এ দু'ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অথচ বড় কোন পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত'।[৫৮]

এসব হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবরের আযাব শুনতে পেতেন। মহান আল্লাহ তাকে কবরের আযাব শুনাতেন। এর অর্থ এই নয় যে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন। তিনি গায়েবের কোন খবর জানতেন না। বরং আল্লাহ তাকে যা জানাতেন, তিনি কেবল তাই জানতে পারতেন।

কবরের আযাব ও নে'আমত

(ক) কবরের নে'আমতের প্রকৃতি ও ধরন :

সৎকর্মশীল মুমিন ব্যক্তি বারযাখী জীবনে বা কবরে বিভিন্ন সুখ-শান্তি ও নে'আমত লাভ করবে, যা বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় নে'আমতের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হল।-

১. মুমিনের জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হয়।

২. তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করানো হয়।

৩. জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। যাতে জান্নাতের সুবাতাস, সুবাস-সুগন্ধি আসতে পারে এবং তার জন্য প্রস্তুত জান্নাতের অফুরন্ত সুখসম্ভার দেখে তার নয়ন জুড়ায়।

---

৫৭. বুখারী হা/১২৮৬; নাসাঈ হা/২০৩২।
৫৮. বুখারী হা/১৩৬১।

৪. তার কবরকে ৭০ হাত বা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

৫. তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়।

৬. জাহান্নামে তার জন্য নির্ধারিত স্থান, যা জান্নাতের জায়গার সাথে আল্লাহ্ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এটা দেখে তার আনন্দ লাভ করা।

৭. নতুন বরের ন্যায় নিদ্রামগ্ন হওয়া।

৮. তার কবরকে আলোকিত করা।

এসব নে'আমত ও সুখ-সম্ভারের কথা বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন হাদীছে। যেমন একটি হাদীছে এসেছে, মৃত্যুর পর মানুষকে যখন কবরস্থ করা হয়, তখন দু'জন ফেরেশতা কবরে এসে ঐ ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করে। প্রশ্নগুলির উত্তর সঠিক দিতে পারলে সে কবরে শান্তি ও নে'আমত লাভ করে। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ اللهُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَادِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِيْ الْاِسْلاَمُ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ- الاية، قَالَ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَي الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهِ-

বারা ইবনু আযেব (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কবরে মুমিন বান্দার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এই যে লোকটি তোমাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। তখন ফেরেশতাগণ তাকে বলেন, তুমি কিভাবে তা জানতে

পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, তার প্রতি ঈমান এনেছি ও তাকে সমর্থন করেছি। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এই হল আল্লাহ্‌র বাণী, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ 'যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত বাণীর (কালেমা শাহাদাতের) উপর অটল রাখবেন' *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*। তারপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এসময় আকাশ হতে মহান আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা সঠিক বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য কবর হতে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। অতএব তার জন্য তাই করা হয়। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ফলে তার দিকে জান্নাতের সুগন্ধি ও সুখ-শান্তি আসতে থাকে এবং কবরকে তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়...।[৫৯] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَي الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهِ، قَالَ وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ اَحْسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيْبُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلُ أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ فَيَقُوْلُ لَهُ مَنْ اَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِئُ بِالْخَيْرِ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ.

বারা ইবনু আযেব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লাশ কবরে রাখা হলে আত্মা তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম। পুনরায় তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি

---

৫৯. আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৩১, হাদীছ ছহীহ।

তা কি করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি, অতঃপর তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমান হতে একজন আহ্বানকারী বলেন, আমার বান্দা ঠিক বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তার নিকট জান্নাতের সুখ-শান্তি ও সুবাস আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবরকে তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত এক ব্যক্তি আসেন এবং তাকে বলেন, তোমাকে খুশি করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই সে দিন যার ওয়াদা তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। তখন সে মৃতব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা এত সুন্দর যে, কল্যাণের বার্তা বহন করে। তখন সে বলে আমি তোমার সৎ আমল'।[৬০] অন্য হাদীছে একটু ভিন্নভাবে এসেছে,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَادَانِ اَرْزَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلاَنِ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلاَنِ قَدْكُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُوْلُ هَذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِيْ سَبْعِيْنَ وَيُنَوِّرُ لَهُ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُوْلُ اَرْجِعُ اِلَي أَهْلِيْ فَأُخْبِرُهُمْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِيْ لاَيُوْقِظُهُ اِلاَّ أَحَبُّ اَهْلِه اِلَيْه حَتَّي يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَاِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلاً فَقُلْتُ مِثْلَهُ لاَ اَدْرِىْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ قَدْكُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَئِمِيْ عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ اَضْلاَعُهُ فَلاَ يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتَّي يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন কাল

৬০. আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ।

বর্ণের ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন। তাদের একজনকে বলা হয়, মুনকার; অপর জনকে বলা হয়, নাকীর। তারা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি ইশারা করে বলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি দুনিয়াতে কি বলতে? মৃতব্যক্তি মুমিন হলে বলেন, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তারা বলেন, আমরা পূর্বেই জানতাম তুমি এ কথাই বলবে। অতঃপর তার কবরকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৭০ (সত্তর) হাত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ অনেক প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং সেখানে আলোর ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। তারপর তাকে বলা হয়, ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলে, না আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে যাব ও তাদেরকে খবর দেব। ফেরেশতাদ্বয় তাকে বলেন, তুমি এখানে নতুন বরের ন্যায় আনন্দে ঘুমাতে থাক, যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত কেউ ঘুম থেকে জাগাতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাকে এ শয্যাস্থান হতে না উঠাবেন, ততদিন পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে থাকবে। যদি মৃতব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহলে সে বলে, লোকে তাঁর সর্ম্পকে যা বলত আমিও তাই বলতাম। আমার জানা নেই তিনি কে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। তারপর যমীনকে বলা হয়, তোমরা চাপ দাও। সুতরাং যমীন তাকে এমন শক্তভাবে চাপ দেয় যে, তার এক পাশের পাঁজরের হাড় অপর দিকে চলে যায়। সেখানে সে এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার এ স্থান হতে উঠানোর পূর্ব পর্যন্ত’।[৬১]

(খ) কবর আযাবের প্রকার ও ধরন :

পার্থিব জীবনের মানুষের কর্মের উপরে ভিত্তি করেই কবরে আযাব হবে, সে কাফির হোক বা পাপী হোক। এ সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এখানে কবর আযাবের কতিপয় ধরন উল্লেখ করা হলো।-

১. লোহার বিশাল-বিরাটকায় হাতুড়ি দ্বারা প্রহার।

২-৬. কবরে আগুনের বিছানা বিছানো, আগুনের পোষাক পরিধান করানো, জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেওয়া, কবর সংকীর্ণ করা, পরকালীন আযাবের সংবাদ জানানো।

৭. যমীনের মধ্যে ধসে যাওয়া।

৮. গালের দু’দিক পিছনের ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলা।

৯. প্রস্তরাঘাতে মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করা।

---

৬১. *তিরমিযী হা/১০৭১; মিশকাত হা/১৩০, হাদীছ হাসান।*

১০. তন্দুর তৈরী করা আগুনের চুলায় প্রজ্বলিত করা।

১১. রক্তের নদীতে ডুবানো ও পাথর দ্বারা আঘাত করা।

১২. গনীমত বা রাজকোষের সম্পদ চুরি বা আত্মসাতের কারণে আগুন প্রজ্বলিত হওয়া।

১৩. সাপের দংশনের শাস্তি :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِن فِيْ قَبْرِهِ لَفِيْ رَوْضَةٍ خَضْرَاء وَيُرَحَّبُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَة الْبَدْرِ، أَتَدْرُوْنَ فِيْمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة {فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَة ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى} أَتَدْرُوْنَ مَا الْمَعِيْشَةَ الضَّنْك؟ قَالُوْا : اللهُ وَرَسُوْله أَعْلَم. قَالَ : عَذَابُ الْكَافِرِ فِيْ قَبْرِهِ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ تِنِّينًا. أَتَدْرُوْنَ مَا التِّنِّيْن؟ سَبْعُوْنَ حَيَّة لِكُلِّ حَيَّة تِسْع رُءُوْسٍ يَلْسَعُوْنَهُ وَيَخْدِشُوْنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘মুমিন ব্যক্তি কবরে একটি সবুজ বাগানে থাকবে, তার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হবে। তার কবরকে পূর্ণিমার রাত্রের ন্যায় আলোকিত করা হবে। তোমরা কি জান এ আয়াতটি কি প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে? ‘তার দিনাতিপাত হবে সংকুচিত এবং শেষ বিচার দিবসে আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব’ *(ত্ব-হা ২০/১২৪)*। তোমরা কি জান সংকুচিত জীবন কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, কবরে কাফেরের আযাব সম্পর্কে (উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে)। ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তার কবরে থাকবে ৯৯টি তিন্নীন। তোমরা কি জান ‘তিন্নীন’ কি? তা হচ্ছে সত্তরটি সাপ। প্রত্যেকটি সাপের নয়টি করে মাথা থাকবে। এগুলো ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাকে কামড়াতে থাকবে’।[৬২]

১৪. কবরে জাহান্নামের আযাব এবং জান্নাতের সুখ-শান্তি ও নে‘আমত প্রদর্শনের মাধ্যমে মানসিক কষ্ট।

---

৬২. *আহমাদ, ইবনু হিব্বান, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩৫৫২, সনদ হাসান*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মৃতব্যক্তিকে যখন কবরে রেখে তার সাথীরা ফিরে আসে, তখন মৃতব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শ্রবণ করে। মৃতব্যক্তি যদি কাফের হয়, তখন আযাবের ফেরেশতা তার মাথার দিক থেকে আসে অথচ সে কোন বাধার সম্মুখীন হয় না। অতঃপর তার ডান দিক থেকে আসে, অথচ কোন বাধার সম্মুখীন হয় না। এরপর তার বাম দিক থেকে আসে তখনও কোন বাধার সম্মুখীন হয় না। তারপর তার পায়ের দিক থেকে আসে তখনও কোন বাধার সম্মুখীন হয় না। অতঃপর তাকে বলা হয়, বস। তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠে বসে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তি কে যে তোমাদের মাঝে ছিল, তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তখন সে বলে, কোন ব্যক্তি? সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নামও জানে না। তখন তাকে বলা হয়, মুহাম্মাদ (ছাঃ)। কাফের ব্যক্তি বলে, আমি কিছু জানি না, লোকদেরকে তার সম্পর্কে যা বলতে শুনেছি, আমি তাই বলছি।

তখন ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য বলেন, তুমি সন্দিগ্ধ অবস্থায় দিনাতিপাত করেছ এবং এ সন্দেহের উপরই মৃত্যুবরণ করেছ। আর এ সন্দেহের উপরই পুনরুত্থিত হবে ইনশাআল্লাহ। এরপর জাহান্নামের দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজা খুলে দেয়া হয় এবং তাকে বলা হয় যে, এ জাহান্নাম তোমার আবাসস্থল এবং এতে যে আযাব আছে তা আল্লাহ তোমার জন্য প্রস্তুত করেছেন। তখন তার চিন্তা ও আফসোস বৃদ্ধি পায়।

তারপর জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজা খুলে দেয়া হয় এবং বলা হয়, যদি তুমি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে তাহলে এ জান্নাত ছিল তোমার আবাসস্থল এবং এখানে যা আছে তা আল্লাহ তোমার জন্য তৈরী করেছিলেন। তখন তার চিন্তা ও আফসোস আরো অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অতঃপর তার কবর সংকুচিত হয়ে যায়। এতে তার এক পার্শ্বের হাড় অপর পার্শ্বে চলে যায়। আর এটা হল সংকুচিত জীবন যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং ক্বিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত কবর' *(ত্ব-হা ২০/১২৪)*।[৬৩]

মুসলমানদের কি কবরে শাস্তি দেওয়া হবে?

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক বলেছেন, জেনে রাখ, কবরের আযাব কেবল কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং শুধু

৬৩. *তাবারানী, ইবনু হিব্বান, হাকেম, ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৫৬১, সনদ হাসান*।

মুনাফিকদের জন্যও নির্ধারিত নয়; বরং একদল মুসলিম কবরের আযাবে নিপতিত হবে, তাদের কৃত পাপের কারণে।[৬৪] যেমন মুনাফিকী করা, পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করা, চোগলখোরী, পরনিন্দা ও মিথ্যাচার করা, কুরআন তেলাওয়াত ত্যাগ করা, ব্যভিচার করা, সূদ খাওয়া, ছালাত আদায় না করে রাত্রে ঘুমানো, রামাযানে বিনা কারণে ছিয়াম ভঙ্গ করা, মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিয়ে নিজে তা না করা, টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা, হাজীদের মাল চুরি করা, প্রাণীদের বন্দী রেখে কষ্ট দেওয়া ও তাদের প্রতি ইহসান না করা প্রভৃতি কারণে মুমিনদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে, এ মর্মে কুরআন-হাদীছে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

কবর আযাব কি ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে?

কবর বা বারযাখী জীবন হচ্ছে মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত। মানুষের কৃতকর্মের কারণে কবর নে'আমত ও সুখ-সম্ভারে পরিপূর্ণ হবে কিংবা দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তির আকরে পরিণত হবে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছের আলোকে কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, কাফির ও মুশরিকের কবর আযাব ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, মৃতব্যক্তি কাফের হলে তার পক্ষে নে'আমত তথা সুখ-শান্তির দিকে প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ নেই। তার আযাব চলতেই থাকবে। আর যদি পাপী মুমিন হয়, তাহলে তার পাপের পরিমাণ অনুযায়ী কবরে আযাব দেওয়া হবে। কখনও তার আযাব মৃত্যু ও ক্বিয়ামতের মধ্যবর্তী স্বল্প সময়ের জন্য হবে।[৬৫]

কবর আযাবের কারণসমূহ

কবরে মানুষকে বিভিন্ন কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। এই কারণগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. সাধারণ বা অনির্ধারিত ২. নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত। সাধারণ বা অনির্ধারিত কারণগুলো হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞতা, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে না চলা এবং তাঁর অবাধ্যতা ও গোনাহে লিপ্ত হওয়া। আর নির্দিষ্ট কারণগুলি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে বিভিন্ন দলীল উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হল।-

---

৬৪. ইমাম কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ, পৃঃ ১৪৬।

৬৫. শারহুল মুমতে' ৩/২৫৩ পৃঃ।

১. আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী করা :

মুশরিক ও কাফেরকে কবরে আযাব দেওয়া হবে তাদের শিরক ও কুফরীর কারণে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيْهِمْ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ– ‘আর যদি তুমি দেখতে, যখন যালিমরা মৃত্যু কষ্টে থাকে, এমতাবস্থায় ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে আছে (তারা বলে), তোমাদের জান বের কর। আজ তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে লাঞ্ছনার আযাব। কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তোমরা তার আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহঙ্কার করতে’ *(আন‘আম ৬/৯৩)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ‘আর জাহান্নামে তারা যখন বাদানুবাদে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলরা, যারা অহঙ্কার করেছিল, তাদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। অতএব তোমরা কি আমাদের থেকে আগুনের কিয়দংশ বহন করবে’? *(মুমিন ৪০/৪৬)*।

কাফিরকে কবরে রাখার পর ফেরেশতা এসে তাদের প্রশ্ন করেন। তারা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। ফলে তাদের শাস্তি শুরু হয়ে যায়। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন,

وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِيْ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِيْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِيْ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَي النَّارِ، قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهَ قَبْرُهُ حَتَّي يَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلاَعُهُ ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ اَعْمَي اَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيُضْرَبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلاَّ الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ.

'তার আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর দু'জন ফেরেশতা তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে পুনরায় বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তারা ইশারা করে বলেন, এই লোকটি কে, যিনি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন? সে পুনরায় বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। তারপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তার দিকে জাহান্নামের গরম হাওয়া আসতে থাকে। এছাড়া তার জন্য তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া হয় যাতে তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকের পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে একটি লোহার হাতুড়ি থাকে। যদি এই হাতুড়ি দ্বারা কোন পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তাহলে পাহাড়ও ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে। আর সেই ফেরেশতা এ হাতুড়ি দ্বারা তাকে অতীব জোরে আঘাত করেন। আর সে আঘাতের চোটে এত জোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের সব কিছুই তা শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির সাথে মিশে যায়। তারপর আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকে)'।[৬৬] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ: فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَن كذب عَبدِي فأفرشوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ حَرُّهَا وَسَمُومُهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ

---

৬৬. আহমাদ, আবুদাঊদ হা৪৭৫৩, মিশকাত হা/১৩১; হাদীছ ছহীহ।

الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُوْؤُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ.

বারা ইবনু আযেব পবলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লাশ কবরে রাখা হলে আত্মা তার দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করেন তোমার দ্বীন কি? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। এসময় আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ডেকে বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তার দিকে জাহান্নামের গরম হাওয়া আসতে থাকে। আর তার কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার এক দিকের পাজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট অতি কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট নোংরা বেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক এসে বলে, তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর। এদিন সম্পর্কে তোমাকে পৃথিবীতে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তখন সে জিজ্ঞেস করে তুমি কে? কি কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে! সে বলে আমি তোমার বদ আমল'।[৬৭]

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلَّي عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِه فَيَقُوْلاَنِ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلَي مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدَ اَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لَاَادْرِيْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ لاَ دَرَيْتُ وَلاَ

---

৬৭. আহমাদ, আবু দাউদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৬৩০, হাদীছ ছহীহ।

تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীগণ সেখান হতে ফিরতে থাকে, তখন সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। তাদের ফিরে যেতে না যেতেই তার নিকট দু'জন ফেরেশতা চলে আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর (নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি ইশারা করে) জিজ্ঞেস করেন, তুমি দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? মুমিন ব্যক্তি তখন বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, জাহান্নামে তোমার স্থান দেখে নাও। আল্লাহ তোমার এ স্থানকে জান্নাতের সাথে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তখন সে উভয় স্থান দেখে। কিন্তু মৃতব্যক্তি যদি মুনাফিক বা কাফের হয়, তখন তাকে বলা হয়, দুনিয়াতে তুমি এ ব্যক্তি সর্ম্পকে কি বলতে? তখন সে বলে, আমি জানি না। মানুষ যা বলত, আমিও তাই বলতাম (প্রকৃত সত্য কি ছিল তা আমার জানা নেই)। তখন তাকে বলা হয়, তুমি জানার চেষ্টা করনি কেন? আল্লাহ্‌র কিতাব পড়নি কেন? অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমনভাবে পিটাতে শুরু করে যে, পিটানোর চোটে সে বিকট চিৎকার করতে থাকে। মানুষ ও জিন ব্যতীত সব কিছুই তার চিৎকার শুনতে পায়'।[৬৮]

যায়েদ ইবনু ছাবিত রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে একদা নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। এমন সময় খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল এবং নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল সেখানে ৫টি কিংবা ৬টি কবর রয়েছে। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এই কবরবাসীদের কে চিনে? এক ব্যক্তি বলল, আমি চিনি। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা কখন মারা গেছে? সে বলল, মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'নিশ্চয়ই মানুষকে তার কবরে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয় এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কবরের শাস্তির ভয়ে তোমরা কবর দেয়া ত্যাগ করবে, না হলে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ

---

৬৮. বুখারী হা/১৩৭৪; মিশকাত হা/১২৬; নাসাঈ হা/২০৫০-৫১।

করতাম যেন আল্লাহ তোমাদেরকে কবরের শাস্তি শুনিয়ে দেন, যেমন আমি শুনতে পাচ্ছি'।[৬৯] এ হাদীছে মুশরিক অবস্থায় যারা মারা গিয়েছিল তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِيْ قُبُوْرِهَا- 'ইহুদী লোকটির কবরে আযাব হচ্ছে'।[৭০]

২. মুনাফিকী বা কপটতা :

মুনাফিকী বা কপটতা অতি বড় পাপ। যার জন্য পরকালে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি রয়েছে। মুনাফিকদের জন্য কবরেও কঠিন শাস্তি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُوْنَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيْمٍ-

'আর তোমাদের আশপাশের মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কিছু লোক অতিমাত্রায় মুনাফিকীতে লিপ্ত আছে। তুমি তাদেরকে জান না। আমরা তাদেরকে জানি। অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার আযাব দেব এবং পরে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে মহা আযাবের দিকে' *(তওবা ৯/১০১)*।

এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) কবরে ফেরেশতার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বলেন, 'যদি মৃতব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহলে সে বলবে, লোকে তার সর্ম্পকে যা বলত আমিও তাই বলতাম। আমার জানা নেই তিনি কে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। তারপর যমীনকে বলা হয়, তোমরা এর উপর মিলে যাও। সুতরাং যমীন তার উপর এমনভাবে মিলে যায়, যাতে তার এক পাশের হাড় অপর দিকে চলে যায়। সেখানে সে এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার এ স্থান হতে উঠাবেন।[৭১]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুনাফিক ও কাফির ব্যক্তিকেও বলা হবে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? সে উত্তরে বলবে,

---

৬৯. *মুসলিম হা/২৮৬৮; মিশকাত হা/১২২।*
৭০. *বুখারী হা/১২৮৬; নাসাঈ হা/২০৩২।*
৭১. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০, হাদীছ হাসান।*

আমি জানি না। লোকেরা যা বলত, আমি তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি না নিজে জেনেছ, না তেলাওয়াত করে শিখেছ। আর তাকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা অতি জোরে আঘাত করা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করে উঠবে যে, দু'জাতি (মানুষ ও জিন) ব্যতীত তার আশপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে'।[৭২]

৩-৪. পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করা এবং চোগলখোরী করা :

পেশাব থেকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করলে এবং চোগলখোরী করে বেড়ালে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে বলে হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, এ দু'ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অথচ তাদেরকে বড় কোন পাপের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। অতঃপর তিনি খেজুরের একটি ভিজা ডাল নিয়ে তা মাঝখানে ভাগ করে উভয় কবরে একটি করে পুতে দিলেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এরূপ কেন করলেন? তিনি বললেন, এ দু'টি না শুকানো পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা হতে পারে'।[৭৩] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ فَقُلْنَا انْظُرُوْا إِلَيْهِ يَبُوْلُ

---

৭২. *বুখারী হা/১৩৭৪, ৪৬২৩।*
৭৩. *বুখারী হা/২১১; নাসাঈ হা/২০৪২; আবু দাউদ হা/১৯।*

كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوْا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانُوْا إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَوْلُ قَطَعُوْا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِيْ قَبْرِهِ-

আব্দুর রহমান ইবনু হাসানাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ও আমর ইবনুল আছ নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। তিনি বের হলেন, তাঁর সাথে একটি চামড়ার তৈরী ঢাল ছিল। তিনি তা দ্বারা আড়াল করে পেশাব করলেন। তখন আমরা বললাম, দেখ, তিনি মহিলাদের মত পেশাব করছেন। তিনি তা শুনে ফেললেন। অতঃপর বললেন, তোমরা কি জান না বানী ইসরাঈলরা কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল? তাদের কারো শরীরে পেশাব লেগে গেলে সেই স্থান কেটে ফেলতে হত। পরে তারা তা করতে অস্বীকার করে। ফলে কবরে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়'।[৭৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, –تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ 'তোমরা পেশাব থেকে পবিত্র হও। কেননা কবরের অধিকাংশ আযাব পেশাবের কারণে হয়ে থাকে'।[৭৫] তিনি আরো বলেন, –أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ 'কবরের অধিকাংশ আযাব হবে পেশাবের কারণে'।[৭৬] অর্থাৎ পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে।

৫. গীবত বা পরনিন্দা করা :

দুনিয়াতে কারো গীবত বা দোষ চর্চা করলে কবরে শাস্তি পেতে হবে। এ মর্মে ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থে 'জানাযা' অধ্যায়ে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন যে, عذاب القبر من الغيبة والبول. 'গীবত ও পেশাবের কারণে কবরের আযাব' শিরোনামে। এ অনুচ্ছেদে তিনি নামীমা বা চোগলখুরী ও পেশাব থেকে সতর্ক না হওয়ার কারণে কবর আযাব হওয়ার হাদীছ নিয়ে এসেছেন। কিন্তু কোন কোন সূত্রে বর্ণিত হাদীছে গীবতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন সুনানে ইবনু মাজাহতে এসেছে-

---

৭৪. আবু দাউদ, হা/২০; ইবনু মাজাহ হা/৩৪০; নাসাঈ হা/৩০; মিশকাত হা/৩৭১।

৭৫. দারাকুতনী, ছহীহুল জামে' হা/২১০২, ৩০০২; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৫৮-৫৯; ইরওয়াউল গালীল হা/২৮০।

৭৬. ইবনু মাজাহ হা/৩৪২, সনদ ছহীহ।

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغَيْبَةِ.

আবু বকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই এই দুই কবরের অধিবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আর তাদেরকে বড় কোন গোনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে পেশাবের কারণে।অপরজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে গীবত করার কারণে'।[৭৭]

৬. গনীমত বা রাজকোষের সম্পদ আত্মসাৎ করা :

গনীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করা মহাপাপ। এজন্য কুরআন ও হাদীছে তার কঠিন শাস্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। কারণ রাজস্ব চুরি করা কিংবা তাতে খিয়ানত করা সাধারণ চুরি ও খিয়ানতের চেয়েও জঘন্য পাপ। বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারের সম্পদের সাথে সমগ্র দেশের নাগরিকদের অধিকার সংযুক্ত থাকে। সুতরাং এখান থেকে চুরি করা শত-সহস্র লোকের সম্পদ চুরির শামিল। আর এখান থেকে চুরির পর তা থেকে তওবা করার জন্য দেশের সকল নাগরিককে তাদের হক ফেরত দেয়া কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া আবশ্যক। অন্যথা তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। অথচ এ কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির ক্ষেত্রে মালের মালিকের কাছ থেকে ক্ষমা নেয়া সহজ। তাই বায়তুল মালের কোন কিছু আত্মসাৎ করা হলে কবরে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ- 'নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি খিয়ানত করবেন। আর যে লোক খিয়ানত করবে সে ক্বিয়ামতের দিন সেই খিয়ানত করা বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই পরিপূর্ণভাবে পাবে যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না' *(আলে ইমরান ৩/১৬১)*। হাদীছে এসেছে,

৭৭. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৩১৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৫৪, সনদ হাসান ছহীহ।*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর গনীমতের মালের দায়িত্বশীল ছিল, যাকে কারকারা বলা হত। সে মারা গেলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামী। ছাহাবীগণ তার নিকট গিয়ে তার প্রতি লক্ষ্য করলেন, তারা একটি চাদ পেলেন, যা সে আত্মসাৎ করেছিল।[৭৮] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِّنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا فُلاَنٌ شَهِيْدٌ فُلاَنٌ شَهِيْدٌ حَتَّى مَرُّوْا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوْا فُلاَنٌ شَهِيْدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ إِنِّيْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا-

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু আমাকে বললেন, 'খায়বারের যুদ্ধের দিন ছাহাবীগণের একটি দল বাড়ী ফিরে আসছিলেন। ঐ সময় ছাহাবীগণ বললেন, অমুক অমুক শহীদ, শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তিকে ছাহাবীগণ শহীদ বললেন, যার ব্যাপারে রাসূল বললেন, কখনো নয়, আমি তাকে জাহান্নামে দেখছি, একটি চাদরের কারণে যা সে আত্মসাৎ করেছিল'।[৭৯] আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَصَابَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِيْ أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ

---

৭৮. বুখারী, ইবনু মাজাহ, হা/২৮৪১, মিশকাত হা/৩৯৯৮।
৭৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৩৪।

بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَـــارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ–

আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মিদ'আম নামে একটি গোলাম রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে হাদিয়া দিয়েছিল। মিদ'আম এক সময় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উটের পিঠের হাওদা নামাচ্ছিল এমতাবস্থায় একটি অতর্কিত তীর এসে তার গায়ে লাগে এবং সে মারা যায়। ছাহাবীগণ বলেন, তার জন্য জান্নাত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, কখনও নয়। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই যে চাদরটি সে খায়বারের গনীমত বণ্টন করার পূর্বে আত্মসাৎ করেছিল, সে চাদরটি জাহান্নামের আগুন তার উপর উত্তেজিত করছে। এ কথা শুনে একজন লোক একটি জুতার ফিতা বা দু'টি জুতার ফিতা রাসূলের নিকট নিয়ে আসল। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, একটি বা দু'টি জুতার ফিতা আত্মসাৎ করলেও জাহান্নামে যাবে'।[৮০]

৭-১০. মিথ্যা বলা বা মিথ্যাচার করা, কুরআন তেলাওয়াত ত্যাগ করা, ব্যভিচার করা ও সূদ খাওয়া :

মিথ্যাচার, কুরআন তেলাওয়াত পরিত্যাগ, যেনা-ব্যভিচার করা ও সুদ খাওয়া অতি বড় গুনাহ। যা থেকে পার্থিব জীবনে তওবা না করলে পরকালে শাস্তি পেতে হবে। আর শাস্তি শুরু হবে কবর বা বারযাখী জীবনেই। হাদীছে এসেছে, সামুরা ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল তিনি ফজরের ছালাত শেষে প্রায়ই আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক তার তা'বীর (ব্যাখ্যা) বর্ণনা করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাত্রে) কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি। আজ রাত্রে দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে (সম্ভবত শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে তা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়

---

৮০. বুখারী হা/৬২১৩, আবু দাউদ হা/২৭১৩; নাসাঈ হা/৩৮৪৩; মিশকাত হা/৩৯৯৭

এবং তা দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভাল হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরেছিল) পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সম্মুখের দিকে চললাম। অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে) তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়, তখনই সে লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায়। সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে পাথর দ্বারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম। অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপর অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন প্রজ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হতে বাইরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হত। আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা শিথিল হত, তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সুতরাং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের (নদীর) নিকট এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন তা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখ লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। মোটকথা, লোকটি যখনই বাইরে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে, যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? সঙ্গীদ্বয় বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। এ বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে

পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, যা সে প্রজ্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করালো এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যে, এরূপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর হতে বের করে বৃক্ষের আরও উপরে চড়ালো এবং এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যা প্রথমটি হতে সমধিক সুন্দর ও উত্তম। তাতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাতে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলুন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ (আমরা তা জানাবো)। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা যার গাল চিরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটানো হত। এমনকি তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে চূর্ণ করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কুরআন হতে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর (আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হল যেনাকারী (নারী-পুরুষ)। আর ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হল সুদখোর। আর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। আর তাঁর চতুষ্পার্শ্বের শিশুরা হল মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করতে দেখেছেন, সে হল জাহান্নামের দারোগা মালেক। আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন, তা (জান্নাতের মধ্যে) সর্বসাধারণ মুমিনদের গৃহ। আর যে ঘর পরে দেখেছেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম জিব্রাঈল এবং এই হলেন মীকাঈল। এবার আপনি মাথা উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মত কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তরবিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস দেখলাম। তাঁরা বললেন, সেটা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন, আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি

এখনো পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন'।[৮১]

১১. ফরয ছালাত আদায় না করে রাত্রে ঘুমানো :

ফরয ছালাত আদায় না করা বড় গোনাহ। বিশেষত অলসতাবশত ও উদাসীনতার কারণে ছালাত আদায় না করে রাতে সুখের নিদ্রায় বিভোর হলে কবরে শাস্তি পেতে হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِفَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ 'আর ঐ লোকটি যার নিকটে আপনি এসেছিলেন, যার মাথা প্রস্তরাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করা হচ্ছে। সে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং তা তেলাওয়াত করা পরিত্যাগ করেছিল। আর ফরয ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকত'।[৮২]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ বর্ণনা পূর্বের বর্ণনা অপেক্ষা সুস্পষ্ট। কেননা প্রথম বর্ণনায় এসেছে, রাত্রে কুরআন তেলাওয়াত পরিত্যাগ করার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু অন্য বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ফরয ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, কুরআন তেলাওয়াত পরিত্যাগ করা ও তার উপর আমল না করার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে।[৮৩]

১২. মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও নিজে তা না করা :

যারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয়, কিন্তু নিজেরা সে অনুযায়ী আমল করে না তাদেরকেও কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ قَالُوْا خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ يَعْقِلُوْنَ–

---

৮১. বুখারী, হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১।
৮২. বুখারী, হা/১০৭৫।
৮৩. ফৎহুল বারী ৩/২৫১ পৃঃ।

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মি'রাজের রাত্রে আমি এক দল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তাঁরা (ফেরেশতাগণ) বললেন, এরা দুনিয়ার বক্তারা, যারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিত কিন্তু নিজেরা তা ভুলে থাকত। তারা কিতাব (কুরআন) তেলাওয়াত করত কিন্তু অনুধাবন করত না'।[৮৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ، كُلَّمَا قُرِضَتْ وَفَتْ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: خُطَبَاءٌ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ، وَيَقْرَءُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَلاَ يَعْمَلُوْنَ 'মিরাজের রাত্রে আমি একদল লোকের নিকটে আসলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। যখনই কাটা হচ্ছিল, তা পুনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের বক্তারা, তারা যা বলত, তা করতো না। তারা আল্লাহর কিতাব (কুরআন) পাঠ করতো এবং আমল করতো না'।[৮৫]

১৩. রামাযানে বিনা কারণে ছিয়াম ভঙ্গ করা :

মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর উপরে রামাযানের ছিয়াম পালন করা ফরয করেছেন। সামর্থ্যবান, সুস্থ-সবল, মুকীম ব্যক্তি অবশ্যই এ ছিয়াম পালন করবে। কিন্তু অনেকে সুস্থ-সবল থাকার পরেও ছিয়াম পালন করে না। বিনা কারণে ছিয়াম পরিত্যাগ করে। এদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِى رَجُلاَنِ فَأَخَذَا بِضَبْعَىَّ فَأَتَيَا بِىْ جَبَلاً فَقَالاَ لِىْ : اصْعَدْ فَقُلْتُ : إِنِّيْ لاَ أُطِيْقُهُ فَقَالاَ : إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِىْ سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ، قَالُوْا : هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِىْ فَإِذَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ

---

৮৪. *আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯১।*

৮৫. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হা/১৬৩৭; ছহীহুল জামে' হা/১২৭, সনদ হাসান।*

تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ قُلْتُ : مَنْ هَؤُلاَءِ قَالَ : هُمُ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ-

'একদা আমি ঘুমন্ত ছিলাম। তখন দু'ব্যক্তি আমার নিকটে আসল। তারা আমার দু'বাহু ধরে একটি পাহাড়ের নিকটে নিয়ে এসে বলল, পাহাড়ে আরোহণ কর। আমি বললাম, আমি চড়তে পারব না। তারা বলল, আমরা তোমাকে সহযোগিতা করছি। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আমি আরোহণ করলাম। এমনকি আমি প্রায় পাহাড়ের সমতল স্থানে পৌঁছে গেলাম। পথিমধ্যে আমি একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি বললাম, এটা কিসের শব্দ? তারা বলল, এটা জাহান্নামবাসীদের আর্তনাদ। অতঃপর আমাকে সামনে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে হাঁটুর সাথে ঝুলন্ত, চোয়াল বিদীর্ণ করা কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদের চোয়াল থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা ছিয়াম থেকে হালাল হওয়ার পূর্বে তথা ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বে ইফতার করত'।[৮৬] অর্থাৎ যারা ছিয়াম পালন করত না।

১৪. টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা :

পুরুষ মানুষ স্বীয় পরিধেয় পোশাক পায়ের টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরলে তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'একদা এক লোক অহংকারবশত লুঙ্গি ঝুলিয়ে চলছিল। ইত্যবসরে তাকে ধসিয়ে দেয়া হল। সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে'।[৮৭]

১৫. হাজীদের মাল চুরি করা :

চৌর্যবৃত্তি জঘন্য পাপ। বিশেষত হাজীদের সম্পদ চুরি করা আরো জঘন্য। হাজীদের সম্পদ চুরির কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। একদা সূর্য

৮৬. *ইবনু হিব্বান, হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৯৫১।*
৮৭. *বুখারী হা/৫৩৪৩; মুসলিম হা/৩৮৯৪; নাসাঈ হা/৫২৩১।*

গ্রহণের ছালাত পড়ার সময় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন,

قَدْ رَأَيْتُهُ فِيْ صَلاَتِيْ هَذِهِ لَقَدْ جِيْءَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيْبَنِيْ مِنْ لَفْحِهَا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِيْ وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ-

'আমি আমার এ ছালাতের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। আমার কাছে জাহান্নাম নিয়ে আসা হয়েছে। আর এটা তখন যখন তোমরা আমাকে দেখেছ যে, আমি পিছনে সরে এসেছি এর লেলিহান শিখা আমাকে স্পর্শ করার ভয়ে। অবশেষে আমি জাহান্নামের মধ্যে লৌহশলাকা ধারীকে (আবু ছুমামা আমর ইবনু মালিককে) দেখলাম, সে জাহান্নামের মধ্যে নিজের নাড়ীভুঁড়ি টানছে। এ ব্যক্তি নিজ লাঠি দ্বারা হজ্জযাত্রীদের মালপত্র চুরি করত। এরপর যদি ধরা পড়ে যেত তখন বলত, আহ আমার শলাকার সাথে লেগে গেছে। আর কেউ অসাবধান থাকলে তা নিয়ে যেত'।[৮৮]

১৬. প্রাণীদের বন্দী রেখে কষ্ট দেওয়া ও তাদের প্রতি ইহসান না করা :

পোষা বন্য প্রাণীদের বন্দী রেখে কষ্ট দেওয়া এবং তাদের প্রতি দয়া না করার কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِيْ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا 'আর সেখানে দেখলাম, বিড়ালের মালিক এক মহিলাকে, যে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খেতেও দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সেটি যমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারে। অবশেষে সেটি ক্ষুধায় মারা গেল'।[৮৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيْهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تُعَذَّبُ فِيْ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ

---

৮৮. *মুসলিম হা/(৯০৪) ১৫০৮।*
৮৯. *মুসলিম হা/(৯০৪) ১৫০৮।*

–الْأَرْضِ ‘আমার সম্মুখে জাহান্নাম পেশ করা হয়েছিল। সেখানে বনী ইসরাঈলের এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাদ্য দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকামাকড় খেতে পারে’।[৯০]

১৭. ঋণ করে পরিশোধ না করা :

ঋণ করার পর তা পরিশোধ না করে মৃত্যুবরণ করলে এবং তার উত্তরাধিকারীরাও তা পরিশোধ না করলে মৃতব্যক্তিকে শাস্তি পেতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ قَالَ مَاتَ أَخِي وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِيْنَارٍ وَتَرَكَ وَلَداً صِغَاراً فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوْسٌ بِدَيْنِهِ فَاذْهَبْ فَاقْضِ عَنْهُ. قَالَ فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ امْرَأَةٌ تَدَّعِي دِيْنَارَيْنِ وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ. قَالَ أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ–

সা‘দ ইবনুল আত্বওয়াল হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার ভাই তিনশত দীনার রেখে মারা গেল। সে একটি ছোট ছেলে রেখে গেল। আমি তাদের জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, ‘তোমার ভাই তার ঋণের কারণে বন্দী আছে। সুতরাং যাও তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে এস’। বর্ণনাকারী বলেন, আমি গিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করে ফিরে আসলাম। এরপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করেছি। একজন মহিলা ব্যতীত (কোন দাবীদার) বাকী নেই। সে দুই দীনার দাবী করছে, কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাকে তা দিয়ে দাও। কেননা সে সত্যবাদী’।[৯১]

উপরে বর্ণিত পাপকর্ম ও অপরাধের কারণে কবরে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই এসব কর্মকাণ্ড থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এসব থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৯০. *মুসলিম হা/(৯০৪) ১৯৯৯।*
৯১. *আহমাদ হা/১৬৭৭৬; ইবনু মাজাহ; ছহীহুল জামে‘ হা/১৫৫০, সনদ ছহীহ।*

কবর আযাবের ভয়াবহতা

কবরের আযাব অত্যন্ত ভয়াবহ। এজন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবরের পার্শ্বে বসে কাঁদতেন এবং প্রত্যেক ছালাতে কবর আযাব থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جِنَازَةٍ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى ثُمَّ قَالَ يَا إِخْوَانِيْ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوْا-

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একটি জানাযায় আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি কবরের পার্শ্বে বসে কাঁদতে লাগলেন, এমনকি তাঁর চোখের পানিতে কবরের মাটি পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে ভাই সকল! এমন পরিস্থিতি বরণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর'।[৯২] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُوْنَ إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ-

আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না এবং আমি যা শ্রবণ করি তোমরা তা শোন না। আকাশসমূহ আল্লাহর ভয়ে আবল-তাবল বলছে। আর তার উচিতও আবল-তাবল বলা। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আকাশে চার আঙ্গুল স্থান এমন নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সিজদা করেনি। যদি তোমরা তা জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। স্ত্রীর সাথে আনন্দ উপভোগ করার লক্ষ্যে শয্যা গ্রহণ করতে না। আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে মাঠে-প্রান্তরে বেরিয়ে যেতে'।[৯৩]

---

৯২. *ইবনু মাজাহ, হা/৪১৮৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৫১।*
৯৩. *ইবনু মাজাহ হা/৪১৮০; তিরমিযী হা/২৩১২; মিশকাত হা/৫৩৪৭, সনদ হাসান।*

ছাহাবায়ে কেরামও কবরের ফিতনা ও আযাবের কথা শুনে এবং তা স্মরণ করে কাঁদতেন। এমর্মে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যাতে ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীছ এখানে উল্লেখ করা হলো।-

(১) আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর মেয়ে আসমা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক দিন আমাদের মাঝে খুৎবা দিলেন। তাতে কবরের ফিতনার কথা আলোচনা করলেন। কবরের ফিতনার কথা শুনে মুসলমানগণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।[৯৪]

(২) উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আসমা বিনতু আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-কে বলতে শুনেছেন, একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে মানুষ কবরে যে ফিতনার সম্মুখীন হবে তা উল্লেখ করলেন। তখন মুসলমানগণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। এতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কথা বুঝতে আমার জন্য বাধার সৃষ্টি হলো। যখন তাদের চিৎকার করে কান্না থেমে গেল, তখন আমি আমার পার্শ্ববর্তী একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল তাঁর বক্তব্যের শেষে কি বললেন? সে বলল, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাঁকে অহি-র মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের ফিতনার মতই তোমাদেরকে কবরের ফিতনার মুখোমুখি করা হবে'।[৯৫]

(৩) ওছমান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর গোলাম হানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওছমান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এমনভাবে কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা উল্লেখ করেন, অথচ কাঁদেন না, আর কবর দেখলেই কাঁদেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পরকালের বিপদজনক স্থান সমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম। যদি কেউ সেখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে তার পরের স্থানগুলি সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কবরে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তাহলে পরের সব স্থানগুলি আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এটাও বলেছেন যে, আমি এমন কোন ভয়াবহ স্থান দেখিনি যা কবরের চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে'।[৯৬]

---

৯৪. বুখারী, হা/১২৮৪; মিশকাত হা/১৩৭।
৯৫. নাসাঈ হা/২০৩৫; মিশকাত হা/১৩৭, হাদীছ ছহীহ।
৯৬. তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৫৫০, হাদীছ হাসান।

(৪) ইবনু শুমাসা আল-মাহরী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দীর্ঘক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরালেন। তাঁর সন্তানরা বলল, আব্বা! নবী করীম (ছাঃ) কি আপনাকে এ সুসংবাদ দেননি? তখন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) স্বীয় চেহারা সম্মুখের দিকে এনে বললেন, আমরা কালেমা শাহাদত 'আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর রাসূল' এ সাক্ষ্য প্রদানকে সর্বোত্তম মনে করতাম। আমার তিনটি অবস্থা অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রথমতঃ আমি কাউকে নবী করীম (ছাঃ) অপেক্ষা অধিক খারাপ মনে করতাম না। আর আমি খুবই আশান্বিত ছিলাম যে, আমি তাকে হাতের নাগালে পেলে হত্যা করব। ঐ অবস্থায় যদি আমি মৃত্যুবরণ করতাম, তাহলে আমি জাহান্নামী হতাম। দ্বিতীয়তঃ যখন আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলামের ভালবাসা জাগ্রত করলেন, আমি তখন তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনার হাত প্রসারিত করুন, তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন। তিনি স্বীয় ডান হাত প্রসারিত করলেন, তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম, তিনি বললেন, হে আমর! কি হয়েছে? আমি বললাম, আমি একটি শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন, কি শর্ত? আমি বললাম, আমার পাপরাশি ক্ষমার শর্ত। তিনি বললেন, হে আমর! তুমি কি জান না যে, ইসলাম গ্রহণ করলে পূর্ববর্তী পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যায়? হিজরত করলে পূর্ববর্তী পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যায়? হজ্জ করলে পূর্ববর্তী পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যায়?

তখন নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি আমার এত অধিক ভালবাসা জাগল যে, এত অধিক ভালবাসা আর কারো প্রতি আমার ছিল না। আর তিনি আমার নিকট এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন যে, এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্য কেউ ছিল না। আমি তাঁর মর্যাদা ও ভয়ে তাঁর দিকে চোখ তুলে কখনো তাকাইনি। ঐ অবস্থায় যদি আমি মৃত্যুবরণ করতাম তাহলে আমি আশান্বিত ছিলাম যে, আমি জান্নাতী হব। কিন্তু এরপর আমি কিছু দুনিয়াবী কাজে নিমগ্ন হয়ে গেছি। তাই আমি বুঝতে পারছি না যে, এ তৃতীয় অবস্থায় এসে আমার পরিণতি কি হবে? এজন্য আমি যখন মৃত্যুবরণ করব, তখন আমার জন্য যেন কোন নারী কান্নাকাটি না করে আর আমার লাশের সামনে যেন কেউ আগুন জ্বালিয়ে বসে না থাকে।

আর যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে তখন ভাল করে কবরে মাটি দিবে এবং আমার কবরের পার্শ্বে এত দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান হয়ে দো‘আ করবে, যতক্ষণ কোন উট কুরবানী করে তার গোশত বণ্টন করা যায়। যাতে আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারি এবং বুঝতে পারি যে, আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতার প্রশ্নের কি জবাব দেব।[৯৭]

(٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَبْتَلِىْ هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيْ قُبُوْرِهَا فَكَيْفَ بِيْ وَأَنَا امْرَأَةٌ ضَعِيْفَةٌ قَالَ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ-

(৫) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এ উম্মতকে কবরে পরীক্ষা করা হবে। তখন আমার অবস্থা কি হবে, আমি যে একজন দুর্বল মহিলা? তিনি বললেন, ‘যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন’ *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*।[৯৮]

(٦) عَنْ سَالِمِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ بَكَى فِيْ مَرَضِهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيْكَ؟ فَقَالَ: أَبْكِيْ لِبُعْدِ سَفَرِيْ، وَقِلَّةِ زَادِيْ، وَأَنِّيْ أَصْبَحْتُ فِيْ صُعُوْدٍ مَهْبَطُهُ عَلَى جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ، فَلاَ أَدْرِيْ إِلَى أَيَّتِهَا يُسْلَكُ بِيْ-

(৬) সালেম ইবনু বাশীর হতে বর্ণিত, আবু হুরায়রা (রাঃ) মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় কাঁদছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি কাঁদছি এজন্য যে, আমার সফর দীর্ঘ এবং আমার পাথেয় স্বল্প। আমি এমন এক পাহাড়ে সকাল করেছি, যার অবতরণস্থল জান্নাতে অথবা জাহান্নামে। সুতরাং আমি জানি না তা আমাকে জান্নাতে না জাহান্নামে নিয়ে যাবে’।[৯৯]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কবরে বন্দী হওয়া

কোন ব্যক্তি ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করলে তার ঐ ঋণের কারণে কবরে তাকে বন্দী করা হবে। ফলে কবরে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

---

৯৭. *মুসলিম হা/১৭৩, ‘কিতাবুল ঈমান’*।
৯৮. *বায্যার, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৯৯৪; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৫৫৪*।
৯৯. *শু‘আবুল ঈমান, হা/১০২০২, ১০৬৮৪; উইয়ূনুল আখবার ১/২৫১*।

عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالاً فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِه فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِه فَاقْضِ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِيْنَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ-

সা‘দ ইবনুল আত্বওয়াল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তার ভাই মারা গেল এবং সে তিনশত দেরহাম ও পরিবার-পরিজন রেখে গেল। তখন আমি এগুলি তার পরিবারের জন্য ব্যয় করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘নিশ্চয়ই তোমার ভাই তার ঋণের কারণে বন্দী থাকবে, তুমি তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দাও’। তিনি (সা‘দ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি সবই পরিশোধ করেছি, কেবল দুই দীনার বাকী আছে। এক মহিলা তা দাবী করছে, কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তা দিয়ে দাও, কেননা তা পাপ মোচন করে’।[১০০]

عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةٍ فَقَالَ أَهَاهُنَا مِنْ بَنِيْ فُلاَنٍ أَحَدٌ قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ أَنْ تَكُوْنَ أَجَبْتَنِيْ أَمَا إِنِّيْ لَمْ أُنَوِّهْ بِكَ إِلاَّ لِخَيْرٍ إِنَّ فُلاَنًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ إِنَّهُ مَأْسُوْرٌ بِدَيْنِه، قَالَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ أَهْلَهُ وَمَنْ يَتَحَزَّنُ لَهُ قَضَوْا عَنْه حَتَّى مَا جَاءَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ-

সামুরা ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক জানাযায় ছিলাম। তখন তিনি বললেন, এখানে অমুক বংশের কেউ আছে কি? একথা তিনি তিনবার বললেন। এসময় এক ব্যক্তি দাঁড়াল। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথম দু’বার আমার কথার উত্তর দিতে তোমাকে কিসে নিষেধ করল? নিশ্চয়ই আমি তোমাকে উত্তম বিষেয়ই সতর্ক করব। নিশ্চয়ই তাদের অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। সে তার ঋণের কারণে বন্দী আছে। রাবী বলেন, তিনি বললেন, আমি মনে করি তার পরিবার ও

১০০. মুসনাদে আহমাদ হা/১৯২১৯; ইবনু মাজাহ হা/২৪২৪; হাদীছ ছহীহ।

তার যারা সমব্যথী তারা মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেয়, যাতে তার নিকটে কেউ কিছু চাইতে না আসে’।[১০১]

উপরিউক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ঋণের কারণে মৃতব্যক্তি কবরে বন্দী থাকে। এজন্য মৃতের উত্তরাধিকারীদের উচিত তার সকল ঋণ পরিশোধ করা।

জীবিতদের কান্নার দরুণ কবরে মৃতের আযাব

জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে মৃতব্যক্তিকে কবরে আযাব দেওয়া হয়। এ মর্মে পক্ষে-বিপক্ষে কয়েকটি বর্ণনা এসেছে। যেমন-

(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ رضي اللهُ عَنهُ بِمكَّةَ، وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِنِّيْ لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا (أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِيْ) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ-

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবী মুলায়কাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ওছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর একটি মেয়ে মক্কায় মারা গেল। আমরা তার জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য উপস্থিত হলাম। তার জানাযায় ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাসও উপস্থিত হলেন। (রাবী বলেন,) আমি তাদের দু’জনের মাঝে উপবিষ্ট ছিলাম। (অথবা তিনি বলেন, আমি তাদের একজনের নিকটে বসা ছিলাম। অতঃপর অন্যজন আসলেন এবং আমার পাশে বসলেন।) তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু আমর ইবনু ওছমানকে বললেন, তুমি কেন কাঁদতে নিষেধ করছ না? কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই মৃতের জন্য তার পরিবার-পরিজনের কান্নার কারণে তাকে আযাব দেওয়া হয়’।[১০২]

(٢) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا

---

১০১. মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৩৬৫; আবুদাউদ; নাসাঈ হা/৪৬৮৫; হাদীছ ছহীহ।
১০২. বুখারী হা/১২০৬।

بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلاَءِ الرَّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِيْ فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِيْ يَقُوْلُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِيْ عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ–

(২) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু এরূপ কিছু বলেছেন। এরপর ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণনা করলেন, আমি ওমরের সাথে মক্কা থেকে ফিরছিলাম। আমরা বায়দা (নামক স্থানে) পৌঁছলে বাবলা গাছের ছায়ায় একটি কাফেলা দেখতে পেয়ে আমাকে বললেন, গিয়ে দেখ তো এ কাফেলায় কারা? ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি গিয়ে দেখলাম সেখানে ছুহাইব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু রয়েছেন। আমি তাকে তা জানালাম। তিনি বললেন, তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস। আমি ছুহাইব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর নিকটে গেলাম এবং বললাম, চলুন আমীরুল মুমিনীনের সাথে সাক্ষাৎ করুন। এরপর যখন ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ঘাতকের আঘাতে আহত হলেন, তখন ছুহাইব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তাঁর কাছে এসে এ বলে কাঁদতে লাগলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার বন্ধু! এতে ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি আমার জন্য কাঁদছো? অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মৃতব্যক্তির জন্য তার পরিবার-পরিজনের কোন কোন কান্নার কারণে অবশ্যই তাকে কবরে আযাব দেওয়া হয়'।[১০৩]

(٣) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللهُ عُمَرَ وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}–

---

১০৩. *বুখারী হা/১২০৬।*

(৩) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর মৃত্যুর পরে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর কাছে আমি ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর বক্তব্য উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে রহম করুন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা বলেননি যে, আল্লাহ ঈমানদার (মৃত) ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিজনের ক্রন্দনের কারণে আযাব দিবেন। তবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের আযাব বাড়িয়ে দেন তার জন্য তার পরিজনের কান্নার কারণে। আর আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বললেন, আল্লাহর কুরআনই তোমার জন্য যথেষ্ট (আল্লাহ বলেন,) 'একের (পাপের) বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪, বানী ইসরাঈল ১৭/১৫, ফাতির ৩৫/১৮, যুমার ৩৯/৩৯, নাজম ৫৩/৩৮)*।[১০৪] এখানে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা শাস্তি অধিক হবে বলে এ হাদীছের ব্যাখ্যা করেছেন।[১০৫] অপরদিকে উপরিউক্ত হাদীছ আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা অস্বীকার করেন।

এখানে দু'টি বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি এ হাদীছ বলেছেন? ইমাম কুরতুবী বলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং রাবীর প্রতি ভুল করা বা বিস্মৃত হওয়া কিংবা কিছু শুনেছেন ও কিছু শুনেননি বলে হুকুম আরোপ করেছেন। কেননা এ অর্থে হাদীছ বর্ণনাকারী অনেক ছাহাবী রয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা অটল রয়েছেন। সুতরাং এটা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই।[১০৬]

দ্বিতীয়তঃ মৃতের জন্য তার পরিবারের কান্নার কারণে কিভাবে শাস্তি দেওয়া হবে, অথচ সেটা তার কর্ম নয়? আর আল্লাহ বলেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 'একের (পাপের) বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না' *(ফাতির ৩৫/১৮)*।

এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ বিভিন্ন জওয়াব দিয়েছেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) যা বলেছেন, তা সর্বাধিক সুন্দর ও উত্তম। তিনি তাঁর গ্রন্থে অনুচ্ছেদ রচনা করে তার অধীনে হাদীছ নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন,

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا} وَقَالَ

---

১০৪. বুখারী হা/১২০৬।
১০৫. ফাতহুল বারী ৩/১৫২।
১০৬. ফাতহুল বারী ৩/১৫৪।

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} وَهُوَ كَقَوْلِهِ {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ} ذُنُوبًا{إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ}

নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِـــهِ عَلَيْـــهِ 'মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হয় তার জন্য পরিজনের কোন কোন কান্নার কারণে, যদি বিলাপ করা তার অভ্যাস বা রীতি হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। আর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১০৭] কিন্তু তা (ক্রন্দন করা) যদি তার অভ্যাস না হয়ে থাকে, তাহলে তার বিধান হবে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা যেরূপ উদ্ধৃত করেছেন, 'একের (পাপের) বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না' *(ফাতির ৩৫/১৮)*। আর এটা হল আল্লাহ পাকের বাণী, 'কোন (পাপের) বোঝা বহনকারী যদি কাউকে তা বহনের জন্য আহ্বান করে, তবে তা থেকে এর কিছুই বহন করা হবে না' *(ফাতির ৩৫/১৮)*।

এ অভিমতের সাথে যারা একমত পোষণ করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন ইমাম তিরমিযী (রহঃ)। তিনি ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর হাদীছ এ শব্দে বর্ণনা করেন, الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِـــهِ عَلَيْـــهِ 'মৃত ব্যক্তিকে পরিজনের কান্নার কারণে আযাব দেওয়া হয়'।[১০৮] অতঃপর তিনি বলেন, আবু ঈসা তিরমিযী বলেছেন, ওমর বর্ণিত হাদীছ হাসান ছহীহ। বিদ্বানগণের একটি দল অপছন্দ করেছেন মৃতের জন্য ক্রন্দন করা। তারা বলেন, 'মৃতের জন্য তার পরিবারের ক্রন্দনের কারণে তাকে আযাব দেওয়া হবে'। তারা এ হাদীছের দিকে গিয়েছেন। ইবনুল মুবারক বলেন, আমি মনে করি তারা যদি তাদের জীবদ্দশায় পরিবারকে এথেকে নিষেধ করে যায়, তাহলে তাদেরকে কোন শাস্তি দেওয়া হবে না।[১০৯]

---

১০৭. বুখারী হা/৮৪৪; আবু দাউদ হা/২৬৩৯; তিরমিযী হা/১৬২৭।

১০৮. তিরমিযী হা/৯২৫; আত-তা'লীকাতুল হাসান হা/৩১২৫, সনদ ছহীহ।

১০৯. তিরমিযী হা/৯২৫-এর সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা দ্রঃ।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন, অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন, মৃতব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হবে জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে, যখন কান্না করা মৃতব্যক্তির অভ্যাস হবে এবং তার ইচ্ছায় হবে। ইবনুল আছীর বলেন, বিলাপ করা, মুখ চাপড়ানো, কাপড় ছেড়া ছিল জাহেলী যুগের কাজ। তারা তাদের পরিবার-পরিজনকে বিলাপ করতে, ক্রন্দন করতে এবং জীবিতদের মাঝে তা বিস্তার করতে অছিয়ত করে যেত। আর এটা তাদের তৎকালীন ধর্মে প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের সামাজিক রীতিতে এটা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং মৃতের জন্য আযাব অবধারিত হয়ে যেত, জীবিতাবস্থায় তাদের কৃতকর্মের কারণে।[১১০]

এখানে আমাদেরকে বুখারীর শব্দের দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। বুখারীতে এসেছে, يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ 'মৃতের জন্য তার পরিবারের কোন কোন কান্নার কারণে আযাব দেওয়া হবে'। সকল কান্নার জন্য আযাব দেওয়া হবে না। সুতরাং যে কান্নায় চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, যার সাথে কাপড় ছেড়া, বুক চাপড়ানো কর্মকাণ্ড থাকে না, সে কান্নার জন্য ঐ ব্যক্তি ধৃত হবে না। এ মর্মে অনেক দলীল এসেছে।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ মাসআলায় ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং এ হাদীছের يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ অর্থের ব্যাপারে ইমাম বুখারী, কুরতুবী, ইবনু আব্দিল বার্র ও তাঁদের মতের অনুসারীদের অভিমতকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। তিনি অনেক দলীল উপস্থাপন করে বলেছেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু দল এটিকে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এটা হচ্ছে অন্যের গোনাহের কারণে মানুষকে শাস্তি দেওয়া। যা আল্লাহর বাণী, وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 'একের (পাপের) বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না' *(ফাতির ৩৫/১৮)*-এর পরিপন্থী।

অতঃপর এ ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন দল তৈরী হয়েছে। কেউ কেউ এ হাদীছের বর্ণনাকারী তথা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু ও অন্যদের ভুল করার কথা বলেছেন। এ মতের স্বপক্ষে রয়েছেন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও অন্যান্য বিদ্বানগণ। কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাঁদার জন্য

---

১১০. কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ, পৃঃ ১০২।

অছিয়ত করে যাবে, তাকে আযাব দেওয়া হবে তার ঐ অছিয়তের কারণে। এটা হচ্ছে ইমাম মুযানী ও অন্যান্যদের অভিমত। কেউ কেউ বলেছেন, যদি কান্না তার অভ্যাস ও রীতি হয়, তাহলে এই মন্দকাজ ত্যাগ করতে নিষেধ না করার জন্য আযাব দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে আবুল বারাকাত-এর অভিমত। এসব অভিমতই অতি দুর্বল।[১১১]

যারা বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের অভিমতও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, সুস্পষ্ট ছহীহ হাদীছ সমূহ যা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ, আবু মূসা আল-আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। আর আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বর্ণিত হাদীছ ও অনুরূপ হাদীছে কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয় আছে। হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা হয় বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও চিন্তা-গবেষণা করে স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী অর্থ বাতিল হওয়ায়। এখানে সেরকম কিছু ঘটেনি। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে বুঝতে পারবে যে, নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণিত সুস্পষ্ট ছহীহ হাদীছ কেউ প্রত্যাখ্যান করে না, এই বিষয়ের ন্যায় কেবল ভুল করা ছাড়া।[১১২]

অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা যে বিষয় থেকে দূরে সরে যেতে চেয়েছেন, সে বিষয়ে তিনি নিজেই পতিত হয়েছেন। অর্থাৎ যে বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেছেন সেটা তাঁর বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়েছে। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, إِنَّ اللهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ 'আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের আযাব বাড়িয়ে দেন তার জন্য তার পরিজনের কান্নার কারণে'। এ হাদীছ ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণিত হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা পরিবারের কান্নার কারণে মৃতকে অধিক আযাব দেওয়া যদি বৈধ হয়, তাহলে পরিজনের কান্নার কারণে মৃতকে শুরু থেকে আযাব দেওয়াও বৈধ হয়ে যায়। এজন্য ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এ হাদীছের বৈপরীত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এসব হাদীছের অর্থ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।[১১৩]

---

১১১. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৩৭০।*
১১২. *তদেব।*
১১৩. *তদেব।*

আল-আশবাহ বলেন, কেউ বর্ণনা করেন যে, إِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِذَنْبِـــهِ অর্থাৎ 'মৃতের জন্য তারা অবশ্যই ক্রন্দন করে আর তাকে তার গোনাহের কারণে কবরে আযাব দেওয়া হয়'।[১১৪]

আর যারা ধারণা করে যে, এ হাদীছ দ্বারা অন্যের অপরাধের কারণে মানুষকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, তাদের কথাও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, যারা এ হাদীছকে তার অর্থসহ স্বীকার করে, তাদের কেউ কেউ ধারণা করে যে, এটা হচ্ছে অন্যের গোনাহের কারণে মানুষকে শাস্তি দেওয়া। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং যা ইচ্ছা হুকুম করেন। তারা বিশ্বাস করে যে, অন্যের অপরাধের কারণে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়। ফলে তারা কাফিরদের সন্তানদের জাহান্নামে প্রবেশ করা জায়েয মনে করে তাদের পিতাদের গোনাহের কারণে। এটা সঠিক নয়। সঠিক কথা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কেবল তাদেরকে শাস্তি দেন, যারা তাঁর অবাধ্যতা করে। আর যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি ক্বিয়ামতের মাঠে তাদের পরীক্ষা করা হবে।

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, মৃতের আযাবের ব্যাপারে একথা বলা হয়নি যে, পরিজনের কান্নার প্রতিফল স্বরূপ তাকে শাস্তি দেয়া হবে। বরং বলা হয়েছে, আযাব দেওয়া হবে। عقاب বা শাস্তি অপেক্ষা আযাব (عذاب) আম বা ব্যাপক অর্থবোধক। আযাব অর্থ হচ্ছে ব্যথিত হওয়া। আর যে ব্যক্তি কোন কারণে ব্যথিত হয়, তা কোন কিছুর প্রতিফল স্বরূপ শাস্তি নাও হতে পারে। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَـــعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 'সফর হচ্ছে আযাবের টুকরা। কেননা তা তোমাদের কাউকে খাদ্য-পানীয় থেকে বিরত রাখে'।[১১৫] এখানে সফরকে আযাব বলা হয়েছে, এটা عقاب বা শাস্তি নয়।

মানুষ অপছন্দনীয় বিষয় দ্বারা কষ্ট অনুভব করে। যেমন ভয়ংকর আওয়াজ, খারাপ গন্ধ বা দুর্গন্ধ, কুৎসিত বা বিশ্রী আকৃতি প্রভৃতি। অর্থাৎ সে ভয়ংকর শব্দ শুনে, দুর্গন্ধ শুঁকে ও কুৎসিত চেহারা ও বিকট আকৃতি দেখে কষ্ট পায়। এসব তার কর্ম নয় যে, এর কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। অতএব

---

১১৪. মুসনাদে আহমাদ হা/২৪৫৩৯, শু'আইব আরনাউত বলেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তে হাদীছটি ছহীহ।
১১৫. বুখারী হা/১৬৭৭।

বিলাপের কারণে মৃতকে কষ্ট দেওয়া হয়, এটা কিভাবে অস্বীকার করা হবে? আর যদি বিলাপ করা মৃতের কর্ম না হয়, তবে তাকে সে কারণে কেন শাস্তি দেওয়া হবে?

মানুষকে কবরে কষ্ট দেওয়া হয় অন্য মানুষের কথার দ্বারা। সে ব্যথিত হয় তাদের মধ্যে কোন কোন মানুষকে দেখে ও তাদের কথা শ্রবণ করে। এ কারণে কাযী আবু ইয়া'লা ফৎওয়া দিয়েছেন যে, মৃতের নিকটে যখন পাপ কাজ করা হয়, তখন এতে সে ব্যথিত হয়। যে সম্পর্কে অনেক হাদীছ ও আছার এসেছে। সুতরাং কবরের নিকটে পাপ কাজে তারা যেমন কষ্ট পায়, তেমনি তাদের জন্য ক্রন্দন করা হলে এ কারণে তারা কষ্ট পায়। আর এই বিলাপ করা হচ্ছে সে আযাব বা কষ্টের কারণ।[১১৬]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) এ ব্যাপারে যে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তার স্বপক্ষে কতিপয় হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِيْ وَا جَبَلاَهْ وَا كَذَا وَا كَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِيْنَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلاَّ قِيْلَ لِيْ آنْتَ كَذَلِكَ-

নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক সময় আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বেহুঁশ হয়ে পড়লে তাঁর বোন আমরাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হায় পর্বতের মত আমার ভাই, হায় অমুকের মত, তমুকের মত ইত্যাদি গুণ-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে কান্নাকাটি শুরু করেন। এরপর জ্ঞান ফিরলে তিনি তাঁর বোনকে বললেন, তুমি যেসব কথা বলে কান্নাকাটি করেছিলে, সেসব কথা উল্লেখ করে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তুমি কি সত্যই এরূপ?[১১৭]

এ হাদীছের অর্থ আরো সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে আবু মূসা আল-আশ'আরী বর্ণিত হাদীছে। হাদীছটি নিম্নরূপ-

عن أبي موسى رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِ فَيَقُوْلُ وَا جَبَلاَهْ وَا سَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ-

---

১১৬. মাজমু' ফাতাওয়া ২৪/৩৭১।
১১৭. বুখারী হা/৪২৬৭-৬৮।

আবু মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার জন্য ক্রন্দনকারীরা যখন কাঁদে আর বলে, হায় আমাদের পাহাড়! হায় আমাদের নেতা! বা অনুরূপ কোন কথা, তখন ঐ মৃতব্যক্তির জন্য দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। তারা তার বুকে ঘুষি মারে আর বলতে থাকে, তুমি কি এরূপ ছিলে'?[১১৮]

এখানে একটা বিষয় জানা আবশ্যক যে, বিলাপের কারণে সকল মৃতকে আযাব দেওয়া হয় না। যেমন ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, কোন কোন মানুষের মাঝে এমন শক্তি সৃষ্টি হয়, যার ফলে সে ভয়ংকর আওয়াজ, দুর্গন্ধ ও বিকট চেহারাকে প্রতিহত করতে পারে। অতঃপর তিনি বলেন, শাস্তির হাদীছে কারণ উল্লিখিত হয়েছে। কখনও তা এমন আবশ্যকীয় জিনিসের অনুগামী হয়, যা তাকে বাঁধা দেয়। হয়তো তা গৃহীত তওবার মাধ্যমে কিংবা পাপ মোচনকারী সৎকাজের মাধ্যমে, বা এমন বিপদাপদ যার দ্বারা পাপের কাফ্ফারা হয়, অথবা যার সুপারিশ কবুল হয়, তার সুপারিশের মাধ্যমে কিংবা আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে। পরিশেষে তিনি বলেন, মুমিন মৃতব্যক্তিকে কবরে যে আযাব দেওয়া হয়, তার জন্য তার পরিবারের বিলাপের কারণে। আর এর দ্বারা তার গোনাহ মাফ হয়, পাপ মোচন হয়।[১১৯]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই মৃতকে তার পরিবারের ক্রন্দনের কারণে কবরে আযাব দেওয়া হয়। কেননা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১২০] কিন্তু বিদ্বানগণ এ হাদীছের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন। (১) কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফিরকে তার পরিবারের ক্রন্দনের কারণে আযাব দেওয়া হয়; মুমিনকে নয়। কিন্তু এটা হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের বিরোধী। কেননা হাদীছ আম বা ব্যাপকার্থক। তারা এ হাদীছকে কাফিরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন। এ বিষয় থেকে দূরে থাকতে গিয়ে যে, এতে অন্যের অপরাধের কারণে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু কাফেরকে শাস্তি দেওয়াটাও অন্যের অপরাধের কারণে মানুষকে শাস্তি দেওয়া।

---

১১৮. তিরমিযী হা/৯২৪; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৮৮; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৫২২, হাদীছ হাসান।

১১৯. মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৩৭৫ পৃঃ।

১২০. বুখারী হা/১২৮৬ 'জানাযা' অধ্যায়; মুসলিম হা/(১৬) ৯২৭, 'জানাযা' অধ্যায়।

(২) কোন কোন বিদ্বান বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উপদেশ দেওয়া। অর্থাৎ মৃতব্যক্তি কর্তৃক তার পরিবারকে এই অছিয়ত করা যে, তার জন্য যেন তার পরিবার ক্রন্দন করে। আর এটাই হবে তার আযাবের কারণ। (৩) কেউ কেউ বলেন, এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, স্বীয় পরিবারকে মৃতের জন্য ক্রন্দন করতে শিক্ষা দিত এবং মৃত্যুর পূর্বে সে তাদেরকে নিষেধ করে যায়নি। কেননা জানা সত্ত্বেও তার নীরব থাকা তাদের কাজের প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টির প্রমাণ। আর গর্হিত কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ঐ কাজ সম্পাদনকারীর মতই।

হাদীছের অর্থের ক্ষেত্রে এই তিনটি শ্রেণীই হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের বিরোধী। কেননা হাদীছে অছিয়ত করা ও অসন্তোষ প্রকাশের কোন শর্তারোপ করা হয়নি। হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে, মৃতকে তার পরিজনের কান্নার কারণে আযাব দেওয়া হয়। কিন্তু এই আযাব কোন অপরাধের শাস্তি নয়। কেননা সে অপরাধ করেনি, যে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তবে এ আযাব হচ্ছে ব্যথিত হওয়া এবং কান্নার দরুণ বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করা। কেননা তাকে যখন এ কান্নার বিষয়টি জানানো হয়, তখন সে ব্যথিত ও বিরক্ত হয়। আর ব্যথা পাওয়া ও বিরক্ত হওয়া কোন অপরাধের শাস্তি নয়। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরের ব্যাপারে বলেছেন, السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَـــدَكُمْ نَوْمَـــهُ وَطَعَامَـــهُ وَشَـــرَابَهُ 'সফর হচ্ছে আযাবের টুকরা। কেননা এটা তোমাদের কাউকে পানাহার ও নিদ্রা থেকে বিরত রাখে'।[১২১] আর ভ্রমণ কোন অপরাধের শাস্তি নয়। বরং এ আযাব হচ্ছে চিন্তা ও মনোকষ্ট। সুতরাং কবরে মৃতের এই ধরনের আযাব হয়। কেননা কান্নার দরুণ সে ব্যথিত হয়, কষ্ট পায়, মনোকষ্ট অনুভব করে। যদিও এটা কোন পাপের শাস্তি নয়।[১২২]

কবরের ফিতনা ও আযাব থেকে পরিত্রাণের উপায়

যেসব কাজ মানুষকে কবর আযাব থেকে পরিত্রাণ দেয়, তা হচ্ছে বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। যাতে হঠাৎ করে মৃত্যু এসে গেলে পরিতাপে আঙ্গুল কামড়াতে না হয়। আর মৃত্যুর

---

১২১. বুখারী হা/২৭৭৯; মুসলিম হা/৩৫৫৪; ইবনু মাজাহ হা/২৮৭৩।

১২২. মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া, ১৭শ খণ্ড (রিয়াদ : দারুছ ছুরিয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪২৬ হিঃ/২০০৫ খৃঃ), পৃঃ ৪০৬-৪০৭।

জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে পাপ কাজ থেকে দ্রুত তওবা করা, প্রত্যেকের প্রাপ্য হক আদায় করা, বেশী বেশী করে আমলে ছালেহ বা সৎ কাজ করা। কেননা ঈমান আনয়ন করা, ছালাত আদায় করা, ছিয়াম পালন করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ করা, পিতামাতার আনুগত্য করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, আল্লাহর যিকর করা প্রভৃতি আমলে ছালেহ মুমিনকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনকে সকল চিন্তা থেকে মুক্তি দিবেন এবং তাকে সকল সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততা দান করবেন। সুতরাং কবর আযাব থেকে পরিত্রাণের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলি করা যরূরী।

ক. আমলে ছালেহ বা সৎকাজ সম্পাদন করা :

বান্দার সৎ আমল কবরে তাকে পাহারা দেবে এবং আযাবের ফেরেশতাকে কবরে প্রবেশে বাধা দিবে। এমর্মে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃতব্যক্তি তাকে দাফন করে ফিরে আসা লোকদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। সে মুমিন হলে ছালাত তার মাথার পার্শ্বে দাঁড়ায়, ছিয়াম তার ডান দিকে, যাকাত তার বাম দিকে, দান-ছাদাক্বা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, ভাল কাজের আদেশ, মানুষের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি উত্তম কার্যাবলী তার পায়ের কাছে দাঁড়ায়। তার মাথার নিকট দিয়ে ফেরেশতা আসতে চাইলে ছালাত বলে, আমার এ দিক দিয়ে এখানে প্রবেশের পথ নেই। ডান দিক দিয়ে ফেরেশতা আসতে চাইলে ছিয়াম বলে, আমার দিক দিয়ে এখানে প্রবেশের রাস্তা নেই। বাম দিক দিয়ে ফেরেশতা আসতে চাইলে যাকাত বলে, আমার দিক দিয়ে এখানে প্রবেশের পথ নেই। পায়ের দিক দিয়ে ফেরেশতা আসতে চাইলে দান-ছাদাক্বা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, ভাল কাজের আদেশ, মানুষের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি উত্তম কার্যাবলী বলে, আমার দিক দিয়ে এখানে প্রবেশের রাস্তা নেই।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন তাকে বলা হবে, বস। সে উঠে বসবে। এসময় তার মনে হবে সূর্য যেন অস্তমিত হতে যাচ্ছে। তখন তাকে বলা হবে, আমরা তোমাকে যা জিজ্ঞেস করি, সে সম্পর্কে আমাদেরকে খবর দাও। সে বলবে, আমাকে ছেড়ে দাও, যাতে আমি ছালাত আদায় করতে পারি। তাকে বলা হবে, তুমি অতি সত্বর তা করতে পারবে, তুমি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও। সে বলবে, তোমরা আমাকে কি জিজ্ঞেস করবে? তখন তারা বলবে, তোমাদের মধ্যেকার এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল এবং তার

ব্যাপারে তুমি কি সাক্ষ্য দাও? রাবী বলেন, সে বলবে, মুহাম্মাদ সম্পর্কে? তাকে বলা হবে, হ্যাঁ। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। তখন আমরা তাকে সত্য বলে স্বীকার করেছিলাম। অতঃপর তাকে বলা হবে, এর উপরই তুমি জীবিত ছিলে, এর উপরই তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং এর উপরই তুমি পুনরুত্থিত হবে ইনশাআল্লাহ। অতঃপর তার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্ত করা হবে, তার জন্য তা আলোকিত করা হবে। তারপর জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন তাকে বলা হবে, দেখ, সেখানে আল্লাহ তোমার জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছেন। এতে তার আনন্দ-উল্লাস বৃদ্ধি পাবে।

অতঃপর জাহান্নামের দিকে তার জন্য একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন তাকে বলা হবে, এটা তোমার স্থান এবং এর মধ্যে তোমার জন্য তাই আছে যা আল্লাহ তোমার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যদি তুমি আল্লাহর অবাধ্য হতে। তখন তার আনন্দ-উল্লাস বেড়ে যাবে। অতঃপর সুন্দর একটি প্রাণীর মধ্যে তার আত্মা রাখা হবে, তা হচ্ছে সবুজ বর্ণের পাখী, জান্নাতের বৃক্ষের সাথে যা ঝুলে থাকবে। আর তার শরীর সেই মাটিতে পরিণত করা হবে, যা দ্বারা তাকে তৈরী করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটাই হচ্ছে আল্লাহর সেই কথা- يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ– 'আল্লাহ পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে অবিচল রাখবেন সে সকল লোককে যারা ঈমান এনেছে প্রতিষ্ঠিত বাণীতে' *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*-এর তাৎপর্য। ওমর ইবনুল হাকাম ইবনে ছাওবান বলেন, তারপর তাকে বলা হবে, ঘুমাও। সে ঘুমিয়ে যাবে নতুন বরের ন্যায়। তাকে তার পরিবারের একান্ত আপনজন ব্যতীত কেউ জাগ্রত করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ তাকে পুনরুত্থিত করবেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সে যদি কাফের হয়, তাহলে মাথার দিক দিয়ে আযাবের ফেরেশতা আসবে, সেখানে কাউকে পাবে না। তার ডান দিক দিয়ে আসবে সেখানে কাউকে পাবে না। বাম দিক দিয়ে ও পায়ের দিক দিয়ে আসবে সেখানেও কাউকে পাবে না। তাকে বলা হবে, বস। সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বসবে। তখন তাকে বলা হবে, আমরা তোমাকে যা জিজ্ঞেস করি, তার উত্তর দিবে। সে বলবে, তোমরা আমাকে কি জিজ্ঞেস করবে?

তাকে বলা হবে, তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি ছিল, তার সম্পর্কে তোমার মতামত কি? তাঁর সম্পর্কে তুমি কি বল এবং তাঁর ব্যাপারে তুমি কি সাক্ষ্য দাও? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সে বলবে, কোন ব্যক্তি? তাকে বলা হবে, সে ব্যক্তি যে তোমাদের মাঝে ছিল। সে নাম নির্দেশ করতে পারবে না। তাকে বলা হবে, মুহাম্মাদ। সে বলবে, আমি জানি না। তবে লোকদেরকে আমি তার ব্যাপারে কথা বলতে শুনেছি। সুতরাং তারা যা বলত, আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, এর উপরই তুমি জীবিত ছিলে, এর উপরই তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং এর উপরই তুমি পুনরুত্থিত হবে ইনশাআল্লাহ। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খোলা হবে। তাকে বলা হবে, এটা তোমার বাসস্থান এবং এর মধ্যে যা আছে, তা আল্লাহ তোমার জন্য তৈরী করেছেন। তখন তার আফসোস ও দুঃখ বেড়ে যাবে। অতঃপর জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি দরজা খোলা হবে। তাকে বলা হবে, এটা তোমার স্থান ছিল। এতে তার আফসোস ও দুঃখ বৃদ্ধি পাবে। তারপর তার কবরকে সংকীর্ণ করা হবে, যাতে এক দিকের হাড্ডি অন্য দিকে চলে যাবে। এটা হচ্ছে সংকীর্ণ জীবন। যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, –فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى– ‘অবশ্যই তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমরা তাকে ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়’ *(ত্ব-হা ২০/১২৪)*।[১২৩]

খ. দান-ছাদাক্বা করা :

দান-ছাদাক্বা মুমিনকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করে কিংবা তার কবর আযাবকে হালকা করে। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ–

ওকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে’।[১২৪]

---

১২৩. *মুছন্নাফ ইবনে আবী শায়বা, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, হাদীছটি ছহীহ। দ্র. তা'লীকুত তারগীব, ৪/১৮৮-৮৯, হা/৩১০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৫৬১।*

১২৪. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪।*

গ. কবরের ফিতনা ও আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা :

কবরের ফিতনা ও আযাব অতীব গুরুতর ও কঠিন বিষয়। সেজন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাত ও ছালাতের বাইরে কবর আযাব থেকে পরিত্রাণ চাইতেন এবং তাঁর ছাহাবীগণকে কবর আযাব থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার নির্দেশ দিতেন। হাদীছে এসেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, একদা এক ইহুদী মহিলা তার নিকট আসল এবং কবরের আযাবের কথা উত্থাপন করে বলল, হে আয়েশা! আল্লাহ আপনাকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। অতঃপর আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে কবরের শাস্তি সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, কবরের শাস্তি সত্য। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, তার পর হতে আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে যখনই ছালাত আদায় করতে দেখেছি, তখনই তাঁকে কবরের আযাব হতে পরিত্রাণ চাইতে দেখেছি'।[১২৫]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ وَيَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চেয়ে প্রার্থনা করতেন- 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাই, জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় চাই, জীবন ও মরণের ফিতনা হতে পরিত্রাণ চাই এবং দাজ্জালের ফিতনা হতে পরিত্রাণ চাই'।[১২৬] অপর একটি হাদীছে এসেছে, আওফ ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার এক জানাযার ছালাত আদায় করলেন। আমি তাঁর দো'আর কিছু অংশ মনে রেখেছি। তিনি তাতে বললেন,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ

১২৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮।
১২৬. বুখারী হা/১৩৭৭।

الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وفى رواية وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَال حَتَّ تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتُ.

'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তার প্রতি নিরাপত্তা অবতীর্ণ কর, তাকে ক্ষমা কর, তাকে সম্মানিত আতিথ্য দান কর, তার থাকার স্থানকে প্রসারিত কর, তাকে পানি, বরফ ও তুষার দ্বারা ধুয়ে দাও। অর্থাৎ তার গুনাহ মাফ করে দাও। তাকে গুনাহ-খাত্বা হতে পরিষ্কার কর যেভাবে তুমি পরিষ্কার কর সাদা কাপড়কে ময়লা হতে। তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর তাকে দান কর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার তাকে দান কর, তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, কবরের আযাব থেকে রক্ষা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তাকে কবরের ফিতনা হতে বাঁচাও এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর'। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা করছিলাম যে, যদি ঐ মৃতব্যক্তি আমিই হতাম।[১২৭]

আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَقَالَ إِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِىْ قُبُوْرِكُمْ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট কবরের শাস্তি হতে আশ্রয় চাইতেন। আর দাজ্জালের ফিতনা হতে পরিত্রাণ চাইতেন এবং বলতেন তোমাদেরকে কবরে ফিৎনার মুখোমুখি করা হবে।[১২৮] যায়েদ বিন আরকাম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا-

---

১২৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৬৬।*
১২৮. *নাসাঈ হা/২০৬৫; হাদীছ ছহীহ।*

Contents

'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আযাব হতে। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে সংযম দান করুন, একে পবিত্র করুন, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী, তুমি তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এমন ইলম হতে যা উপকার করে না। এমন অন্তর হতে যা ভয় করে না। এমন আত্মা হতে যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং এমন দো'আ হতে যা কবুল হয় না'।[১২৯]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবর আযাব থেকে পরিত্রাণ চাইতে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِسْتَجِيْرُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ-

উম্মু খালেদ বিনতু খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনিল আছ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা কবরের আযাব সত্য'।[১৩০] তিনি আরো বলেন, اسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا 'তোমরা কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর'। এ কথা তিনি দু'বার বা তিন বার বলেছেন।[১৩১] আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন তাশাহহুদ পড়ে, সে যেন চারটি বিষয়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি বলেন, *আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহয়া*

---

১২৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৭।*
১৩০. *ছহীহুল জামে' হা/৯৩২, হাদীছ ছহীহ।*
১৩১. *আবু দাউদ হা/৪১২৭।*

ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল। (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার নিকট কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার নিকট জীবন-মৃত্যুর বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার নিকট মাসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি)'।[১৩২] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামকে নিম্নোক্ত দো'আ শিক্ষা দিতেন, যেরূপ তিনি তাদের সূরা শিক্ষা দিতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ-

আল্লাহুম্মা ইন্না নাঊযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া আঊযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া আঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, ওয়া আঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহয়া ওয়াল মামাতি। (হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার নিকট কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার নিকট মাসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার নিকট জীবন-মৃত্যুর বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি)'।[১৩৩]

আমলে ছালেহের পাশাপাশি হাদীছে বর্ণিত এসব দো'আ নিয়মিত পাঠ করলে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

ঘ. প্রতি রাতে সূরা মুলক তেলাওয়াত করা :

প্রত্যেক রাতে সূরা মুলক তেলাওয়াত করলে কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ{تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَكُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ نُسَمِّيهَا الْمَانِعَةَ، وَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سُورَةٌ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ-

---

১৩২. *মুসলিম হা/৫৮৮, 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়; নাসাঈ হা/১২৯৩।*
১৩৩. *আবু দাউদ হা/১৩১৮; তিরমিযী হা/৩৪১৬; নাসাঈ হা/২০৬৫, ৫৪১৭।*

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে তাবারাকাল্লাযী অর্থাৎ সূরা মুলক পড়বে, এর জন্য আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখবেন। আর আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আমলে একে (কবর আযাব) প্রতিরোধকারী বলে অভিহিত করতাম। নিশ্চয়ই আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) একটি সূরা আছে, যে ব্যক্তি রাতে তা পাঠ করল, সে অধিক করল ও উত্তম কাজ করল'।[১৩৪]

যারা কবরের ফিতনা ও আযাব থেকে মুক্ত

যে সকল মুমিন বান্দা আমলে ছালেহ অধিক করবে এবং বড় বিপদ-মুছীবতে নিপতিত হবে তারা কবর আযাব ও তার ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকবে। তাদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণী হচ্ছে-

১. শহীদগণ :

আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ হয়েছেন, তারা কবরের আযাব ও ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِىْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةِ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوِّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْرِبَائِهِ.

মিক্‌দাম ইবনু মা'দী কারিব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। (১) শরীরের রক্তের প্রথম ফোটা ঝরতেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার পূর্বেই জান্নাতে তার জায়গাটি তাকে দেখিয়ে দেয়া হয় (২) কবরের আযাব হতে তাকে রক্ষা করা হয় (৩) ক্বিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা হবে। (৪) তার মাথার উপর সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তাতে থাকবে একটি ইয়াকুত, যা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর

---

১৩৪. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা; হাকেম, আল-মুস্তাদরাক; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৫৮৯, সনদ হাসান।

চেয়ে উত্তম। (৫) তাকে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট ৭২ জন হূর দেয়া হবে এবং (৬) তার সত্তর জন নিকটতম আত্মীয়ের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে'।[১৩৫] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ يُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيْدَ قَالَ كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوْفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً-

রাশিদ ইবনু সা'দ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! মুমিনগণ কবরের ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হবে, কিন্তু শহীদগণ নয়। এর কারণ কি? তিনি বললেন, 'তার মাথার উপর উজ্জ্বল তরবারির বিপদ তাকে কবরের ভয়ংকর বিপদ থেকে নিরাপদ রাখবে'।[১৩৬] উপরোল্লিখিত হাদীছ দু'টি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শহীদগণ কবরের ফিতনা ও আযাব থেকে মুক্ত থাকবেন।

২. আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যু বরণকারী :

আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় যারা মৃত্যু বরণ করে, তারা কবর আযাব থেকে মুক্ত থাকবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِيْ مَاتَ مُرَابِطًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّهُ يَنْمُوْ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ-

ফাযালা ইবনু উবাইদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'প্রত্যেক মৃতব্যক্তির যাবতীয় কাজের উপর সীলমোহর করে দেয়া হয় (কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে)। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দানরত অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার কাজের ছাওয়াব বর্ধিত করতে থাকেন এবং তাকে কবরের যাবতীয় ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখেন'।[১৩৭]

---

১৩৫. *ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৩৪।*
১৩৬. *নাসাঈ হা/২০৫৫।*
১৩৭. *তিরমিযী হা/১৬২১; আবু দাউদ, মিশকাত হা/৩৮২৩, হাদীছ ছহীহ।*

৩. শুক্রবারে মৃত্যু বরণকারী :

যে সকল মুমিন শুক্রবারে মৃত্যুবরণ করে তারা কবরের ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ اِلاَّ وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন মুসলমান জুম'আর রাতে অথবা জুম'আর দিনে যদি মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাকে কবরের ফিতনা হতে রক্ষা করেন'।[১৩৮]

৪. পেটের পীড়ায় মৃত্যু বরণকারী :

কোন মুমিন ব্যক্তি যদি পেটের পীড়ার কারণে মারা যায়, সে কবরের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ وَهُمَا يُرِيْدَانِ أَنْ يَتْبَعَا جَنَازَةَ مَبْطُوْنٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِيْ قَبْرِهِ فَقَالَ بَلَى

আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াসার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইবনু ছুরাদ ও খালিদ ইবনু উরফুতা এক স্থানে বসা ছিলাম। তারা উভয়ে পেটের পীড়ায় মৃত্যু বরণকারী এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল। তাদের একজন অপরজনকে বলল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে কবরে আযাব দেয়া হবে না? অন্যজন বললেন, হ্যাঁ।[১৩৯]

কবরের আযাব কিসের উপরে হবে?

কবর বা বারযাখী জীবনে আযাব কি আত্মার উপরে হবে না দেহের উপরে হবে, নাকি আত্মা ও দেহ উভয়ের উপরে হবে? এ বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। অভিমতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হলো।-

---

১৩৮. আহমাদ, মিশকাত হা/১৩৬৭, হাদীছ ছহীহ।
১৩৯. নাসাঈ হা/২০৫৪; হাদীছ ছহীহ।

প্রথমতঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত হল রূহ বা আত্মা দেহ থেকে পৃথক বস্তু যা দেহের সাথে অবিচ্ছিন্ন থাকে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমতে আযাব শরীর ও আত্মা উভয়ের উপরে হয়ে থাকে। শরীর থেকে পৃথকভাবেও আত্মাকে শান্তি ও শাস্তি দেওয়া হয় এবং দেহের সাথে একত্রিতভাবেও দেওয়া হয়। যেমনভাবে শান্তি বা শাস্তি উভয়ের উপর একত্রিতভাবে হয়, অনুরূপভাবে শুধু রূহের উপরও পৃথকভাবে হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মু'তাযিলা বা অন্যান্য যুক্তিবাদীদের অধিকাংশ যারা কবরের আযাব ও নে'আমতকে অস্বীকার করে, তাদের অভিমত। মূলতঃ তারা দেহের থেকে স্বতন্ত্রভাবে আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তাদের নিকটে রূহটাই হচ্ছে জীবন এবং তাদের মতে মৃত্যুর পরে রূহ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং আল্লাহ পুনরুত্থান করার পূর্বে কোন নে'আমত বা আযাব নেই। কাযী আবু বকরের মত কতিপয় মু'তাযিলা ও আশ'আরী মতাবলম্বীরা একথা বলে থাকে। এই অভিমত নিঃসন্দেহে বাতিল। আবু মা'আলী আল-জুওয়াইনীও তাদের এই অভিমতের বিরোধিতা করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একাধিক বিদ্বান উল্লেখ করেছেন যে, এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, শরীর থেকে পৃথক হওয়ার পরও রূহ বা আত্মা অবশিষ্ট থাকে এবং তা নে'আমত ও শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয়তঃ দার্শনিকদের অভিমত, তারা মনে করেন যে, নে'আমত ও আযাব স্বতন্ত্রভাবে আত্মার উপরে হয়ে থাকে। আর দেহের উপরে নে'আমত বা আযাব দেওয়া হয় না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে ইবনু মায়সারাহ ও ইবনু হাযম এই মত পোষণ করে থাকেন।

চতুর্থতঃ যুক্তিবাদীদের কেউ কেউ বলেন, কবরে কেবল দেহের উপরে নে'আমত বা আযাব দেওয়া হয়ে থাকে। মুহাদ্দিছগণের একটি শ্রেণী এ কথা বলে থাকেন। তন্মধ্যে ইবনুয যায়েউনী অন্যতম।[১৪০]

এসব অভিমতের মধ্যে প্রথমোক্ত মত তথা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমতই সঠিক। অর্থাৎ শাস্তি ও শান্তি দেহ ও আত্মা উভয়ের উপরে কিংবা কেবল আত্মার উপরেও হয়ে থাকে।

---

১৪০. মাজমু' ফাতাওয়া, ৪/২৬২-২৮২; ড. ওমর সুলাইমান আব্দুল্লাহ আল-আশকার, আল-ক্বিয়ামাতুছ ছুগরা (জর্ডান: দারুন নাফাইস, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৭খ্রী/১৪২৭হি.) পৃঃ ১১৩।

মৃত্যুর পরে মানুষ কি দুনিয়ার অবস্থা অবগত হয়?

ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃতকে কবরে রাখার পর যখন মৃতের স্বজনরা ফিরে আসে, তখন মৃতব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীগণ সেখান হতে ফিরতে থাকে, তখন সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়'...।[১৪১] অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বদরে নিহতদের তিন দিন ছেড়ে রাখলেন। অতঃপর তিনি তাদের নিকটে আসলেন এবং তাদের নিকটে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ডাকলেন। তিনি বললেন, হে আবু জাহল ইবনু হিশাম, হে উমাইয়া ইবনু খালফ, হে উৎবা ইবনু রবী'আহ, হে শায়বাহ ইবনু রবী'আহ! তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা কি সত্য পাওনি? আমরা প্রভু আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, আমি তা সত্য পেয়েছি। ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু রাসূলের কথা শুনে বললেন, তারা কিভাবে শুনবে ও জবাব দেবে, এ অবস্থায় যে, তারা পচে-গলে গেছে? তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, সেই সত্তার কসম করে বলছি, আমার কথা তোমরা তাদের চেয়ে অধিক শ্রবণ করছ না। তবে তাদের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অতঃপর তাদেরকে টেনে বদরের আবর্জনাযুক্ত কূপে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[১৪২]

আল্লামা ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) অনেক হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃতরা শুনতে পায়। অতঃপর তিনি বলেন, এসকল দলীল-প্রমাণ এবং অনুরূপ যা বর্ণিত হয়েছে সেসব প্রমাণ করে যে, মৃতরা জীবিতদের কথা শুনতে পায়। তবে এটা স্থায়ীভাবে শ্রবণ করা ওয়াজিব করে না। বরং তারা নির্দিষ্ট অবস্থায় কখনও কখনও শুনতে পায়। যেমন জীবিতদের মাঝে কখনও কখনও শুনতে বাধা সৃষ্টি হয়। তারা বক্তার কথা কখনও শুনতে পায়। আবার কখনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে শুনতে পায় না।

যারা এই আয়াত إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى 'নিশ্চয়ই তুমি মৃতকে শুনাতে পারবে না' *(নামল ২৭/৮০; রূম ৩০/৫২)* উল্লেখ করে বলেন যে, আল্লাহ

---

১৪১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৬।
১৪২. বুখারী, 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৮৭০ 'জান্নাত' অধ্যায়।

এখানে মৃতের শ্রবণকে অস্বীকার করেছেন, তাদের জবাবে ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, এই শ্রবণ হচ্ছে কেবল উপলব্ধি করা, এর কোন প্রতিউত্তর নেই। আর এ ধরনের শ্রবণকে এই আয়াত إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى দ্বারা আল্লাহ অস্বীকার করেননি। কেননা এ আয়াতে উল্লিখিত শ্রবণ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রহণ করা ও প্রতিপালন করা। অনুরূপ আল্লাহ কাফেরদেরকে মৃতের সাথে তুলনা করেছেন, যে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া বা উত্তর দিতে পারে না। কিংবা সে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, যে আওয়াজ শুনতে পায় কিন্তু অর্থ বুঝতে পারে না। সুতরাং মৃতব্যক্তি যদিও কথা শুনতে পায় এবং অর্থ বুঝতে পারে কিন্তু আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতে পারে না। আর তাকে যা আদেশ-নিষেধ করা হয়, তাও সে প্রতিপালন করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং আদেশ-নিষেধ দ্বারা সে উপকৃত হয় না। অনুরূপভাবে কাফেরও আদেশ-নিষেধ দ্বারা উপকৃত হয় না, যদিও সে সম্বোধন শ্রবণ করে ও অর্থ বুঝতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ 'যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখতেন, তবে তিনি তাদেরকেও শুনাতেন' *(আনফাল ৮/২৩)*।[১৪৩]

বারযাখে রূহের অবস্থান

বারযাখে বান্দার রূহ বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করে। এ বিষয়ে যে দলীল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, তাতে নিম্নোক্ত ভাগ সমূহ পাওয়া যায়।-

প্রথমতঃ নবীগণের রূহসমূহ। এসব রূহ থাকে উত্তম স্তরে ইল্লীনের শীর্ষ পর্যায়ে সর্বোত্তম বন্ধুর সান্নিধ্যে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে বলেন, اَللَّهُمَّ فِي الرَّفِيْقِ الأَعْلَى 'হে আল্লাহ! সর্বোচ্চ বন্ধুর সান্নিধ্যে'।[১৪৪]

দ্বিতীয়তঃ শহীদদের আত্মা। এসব আত্মা জীবিত এবং তা প্রতিপালকের নিকটে রিযকপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ 'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত

---

১৪৩. মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৩৬৪।
১৪৪. বুখারী হা/৪০৮৩।

হয়, তোমরা তাদেরকে মৃত মনে কর না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে রিযিকপ্রাপ্ত হয়’ *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ} قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرْوَاحُهُمْ فِيْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِيْ إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ-

মাসরূক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ‘যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত মনে কর না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে রিযিকপ্রাপ্ত হয়’ *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)*। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, ‘তাদের আত্মাসমূহ একটি সবুজ পাখির উদরে থাকে। যা আরশের সাথে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে। তারা জান্নাতের ভিতরে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়। অতঃপর সেই দীপাধারে ফিরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে’।[১৪৫] এসব কতিপয় শহীদের রূহ, সকল শহীদের নয়। কেননা কোন কোন শহীদদের আত্মা তাদের ঋণের কারণে জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِّيْ سَيِّئَاتِيْ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ هَا أَنَا ذَا قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِّيْ سَيِّئَاتِيْ قَالَ نَعَمْ إِلاَّ الدَّيْنَ سَارَّنِيْ بِهِ جِبْرِيْلُ آنِفًا-

---

১৪৫. মুসলিম হা/১৮৮৭, ‘শহীদদে আত্মাগুলি জান্নাতে...’ অনুচ্ছেদ।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে আসলেন তখন তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন। সে বলল, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্যশীল হয়ে ছাওয়াবের প্রত্যাশী হয়ে নিহত হই, যুদ্ধ থেকে পিছপা না হই, তাহলে তা কি আমার গোনাহের কাফ্ফারা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। পরে বললেন, এই মাত্র যে ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করল সে কোথায়? তখন ঐ লোকটি বলল, এই যে আমি। তিনি বললেন, তুমি কি বলেছিলে? সে বলল, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্যশীল হয়ে ছাওয়াবের প্রত্যাশী হয়ে নিহত হই, যুদ্ধ থেকে পিছপা না হই তাহলে তা কি আমার গোনাহের কাফ্ফারা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে ঋণ ব্যতীত। এই মাত্র জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে আমাকে এ কথা বলে গেলেন'।[১৪৬]

তৃতীয়তঃ সৎকর্মশীল মুমিনদের আত্মাসমূহ। সেগুলি পাখি হবে, যা জান্নাতের গাছের সাথে ঝুলন্ত থাকবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : لَمَّا حَضَرَ كَعْبًا الْوَفَاةُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَمُّ مُبَشِّرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ فَقَالَتْ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنْ لَقِيْتَ ابْنِيْ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلاَمَ. فَقَالَ يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ! نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَتْ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : فَذَكَرَهُ؟ قَالَ : بَلَى. قَالَتْ فَهُوَ ذَلِكَ. وورد بلفظ : قَالَتْ أُمُّ مُبَشِّرٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ شَاكٍّ : اقْرَأْ عَلَى ابْنِي السَّلاَمَ. تَعْنِيْ مُبَشِّرًا. فَقَالَ يَغْفِرُ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ! أَوَ لَمْ تَسْمَعِيْ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا نِسْمَةَ الْمُسْلِمِ طَيْرٌ تَعَلَّقَ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَتْ : صَدَقْتَ فَأَسْتَغْفِرُ اللهَ-

আব্দুর রহমান ইবনু কা'ব ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কা'ব-এর মৃত্যুর সময় যখন সমাগত হল, তখন উম্মু মুবাশশির বিনতু বারা ইবনে মা'রূর তার নিকটে প্রবেশ করলেন। সে বলল,

---

১৪৬. নাসাঈ হা/৩১৫৫।

হে আবু আব্দুর রহমান! যদি আমার ছেলের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাহলে তাকে আমার সালাম দিবে। কা‘ব বললেন, হে উম্মু মুবাশশির! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। আমরা সেখানে অধিক ব্যস্ত থাকব। তখন সে বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তাকি আপনি শুনেননি? অতঃপর তিনি তার নিকটে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। উম্মু মুবাশশির বলেন, এটাই তাই। অন্য শব্দে এসেছে, উম্মু মুবাশশির সন্দিহান হয়ে কা‘ব ইবনু মালিককে বলল, আমার ছেলে অর্থাৎ মুবাশশিরকে আমার সালাম দিবেন। তখন কা‘ব বললেন, হে উম্মু মুবাশশির! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা কি তুমি শুননি? তিনি বলেছেন, মুসলিমের রূহ পাখি হয়ে জান্নাতের গাছের সাথে ঝুলন্ত থাকবে। আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তা তার দেহে ফিরিয়ে দিবেন। তখন উম্মু মুবাশশির বলল, তুমি সত্য বলেছ। আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই।[১৪৭]

মুমিনদের রূহ ও শহীদদের রূহের মধ্যে পার্থক্য হল শহীদদের রূহসমূহ সবুজ রঙের পাখির ভিতরে থাকবে, জান্নাতের উদ্যানের মধ্যে বিচরণ করবে এবং আরশের সাথে ঝুলন্ত প্রদীপে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর মুমিনদের আত্মা পাখির পেটে জান্নাতের গাছের সাথে ঝুলন্ত থাকবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُوْلُوْنَ اخْرُجِيْ رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيْحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُوْنَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيْحَ الَّتِيْ جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَأْتُوْنَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُوْنَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ فَيَقُوْلُوْنَ دَعُوْهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِيْ غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ قَالُوْا ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ-

---

১৪৭. ইবনু মাজাহ হা/৪২৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৯৫।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হলে তার কাছে একদল রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী কাপড় সহ এসে (তার) রূহকে বলতে থাকেন, 'তুমি আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে এসো, তিনি তোমার উপর রুষ্ট নন ও তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট'। তখন আত্মা কস্তুরির সুঘ্রাণ অপেক্ষাও তীব্র সুঘ্রাণ ছড়াতে ছড়াতে বের হয়ে আসে। যখন ফেরেশতাগণ সম্মানের খাতিরে আত্মাকে পর্যায়ক্রমে একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে দিতে দিতে আসমানের দরজায় পৌঁছে যান, তখন তথাকার ফেরেশতারা বলতে থাকেন, কতই উত্তম এ সুগন্ধি, যা তোমরা পৃথিবী থেকে নিয়ে এসেছো। আর তারা তাকে মুমিনদের রূহসমূহের কাছে নিয়ে যান। তোমাদের কেউ বিদেশ থেকে এলে তোমরা যেরূপ আনন্দিত হও, মুমনিদের রূহও ঐ নবাগত রূহকে পেয়ে তদ্রূপ আনন্দিত হয়। মুমিনদের রূহ নবাগত রূহকে জিজ্ঞেস করে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে? অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। সে দুনিয়াতে চিন্তায় বিভোর ছিল। নবাগত রূহ বলে, সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তাকে তার বাসস্থান হাবিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে'।[১৪৮]

চতুর্থতঃ পাপীদের রূহ। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে পাপীদের কিরূপ শাস্তি হবে। মিথ্যাবাদীকে লোহার সাঁড়াশী দিয়ে দু'দিকের গাল পিছন পর্যন্ত চেরা হবে। যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত না করে ঘুমিয়ে থাকবে পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে। ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীকে তন্দুর তৈরী করা চুলায় ফেলে শাস্তি দেওয়া হবে। যার উপরের দিক সংকীর্ণ এবং নীচের দিক প্রশস্ত। তার তলদেশ থেকে আগুন প্রজ্বলিত থাকবে। সুদ গ্রহীতাকে রক্তের নদীতে ফেলে তার কিনারা থেকে পাথর মেরে শাস্তি দেওয়া হবে।[১৪৯] পেশাব থেকে অসতর্ক এবং চোগলখোরের শাস্তিও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আর সরকারী কোষাগার থেকে কিংবা বায়তুল মাল অথবা গনীমতের মাল আত্মসাৎকারীর আযাব ও শাস্তিও বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চমতঃ কাফিরদের রূহ বা আত্মা। সুনান নাসাঈতে উল্লিখিত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণিত হাদীছে মুমিনদের আত্মা জান্নাতে অবস্থানের কথা বলা

---

১৪৮. নাসাঈ, 'জানাযা' অধ্যায়, হা/১৮৩৪।
১৪৯. বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৪৪১৬।

হয়েছে। অতঃপর কাফিরদের অবস্থা ও তাদের আত্মা টেনে বের করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। আবু হুরায়রা বর্ণিত উক্ত হাদীছে এসেছে, ...'আর কাফির যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তখন আযাবের ফেরেশতারা চটের ছালা নিয়ে তার কাছে আসেন এবং আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তুই আল্লাহর আযাবের দিকে বের হয়ে আয়, তুই আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট, আল্লাহও তোর প্রতি অসন্তুষ্ট। তাকে নিয়ে ফেরেশতারা দুনিয়ার আসমানের দরজায় পৌঁছলে তথাকার ফেরেশতারা বলতে থাকেন, এ কিসের দুর্গন্ধ? এরপর ফেরেশতারা তাকে কাফিরদের আত্মাসমূহের কাছে নিয়ে যান'।[১৫০]

কাফেরদের কবর আযাব কখন শুরু হয়?

কাফের ব্যক্তির রূহ কবয করার পরই ফেরেশতা তাকে আযাবে নিক্ষেপ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِيْ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ بَلَى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ، فَادْخُلُوْا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ-

'নিজেদের উপর যুলুমকারী থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটাবে। অতঃপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা কোন পাপ করতাম না। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলোতে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ী হয়ে। অতএব অবশ্যই অহঙ্কারীদের আবাস অতি নিকৃষ্ট' *(নাহল ১৬/২৮-২৯)*।

কাফেরদের রূহ কবয করার সাথে সাথে ফেরেশতা তাদেরকে মারধর করতে শুরু করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ 'আর যদি তুমি দেখতে, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের প্রাণ হরণ করছিল তাদের চেহারায় ও পশ্চাতে আঘাত করে, আর (বলছিল) তোমরা জ্বলন্ত আগুনের আযাব আস্বাদন কর' *(আনফাল ৮/৫০)*। তিনি আরো বলেন, فَكَيْفَ إِذَا

---

১৫০. নাসাঈ, 'জানাযা' অধ্যায়, হা/১৮৩৪।

تَوَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 'অতঃপর তাদের অবস্থা কেমন হবে যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশসমূহে আঘাত করতে করতে তাদের জীবনাবসান ঘটাবে'? *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৭)*।

মৃত্যুর পর পরই কাফেরের আযাব শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيْهِمْ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ-

'আর যদি তুমি দেখতে, যখন যালিমরা মৃত্যু কষ্টে থাকে, এমতাবস্থায় ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে আছে (তারা বলে), তোমাদের জান বের কর। আজ তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে লাঞ্ছনার আযাব। কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তোমরা তাঁর আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহঙ্কার করত' *(আন'আম ৬/৯৩)*।

কবরে মানবদেহের অবস্থা কেমন হবে?

কবরস্থ করার পর মানুষের দেহ মাটির সাথে মিশে যায়, কিন্তু মেরুদণ্ডের হাড় ঠিক থাকে। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيْهِ يُرَكَّبُ 'প্রত্যেক আদম সন্তানকে মাটি খেয়ে ফেলবে তার মেরুদণ্ডের হাড় ব্যতীত। এটা থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এতেই তাকে পুনরুত্থিত করা হবে'।[১৫১] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُوْنَ قَالُوْا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ قَالُوْا أَرْبَعُوْنَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ قَالُوْا أَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنْ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

---

১৫১. মুসলিম হা/৫২৫৪; আবু দাউদ হা/৪১১৮; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৬; নাসাঈ হা/২০৫০।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হবে। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বলে কি চল্লিশ দিন বুঝানো হয়েছে? তিনি বলেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। এরপর তারা জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বলে কি চল্লিশ বছর বুঝানো হয়েছে? তিনি বলেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। এরপর আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। এতে মৃতেরা জীবিত হয়ে উঠবে, যেমন বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তখন শিরদাঁড়ার হাড় ছাড়া মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে গলে শেষ হয়ে যাবে। ক্বিয়ামতের দিন ঐ হাড়খণ্ড থেকেই আবার মানুষকে সৃষ্টি করা হবে’।[১৫২]

নবী-রাসূলগণের শরীর মাটিতে খাবে না। অর্থাৎ তা অক্ষত থাকবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنْ الصَّلاَةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُوْلُونَ بَلِيْتَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ–

আওস ইবনু আওস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শুক্রবার উত্তম। এ দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দিনেই তাঁর রূহ কবয করা হয়েছে। এ দিনেই শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, এ দিনেই পুনরুত্থান হবে। অতএব এ দিন আমার উপরে অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের দরূদগুলো আমার নিকটে পেশ করা হয়। রাবী বলেন, ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাদের দরূদগুলো কিভাবে আপনার নিকটে পেশ করা হবে, অথচ আপনি পচে-গলে যাবেন? কিংবা তারা বললেন, আপনি

১৫২. *বুখারী হা/৪৯৩৫ ‘তাফসীর’ অধ্যায়; মুসলিম হা/২৯৫৫ ‘ফিতনা ও তার অশুভ আলামতসমূহ’ অধ্যায়।*

মাটিতে পরিণত হয়ে যাবেন। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ নবীগণের দেহকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন'।[১৫৩]

মাটি সকল মানুষের দেহ খেয়ে ফেললেও শহীদদের দেহ অক্ষত থাকে। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।-

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمْ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوْا فِيْ بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوْا وَظَنُّوْا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَجَدُوْا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لاَ وَاللهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ إِلاَّ قَدَمُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-

হিশাম ইবনু উরওয়া স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন, ওয়ালীদ ইবনু আব্দুল মালিকের যুগে যখন আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে গিয়েছিল, তখন তা সংস্কার করার সময় একটি পায়ের গোড়ালী বের হয়ে গেল। এতে মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। তারা ধারণা করল এটা নবী করীম (ছাঃ)-এর পা হবে। কিন্তু যখন এমন কোন লোক পাওয়া গেল না যে, এটা নবী করীম (ছাঃ)-এর পা কি-না তা সনাক্ত করবে। ততক্ষণে উরওয়া ইবনু যুবাইর (রাঃ) এসে বললেন, আল্লাহর কসম! এটা নবী করীম (ছাঃ)-এর পা নয়, বরং ওমর (রাঃ)-এরই পা।[১৫৪]

উপরোক্ত হাদীছের ন্যায় আরো একটি বাস্তব ঘটনা ইমাম মালেক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন স্বীয় 'মুওয়াত্ত্বা' গ্রন্থে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَهُمَا مِمَّنْ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا كَأَنَّهُمَا مَاتَا بِالْأَمْسِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَأُمِيطَتْ يَدُهُ

---

১৫৩. *আবু দাউদ হা/৮৮৩, ১৩০৮; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৫, ১৬২৬-২৭।*
১৫৪. *বুখারী হা/১৩০৩।*

عَنْ جُرْحِهِ ثُمَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً–

আব্দুর রহমান ইবনু আবু ছা‘ছা‘আহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তার নিকটে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আমর ইবনুল জামূহ ও আব্দুল্লাহ ইবনু আমর আনছারী উভয়ে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। বন্যার পানির স্রোতে তাদের কবর ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তাদের উভয়কে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল। তখন তাদের কবর খনন করা হল, যাতে তাদের মৃতদেহ অন্যত্র স্থানান্তর করা যায়। তাদের লাশে কোন প্রকার পরিবর্তন দেখা যায়নি; বরং দেখে মনে হচ্ছিল যে, তারা যেন গতকাল মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের একজনের দেহে আঘাত লেগে জখম হল, তখন তিনি সেখানে হাত রাখলেন। তাকে অন্যত্র দাফন করার সময় লোকেরা তার হাত সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইল। কিন্তু হাত সেখানেই থেকে গেল। কবর খননের এ ঘটনা ঘটেছিল উহুদ যুদ্ধের ছেচল্লিশ বছর পরে।[১৫৫]

এসব ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শহীদদের লাশ কবরে অক্ষত ও অপরিবর্তিত থাকে।

মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই তিনি ‘বাকীউল গারকাদ’ নামক কবরস্থানে গিয়ে মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, মুহাম্মাদ ইবনু কায়েস ইবনে মাখরামা (রহঃ) বলেন, আমি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-কে হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার ও নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঘটনা বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বলেন, একবার আমার পালার রাতে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার পাশে ছিলেন। তিনি তাঁর জুতাজোড়া তাঁর পায়ের কাছে রাখলেন এবং পরিধেয় কাপড়ের একাংশ বিছানার উপর বিছালেন। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি মনে করলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন সন্তর্পণে তাঁর জুতাজোড়া পরিধান

---

১৫৫. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৮৯৩, ‘একই কবরে দাফন করা’ অনুচ্ছেদ, মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী আয-যুরকানী একে হাসান বলেছেন; দালাইলুন নবুওয়াহ, হা/১১৮১; ওয়াকেদী, আল-মাগাযী ১/২৬৭।*

করলেন, আস্তে আস্তে তাঁর চাদরখানা তুলে নিলেন এবং নিঃশব্দে দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তখন আমি আমার চাদরখানা মাথায় রাখলাম এবং ওড়না ও পরিধেয় বস্ত্র ঠিকঠাক করে তাঁর পিছে পিছে গেলাম। তিনি বাকীউল গারকাদ নামক কবরস্থানে আসলেন এবং তিনবার স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারিত করে দো'আ করলেন। এরূপ তিনবার করলেন। অতঃপর তিনি ফিরে চললে আমিও ফিরে চললাম। তিনি দ্রুত হাঁটতে থাকলে আমি দ্রুত হাঁটলাম। তিনি আরো দ্রুত চললে আমি আরো দ্রুত চললাম। তিনি দৌঁড়াতে লাগলে আমিও দৌঁড়াতে লাগলাম। আমি তাঁর পূর্বেই ঘরে প্রবেশ করে কাত শুয়ে পড়লাম। অতঃপর তিনি প্রবেশ করে বললেন, হে আয়েশা! তোমার কি হল যে, তোমার নিঃশ্বাস এত জোরে জোরে বের হচ্ছে, পেট ফুলে উঠছে? আমি বললাম, ও কিছু নয়। তিনি বললেন, হয় তুমি আমাকে বিষয়টি জ্ঞাত করবে, অন্যথা সববিষয়ে জ্ঞাত ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ আমাকে অবহিত করবেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার জন্য আমার মাতাপিতা কোরবান হোক! অতঃপর আমি তাঁর নিকট পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, আমার সামনে যাকে আমি দেখেছিলাম, সে কি তুমিই? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, তাতে আমি ব্যথা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমার প্রতি অন্যায় করবেন? আমি বললাম, মানুষ যখন কিছু গোপন করে, তা আল্লাহ নিশ্চয়ই জানেন। তিনি বললেন, যখন তুমি দেখেছিলে তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসেছিলেন। তোমার পরিধেয় ঠিক ছিল না বিধায় তিনি আমার নিকট আসেননি, বরং তোমার থেকে আড়ালে সরে গিয়ে আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তোমার নিকট তা গোপন রাখলাম। আমি মনে করেছিলাম, তুমি ঘুমিয়ে গিয়েছ। আমি তোমার ঘুম ভঙ্গ করা পছন্দ করলাম না। আমি আশঙ্কাও করলাম, হয়তো তুমি ভয় পাবে। তিনি আমাকে বাকীউল গারকাদ নামক কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন'।[১৫৬] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বাকীউল গারক্বাদ নামক কবরস্থানের বাসিন্দাদের জন্য দো'আ করতে

---

১৫৬. মুসলিম, হা/১৬১৯ 'কবরস্থানে প্রবেশ করে কি বলবে' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ, হা/২০৩৯ 'জানাযা' অধ্যায়।

যেতে আমি আদিষ্ট হয়েছিলাম'।[১৫৭] এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, মুমিনদেও জন্য দো'আ করতে হবে। যে ব্যাপারে জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবহিত করেন।

মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করা

মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না, যদিও সে কারো পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয় হয়। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু তালিবের মৃত্যু উপস্থিত হলে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার নিকট আসলেন। তখন তার নিকট উপস্থিত ছিল আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়া। তিনি (রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে চাচা! আপনি বলুন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই)। আমি এর দ্বারা আপনার জন্য মহামহিম আল্লাহর দরবারে যুক্তি পেশ করব। আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব! আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন? তারা অবিরত একথা বলতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য তার মুখ দিয়ে শেষ শব্দ বের হল, আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মেই মৃত্যুবরণ করব। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, যতক্ষণ আপনার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ না করা হয়। তখন নাযিল হয়-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِيْ قُرْبَى–

'নবী ও মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়' *(তওবা ৯/১১৩)* এবং নিম্নোক্ত আয়াতও নাযিল হয়, إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ 'তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না...' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কেবল তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।[১৫৮]

যারা ছালাত পড়ে না তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা

যারা ছালাত ফরয হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করা অবস্থায় মারা যায়, তারা মুসলমানদের ঐক্যমতে কাফির। আর যারা অমনোযোগী হয়ে ও অলসতা

---

১৫৭. নাসাঈ, হা/২০৪০।
১৫৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩।

বশতঃ ছালাত পরিত্যাগ করে বিদ্বাণগণের বিশুদ্ধ মতে তারাও কুফরী করে। অতএব যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগ করে মারা যায়, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করা, তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা এবং তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন না করা উত্তম। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, الْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ 'আমাদের ও তাদের (মুমিনদের) মধ্যে ওয়াদা বা অঙ্গীকার হল ছালাত আদায় করা। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত পরিত্যাগ করল, সে কুফরী করল'।[১৫৯] তিনি আরো বলেন, إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ 'বান্দা এবং কুফরী ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ছালাত পরিত্যাগ করা'।[১৬০] অন্যত্র তিনি বলেন, بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ 'বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ছালাত পরিত্যাগ করা'।[১৬১]

আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক আল-আকীলী বলেন, كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবীগণ ছালাত ব্যতীত কোন আমল পরিত্যাগ করাকে শিরক মনে করতেন না।[১৬২] সুতরাং ছালাত পরিত্যাগ করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে তাকে মুসলমানদের কবরে দাফন করা উচিত নয়।[১৬৩]

মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগকারীর লাশ কবর গ্রহণ করে না

ইসলাম গ্রহণ করে তা পরিত্যাগ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি রয়েছেই। দুনিয়াতেও তার শাস্তির নিদর্শন কখনও কখনও দেখা যায়। যেমন মুরতাদের লাশ কবর গ্রহণ করে না। যার প্রমাণ রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই রয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

---

১৫৯. মুসনাদ আহমাদ হা/২২৯৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১০৬৯; তিরমিযী হা/২৫৪৫; নাসাঈ হা/৪৫৯; মিশকাত হা/৫৭৪, সনদ ছহীহ।

১৬০. মুসলিম হা/১১৬।

১৬১. আবু দাউদ হা/৪০৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১০৬৮; তিরমিযী হা/২৫৪৪; নাসাঈ হা/৪৬০; মিশকাত ৫৬৯, সনদ ছহীহ।

১৬২. তিরমিযী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৫৬৫, সনদ ছহীহ।

১৬৩. ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়িমাহ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৯।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُوْلُ مَا يَدْرِيْ مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوْهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوْا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوْا لَهُ فَأَعْمَقُوْا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوْا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوْا لَهُ وَأَعْمَقُوْا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوْا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوْا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক খৃষ্টান ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান পাঠ করল বা শিখে নিল। সে নবী করীম (ছাঃ)-কে লিখে দিল। পরবর্তীতে সে পুনরায় খৃষ্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি যা লিখে দিতাম তা ব্যতীত মুহাম্মাদ কিছুই জানে না। কিছুদিন পর আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিলেন। খৃষ্টান লোকেরা তাকে দাফন করল। কিন্তু সকাল হলে দেখা গেল যমীন তাকে বের করে দিয়েছে। তখন খৃষ্টানরা বলল, এটা মুহাম্মাদ ও তাঁর ছাহাবীদের কাজ। কেননা আমাদের এ সাথী তাদের থেকে পালিয়ে এসেছিল। এজন্যই তারা আমাদের সাথীকে কবর হতে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তারা কবরকে (পূর্বের চেয়ে আরো) গভীর করে তাকে দাফন করল। পরদিন সকালে দেখা গেল, যমীন তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারা বলল, এটা মুহাম্মাদ ও তাঁর ছাহাবীদের কাজ। তাদের থেকে পালিয়ে আসায় আমাদের এ সাথীকে তারা কবর হতে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবার আরো গভীর করে কবর খনন করে তাকে দাফন করল। পরদিন ভোরে দেখা গেল, কবরের মাটি এবারও তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারা বুঝতে পারল যে, এটা মানুষের কাজ নয়। ফলে তারা লাশটি ফেলে রাখল।[১৬৪]

---

১৬৪. *বুখারী হা/৩৬১৭।*

মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য করণীয়

মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির জন্য তার নিকটাত্মীয় বা পাশে অবস্থানরত লোকদের কতিপয় করণীয় রয়েছে। সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।-

(ক) কালেমার তালক্বীন দেওয়া : মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিকে কালিমা তাইয়্যেবার তালক্বীন দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ– 'তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র তালক্বীন দিবে (অর্থাৎ তার কানের কাছে আস্তে আস্তে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করতে থাকবে)।[১৬৫] রাসূল (ছাঃ) মুমূর্ষু ব্যক্তিদের তালক্বীন প্রদানে উৎসাহিত করে বলেন,

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا، وَنَفَسَ الْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ، كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ–

'তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র তালক্বীন দিবে (অর্থাৎ তার কানের কাছে আস্তে আস্তে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করতে থাকবে)। কেননা মুমিনদের আত্মা ঘর্মাক্ত হয়ে (অর্থাৎ দ্রুত) বের হয়। অপরদিকে কাফিরদের আত্মা গাধার আত্মার ন্যায় চোয়াল দিয়ে বের হয়।[১৬৬] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ–

'তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র তালক্বীন দিবে। কেননা মৃত্যুর সময় যার শেষ বাক্য 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্' হবে সে কোন এক সময় জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইতিপূর্বে সে যে আমলই করে থাকুক না কেন'।[১৬৭] অন্য একটি হাদীছে এসেছে, আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

---

১৬৫. *মুসলিম হা/৯১৬, ৯১৭; মিশকাত হা/১৬১৬; ছহীহুল জামে' হা/৪১৪৮।*
১৬৬. *মু'জামুল কাবীর হা/১০৪১৭; ছহীহাহ হা/২১৫১; ছহীহুল জামে' হা/৫১৪৯।*
১৬৭. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩০০৪; ছহীহুল জামে' হা/৫১৫০, সনদ ছহীহ।*

Contents

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَادَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا خَالُ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالَ : أَخَالٌ أَمْ عَمٌّ فَقَالَ : لاَ بَلْ خَالٌ، قَالَ فَخَيْرٌ لِى أَنْ أَقُوْلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ –

'একদা রাসূল (ছাঃ) এক আনছারী ছাহাবীকে দেখতে গিয়ে বললেন, হে মামা! আপনি 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করুন। তখন সে বলল, মামা, না চাচা? তিনি বললেন, না বরং মামা। সে বলল, আমার জন্য কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করা উত্তম হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[১৬৮]

অমুসলিমদেরকেও কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র তালক্বীন দেওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আবু ত্বালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজান, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' কালেমাটি একবার পড়ুন, তাহলে আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকট কথা বলতে পারব'।[১৬৯] এছাড়া এক ইহূদী বালক নবী করীম (ছাঃ)-এর খিদমত করত। সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম (ছাঃ) তাকে দেখার জন্য আসলেন। তিনি তার মাথার নিকট বসে তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ কর। সে তখন তার পিতার দিকে তাকাল, যে তার নিকটেই ছিল। পিতা তাকে বলল, আবুল কাসেম [নবী (ছাঃ)]-এর কথা মেনে নাও। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূল (ছাঃ) সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় এরশাদ করলেন, যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহ্র, যিনি তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিলেন'।[১৭০] এর কিছুক্ষণ পর সে মারা যায়।

এক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। কারণ চাপ সৃষ্টি করলে সে এ কালেমা অস্বীকার করতে পারে। ইবনুল মুবারকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে লোকেরা তাকে বেশী বেশী কালেমার তালক্বীন দেওয়া শুরু করে। তখন তিনি বলেন, তোমরা ভালো কাজ করছ না। আমার মৃত্যুর পর তোমরা লোকদের কষ্টে ফেলে দিবে। তোমরা যখন আমাকে তালক্বীন দিবে আর আমি কালেমা পাঠ করব এবং অন্য কোন কথা বলব না তখন তোমরা আর

---

১৬৮. *আহমাদ হা/১২৫৮৫; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩৯২২, সনদ ছহীহ।*
১৬৯. *বুখারী হা/৩৮৮৪; মুসলিম হা/২৪।*
১৭০. *বুখারী হা/১৩৫৬, ১৩৪২; মিশকাত হা/১৫৭৪।*

কিছু বলবে না। আর যদি কথা বলি তাহলে আবার তালক্বীন দিবে যাতে শেষ কালেমা ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ হয়।[১৭১]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থার উপর ভিত্তি করে তালক্বীন দিতে হবে। সে খাঁটি মুমিন হলে বা কাফির হলে কালেমা ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ পাঠের নির্দেশ দিতে হবে। আর দুর্বল হৃদয়ের মানুষ হলে তার নিকট কেবল কালেমা বা অনুরূপ কিছু পাঠ করতে হবে’।[১৭২]

(খ) অসুস্থ বা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ভাল বলা : মুমূর্ষু ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল বলা। উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ، أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُوْلُوْا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ– ‘কোন অসুস্থ বা মৃত (আসন্ন) ব্যক্তির নিকটে তোমরা হাযির হলে তার সম্পর্কে ভাল কথা বলবে। কেননা তোমরা যা বল সে সম্পর্কে ফেরেশতাগণ আমীন বলেন’।[১৭৩]

মৃতের জন্য জীবিতদের করণীয়

মৃতব্যক্তির জন্য জীবিতদের কতিপয় করণীয় রয়েছে। যেগুলি যথাসময়ে সম্পাদন করা যরূরী। নিম্নে ঐ বিষয়গুলি উল্লেখ করা হলো।-

(১) মৃতব্যক্তির চোখ দু’টো খোলা থাকলে তা বন্ধ করে দিতে হবে এবং তার জন্য দো‘আ করতে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন, دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِى سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু সালমার নিকটে প্রবেশ করলেন, তখন তার চোখ খোলা ছিল। তিনি তা বন্ধ করে দিলেন’।[১৭৪]

(২) মৃতের জন্য একাকী দো‘আ করা। যেমন উপরোক্ত হাদীছের শেষে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের আত্মার জন্য কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ কামনা কর না। তোমরা যা বল ফেরেশতাগণ তার সাথে সাথে

---

১৭১. *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৮/৪১৮,*।
১৭২. *শারহুল মুমতে‘ ৫/১৭৭*।
১৭৩. *মুসলিম হা/৯১৯; মিশকাত হা/১৬১৭*।
১৭৪. *মুসলিম হা/৯২০; মিশকাত হা/১৬১৯ ‘জানাযা’ অধ্যায়*।

আমীন বলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির্ লি আবী সালা-মাতা ওয়ার্‌ফা’ দারাজাতাহূ ফিল মাহ্‌দিইয়ীনা ওয়াখ্‌লুফহূ ফী ‘আক্বিবিহি ফিল গ-বিরীন, ওয়াগ্‌ফির্ লানা-ওয়া লাহূ ইয়া- রব্বাল ‘আ-লামীন, ওয়াফসাহ: লাহূ ফী ক্বব্‌রিহী ওয়া নাব্বির লাহূ ফীহ।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও। আর হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দাও এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে তুমি তার প্রতিনিধি হও। হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর। তার কবর প্রশস্ত করে দাও এবং সেখানে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা কর’।[১৭৫]

(৩-৭) মৃত্যুর পর পাঁচটি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হয়। যথা- গোসল, কাফন, জানাযা, জানাযা বহন ও দাফন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ‘তোমরা জানাযা করে দ্রুত লাশ দাফন কর। কেননা যদি মৃত ব্যক্তি পুণ্যবান হয়, তবে তোমরা ‘ভাল’-কে দ্রুত কবরে সমর্পণ কর। আর যদি অন্যরূপ হয়, তাহলে ‘মন্দ’-কে দ্রুত তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দাও’।[১৭৬]

(৮) দাফনের পর মাইয়েতের জন্য হাত না তুলেই প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে দো‘আ করবে। এ সময় ‘আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়া ছাব্বিতহু’ বলতে পারে।[১৭৭] এছাড়া ‘আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু...’ মর্মে বর্ণিত দো‘আটিও পড়া যায়।[১৭৮]

---

১৭৫. *মুসলিম হা/৯২০; মিশকাত হা/১৬১৯, ‘জানাযা’ অধ্যায়।*
১৭৬. *মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৪৬ ‘জানায়েয’ অধ্যায়।*
১৭৭. *আবুদাঊদ হা/৩২২১।*
১৭৮. *মুসলিম হা/৩৩৬।*

(৯) মৃতের ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ 'মুমিনের আত্মা ঋণ পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত ঝুলন্ত থাকে'।[১৭৯] তার ঋণ ওয়ারিছ বা নিকটাত্মীয়রা পরিশোধ করবে। তবে যে কেউ তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

(১০) মৃতের কৃত অছিয়ত পূর্ণ করা।[১৮০] যেমন আল্লাহ বলেন, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ 'অছিয়ত পূরণের পর, যা দ্বারা সে অছিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর' *(নিসা ৪/১২)*।

(১১) মৃতের পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা। যেমন জা'ফর বিন আবী তালেব (রাঃ) শহীদ হলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اصْنَعُوْا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ 'তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা কর। কেননা তাদের নিকটে এমন এক বিষয় এসেছে, যা তাদেরকে ব্যতি-ব্যস্ত রেখেছে'।[১৮১]

মৃতব্যক্তির জন্য তিনদিন শোক পালন করা যাবে। তবে স্ত্রী স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। কিন্তু তার জন্য বিলাপ ও মাতম করা যাবে না।[১৮২]

কবর সম্পর্কিত কতিপয় জ্ঞাতব্য

(১) কবর ও মৃতদেহ বিষয়ক :

(ক) সাগরবক্ষে মৃত্যু বরণ করলে এবং স্থলভাগ না পাওয়া গেলে গোসল, কাফন ও জানাযা শেষে কবরে রাখার দো'আ পড়ে মৃতদেহ সাগরে ভাসিয়ে দিবে।[১৮৩]

(খ) কবরে যতদিন মুমিনের লাশের কোন অংশ বাকী থাকবে, ততদিন তাকে সম্মান করতে হবে। সেখানে পুনরায় কবর দেওয়া যাবে না। যদি

---

১৭৯. *তিরমিযী হা/১০৭৮; ইবনু মাজাহ হা/২৫০৬; মিশকাত হা/২৯১৫, সনদ ছহীহ।*
১৮০. *তিরমিযী হা/২০৯৪; ইবনু মাজাহ হা/২৭১৫, সনদ ছহীহ।*
১৮১. *আবু দাউদ হা/৩১৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৬১০; মিশকাত হা/১৭৩৯, সনদ ছহীহ।*
১৮২. *আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১২-২০।*
১৮৩. *বায়হাক্বী ৪/৭।*

লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও মাটি হয়ে যায়, তাহলে সেখানে পুনরায় অন্য মৃতকে দাফন করা যাবে ও সাধারণ মাটির ন্যায় সেখানে সবকিছু করা যাবে। কিন্তু তাই বলে কোন সাধারণ অজুহাতে কবরের সম্মান হানিকর কোন কিছু নির্মাণ করা যাবে না।[১৮৪]

(গ) কবর খুঁড়তে গিয়ে যদি প্রথম দিকেই মৃতব্যক্তির হাড় পাওয়া যায়, তাহলে কবর খনন বন্ধ করতে হবে। কিন্তু যদি খনন শেষে পাওয়া যায়, তবে হাড়টিকে কবরের একপাশে রেখেই সেখানে নতুন লাশের কবর দেওয়া যাবে। কেননা এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করা বৈধ।[১৮৫]

(ঘ) যদি জানাযা বিহিন কারো দাফন হয়ে যায় অথবা জানাযা করে দাফন হলেও যদি কেউ পরে জানাযা পড়তে চান, তাহলে কবরকে সামনে করে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে।[১৮৬]

(ঙ) যদি কোন গর্ভবতী মহিলা মারা যায় এবং তার পেটে জীবিত বাচ্চা আছে বলে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিশ্চিত হন, তাহলে পেট কেটে বাচ্চা বের করে আনা বৈধ।[১৮৭]

(চ) শারঈ ওযর বশতঃ যরূরী কারণে কবর পুনঃখনন, লাশ উত্তোলন ও স্থানান্তর করা জায়েয।[১৮৮] জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তাঁর পিতার লাশ অন্য মুসলিমের পাশ থেকে যাকে তিনি অপসন্দ করতেন, ৬ মাস পরে উঠিয়ে অন্যত্র দাফন করেছিলেন।[১৮৯]

(২) মৃতকে কবরস্থ করার নিয়ম :

কবর গভীর ও প্রশস্ত করা উত্তম[১৯০] এবং তা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, সুন্দর ও মধ্যস্থলে বিঘত খানেক উঁচু করে দু'দিকে ঢালু হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিক উঁচু করা জায়েয নয়। 'লাহদ' (পাশখুলি) ও 'শাক্ব' (বাক্স কবর) এ দু'ধরনের কবর জায়েয আছে। তবে 'লাহদ' উত্তম। মৃতকে কবরে নামানোর দায়িত্ব পুরুষদের। মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিকটবর্তীগণ ও সর্বাধিক প্রিয়

---

১৮৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১; তালখীছ, পৃঃ ৯১।
১৮৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১।
১৮৬. তদেব ১/২৮১-৮২।
১৮৭. তদেব, ১/৩০০।
১৮৮. তদেব, ১/৩০১-২।
১৮৯. বুখারী হা/১৩৫২ 'জানায়েয' অধ্যায়।
১৯০. নাসাঈ হা/২০১২-১৩; আবু দাউদ হা/৩২১৫-১৬।

ব্যক্তিগণ এই দায়িত্ব পালন করবেন, যিনি পূর্বরাতে (বা দাফনের পূর্বে) স্ত্রী সহবাস করেননি। পায়ের দিক দিয়ে মোর্দা কবরে নামাবে (অসুবিধা হলে যেভাবে সুবিধা সেভাবে নামাবে)। মুর্দাকে ডান কাতে ক্বিবলামুখী করে শোয়াতে হবে। এই সময় কাফনের কাপড়ের গিরাগুলি খুলে দিতে হবে।[১৯১]

কবরে শোয়ানোর সময় بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُــوْلِ اللهِ *'বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লা-হ'* ('আল্লাহ্‌র নামে ও আল্লাহ্‌র রাসূলের দ্বীনের উপরে') বলবে। 'মিল্লাতি'-এর স্থলে 'সুন্নাতি' বলা যাবে। এই সময় কোন সুগন্ধি বা গোলাপ পানি ছিটানো বিদ'আত।[১৯২] কবর বন্ধ করার পরে উপস্থিত সকলে (বিসমিল্লাহ বলে) তিন মুঠি করে মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দেবে।[১৯৩]

উল্লেখ্য, এ সময় *'মিনহা খালাক্বনা-কুম ওয়া ফীহা নু'ঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা' (ত্বা-হা ৫৫)* পড়ার কোন ছহীহ দলীল নেই।[১৯৪]

অনুরূপভাবে *আল্লা-হুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়ত্বা-নি ওয়া মিন 'আযা-বিল ক্বাবরে...* পড়ার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।[১৯৫]

এ সময় প্রত্যেকে দু'তিন বার করে পড়বে- اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْــرِ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাবরি'* (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাই)।[১৯৬]

দাফনের পরে মৃতের 'তাছবীত' (التثبيت) অর্থাৎ মুনকার ও নাকীর নামক দু'জন ফেরেশতার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় যেন তিনি দৃঢ় থাকতে পারেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সকলের দো'আ করা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ اَلْآنَ

---

১৯১. *বুখারী, মিশকাত হা/১৬৯৫; মির'আত ৫/৪২৮-২৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৯০।*
১৯২. *তালখীছ, পৃঃ ১০২।*
১৯৩. *তালখীছ, পৃঃ ৫৮-৬৫, ৬৯; মির'আত 'মাইয়েতের দাফন' অনুচ্ছেদ, ৫/৪২৬-৫৭।*
১৯৪. *আহমাদ হা/২২২৪১, সনদ যঈফ; তালখীছ পৃঃ ১০২; আলবানী, আহকামুল জানায়েয, টীকা দ্রঃ, মাসআলা নং ১০৬ দ্রঃ।*
১৯৫. *ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৩, সনদ যঈফ।*
১৯৬. *আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩০ 'জানায়েয' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।*

يُسْأَلُ 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ কর। কেননা সত্বর সে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১৯৭] অতএব এ সময় প্রত্যেকের নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করা উচিত।

(ক) اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْهُ *'আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ ওয়া ছাব্বিতহু'* (হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে দৃঢ় রাখুন')।[১৯৮] অথবা **(খ)** اللهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ *'আল্লা-হুম্মা ছাব্বিতহু বিল ক্বাউলিছ ছা-বিত'* (হে আল্লাহ! আপনি তাকে কালেমা শাহাদাত দ্বারা সুদৃঢ় রাখুন)। এই সময় ঐ ব্যক্তি দো'আর মুখাপেক্ষী। আর জীবিত মুমিনের দো'আ মৃত মুমিনের জন্য খুবই উপকারী। এই সময় মাইয়েতের তালক্বীনের উদ্দেশ্যে সকলের *'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'* পাঠের কোন দলীল নেই। যেটা শাফেঈ মাযহাবে ব্যাপকভাবে চালু আছে।[১৯৯]

(গ) اللهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْـــتَ الْغَفُـــوْرالرَّحِيْمُ *(আল্লা-হুম্মাগফিরলাহূ ওয়ারহামহু, ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রহীম)* পড়া যায়। কিন্তু মৃতকে দাফনের পরে সকলে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই।

উল্লেখ্য, ঈমানদার মাইয়েতকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে, ইহুদী-নাছারা ও কাফের-মুশরিকদের সাথে তাদের দাফনস্থানে নয়। যাতে তারা মুসলিম যিয়ারতকারীদের দো'আ লাভে উপকৃত হয়। তদ্রূপ শিরক ও বিদ'আতপন্থী ব্যক্তির পাশে ছহীহ হাদীছপন্থী মুসলমানের কবর দেওয়া উচিত নয়। জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তাঁর পিতার লাশ অন্য মুসলিমের পাশ থেকে যাকে তিনি অপসন্দ করতেন, ৬ মাস পরে উঠিয়ে অন্যত্র দাফন করেছিলেন।[২০০] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে তাঁর শয়ন কক্ষে দাফন করা হয়েছিল। এটা ছিল তাঁর জন্য 'খাছ'। তাছাড়া তাঁর পাশে তাঁর দুই মহান সাথীকে কবর দেওয়া হয়েছিল, যাতে কেউ পৃথকভাবে তাঁর কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করতে না পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানগণ যেখানে শহীদ হবেন,

---

১৯৭. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩, 'ঈমান' অধ্যায়, 'কবর আযাবের প্রমাণ' অনুচ্ছেদ।*
১৯৮. *আবুদাঊদ, হাকেম, হিছনুল মুসলিম, দো'আ নং ১৬৪।*
১৯৯. *মিরক্বাত ১/২০৯; মির'আত ১/২৩০।*
২০০. *বুখারী হা/১৩৫২ 'জানায়েয' অধ্যায়; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০০, ৩০২।*

সেখানেই কবরস্থ হবেন।[২০১] মুসলমান যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানকার মুসলিম কবরস্থানে তাকে দাফন করা উচিত। তবে সঙ্গত কারণে অন্যত্র নেওয়া যাবে।[২০২] একই কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা যায়। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখতে হবে।[২০৩]

(৩) কবর যিয়ারত :

(ক) নিয়ম-পদ্ধতি : কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। এর মাধ্যমে মৃত্যু ও আখেরাতের কথা স্মরণ হয়। অন্তরে কবর আযাবের ভীতি সঞ্চারিত হয়। হৃদয় বিগলিত হয়। চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। অন্যায় থেকে তওবা করার মানসিকতা এবং সৎকাজের মাধ্যমে নেকী অর্জনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পরকালীন মুক্তির অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। এসকল কারণেই কেবল কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রথমে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। নারী-পুরুষ সবার জন্য কবর যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে। তবে ঐসব নারীদের জন্য অভিশাপ করা হয়েছে, যারা কবর যিয়ারতের সময় সরবে কান্নাকাটি ও বিলাপ করে।

আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কোন কাজ যিয়ারতের সময় করা যাবে না। যেমন- লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বা দুনিয়াবী স্বার্থে যিয়ারত করা, সেখানে ফুল দেওয়া, কবরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা, সেখানে বসা, ছালাত আদায় করা বা সিজদা করা, তার অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা, সেখানে দান-ছাদাক্বা ও মানত করা, গরু-ছাগল-মোরগ ইত্যাদি 'হাজত' দেওয়া বা কুরবানী করা প্রভৃতি।

সকল প্রকারের শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত মন নিয়ে কেবল মৃতের জন্য দো'আ করতে হবে। অন্যথা ঐ যিয়ারত গোনাহের কারণ হবে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কোথাও সফর করা নিষেধ। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ও নেকী হাছিলের জন্য কা'বা গৃহ, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও মসজিদে নববী ব্যতীত অন্যত্র সফর করতে নিষেধ করেছেন।[২০৪] সুতরাং কেবল রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করা জায়েয নয়। তবে মসজিদে

---

২০১. তালখীছ ৫৯-৬০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১-০২।

২০২. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০৩।

২০৩. নাসাঈ হা/২০১৭-২০; আবু দাউদ হা/৩২১৫।

২০৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৩, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ।

Contents

নববীতে ছালাত আদায়ের ছাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে কেউ মদীনায় গেলে তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করতে পারেন। অতএব হজ্জের সময় যারা মদীনা হয়ে মক্কায় যান, তাদের নিয়ত হতে হবে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের অশেষ ছাওয়াব লাভ করা।

(খ) আদব : কবর যিয়ারতকালে মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করতে হবে এবং কবরবাসীদের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে খালেছ অন্তরে নিম্নোক্ত দো'আ সমূহ পাঠ করতে হবে। দো'আর সময় একাকী দু'হাত উঠানো যাবে। বাক্বী'উল গারক্বাদ নামক গোরস্থানে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ দো'আ করার সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একাকী তিন বার হাত উঠিয়েছিলেন।[২০৫] এই সময় কেবল দো'আ ব্যতীত ছালাত আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, যিকর-আযকার, দান-ছাদাক্বা কিছুই করা যাবে না।

(১) এ দো'আটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ-

উচ্চারণ : *আস্‌সালা-মু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হিকূনা।*

অনুবাদ : 'মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি'।[২০৬]

(২) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দো'আটি অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ-

উচ্চারণ : *আস্‌সালা-মু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হিকূনা। নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াতা'।*

---

২০৫. মুসলিম হা/২৩০১, 'জানায়েয' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৬৬; তালখীছ পৃঃ ৮৩।

২০৬. মুসলিম হা/২২৫৬; মিশকাত হা/১৭৬৭ 'জানায়েয' অধ্যায়, 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ।

অনুবাদ : 'মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আল্লাহ্র নিকটে মঙ্গল কামনা করছি'।[২০৭]

(৩) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দো'আটিও ছাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، اللهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ–

উচ্চারণ : *আসসালামু 'আলাইকুম দা-রা ক্বাওমিন মু'মিনীনা, ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা-হিকূনা; আল্লা-হুম্মাগফিরলাহুম।*

অনুবাদ : 'মুমিন কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও'।[২০৮]

সুনান তিরমিযীতে উল্লিখিত *'আসসালামু 'আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে! ইয়াগফিরুল্লা-হু লানা ওয়া লাকুম'* এ দো'আ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাদীছটি 'যঈফ'।[২০৯]

উল্লেখ্য, কাফির-মুশরিক পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা ও সেখানে ক্রন্দন করা যাবে। কেননা এর মাধ্যমে মৃত্যুকে স্মরণ করা হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সালাম করা যাবে না। তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে শুধু তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।[২১০]

(৪) কবরে নিষিদ্ধ কর্মসমূহ :

(১) কবর এক বিঘতের বেশী উঁচু করা, পাকা ও চুনকাম করা, সমাধি সৌধ নির্মাণ করা নিষেধ।[২১১] তবে কবরের চিহ্নের জন্য ইট বা পাথর দিয়ে নিদর্শন রাখা যাবে।[২১২] (২) কবরের গায়ে কিছু লেখা নিষেধ।[২১৩] (৩)

---

২০৭. মুসলিম হা/২২৫৭; মিশকাত হা/১৭৬৪।
২০৮. মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৮, 'পবিত্রতা' অধ্যায়; ঐ, হা/১৭৬৬ 'জানায়েয' অধ্যায়।
২০৯. তিরমিযী হা/১০৫৩; মিশকাত হা/১৭৬৫।
২১০. মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩।
২১১. নাসাঈ হা/২০২৯-৩১।
২১২. ইবনু মাজাহ হা/১৫৬১ 'কবরে নিদর্শন স্থাপন করা' অনুচ্ছেদ।
২১৩. ইবনু মাজাহ হা/১৫৬৪।

কবরের উপরে বসা, কবর স্থানে পায়খান করা নিষেধ।[২১৪] কবরের উপরে নয়; বরং কবরস্থানে আদবের সাথে বসা যায়। (৪) কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করা নিষেধ।[২১৫] (৫) কবরস্থানের উপর দিয়ে গমনাগমনের সময় জুতা খুলে যাওয়া উত্তম।[২১৬] (৬) কবরের উপরে মসজিদ বানানো নিষেধ।[২১৭] (৭) কবর ধুয়ে-মুছে সুন্দর করা, সেখানে মেলা বসানো, ওরস করা ও কবরকে তীর্থস্থানে পরিণত করা।[২১৮] (৮) কবরের নিকটে গরু, ছাগল, মোরগ ইত্যাদি যবেহ করা। জাহেলী যুগে দানশীল ও নেককার ব্যক্তিদের কবরের পাশে এগুলি করা হত।[২১৯] (৯) কবরে ফুল দেওয়া, গেলাফ চড়ানো, শামিয়ানা টাঙ্গানো ইত্যাদি।[২২০] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ وَاللَّـــبَنَ 'আল্লাহ আমাদেরকে ইট, পাথর ও মাটি ইত্যাদিকে কাপড় পরিধান করাতে নির্দেশ দেননি'।[২২১] এগুলি স্পষ্টভাবে কবরপূজার শামিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে মূর্তি ভাঙ্গার ও উঁচু কবর সমান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ الأَسَدِىِّ قَالَ قَالَ لِى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ–

আবুল হাইয়্যাজ আল-আযাদী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী ইবনু আবী তালেব আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে পাঠাব না যে নির্দেশ দিয়ে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তিনি বলেন, 'তুমি কোন মূর্তিকে ছেড় না নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত এবং কোন উঁচু কবরকে ছেড় না মাটি সমান না করা পর্যন্ত'।[২২২]

---

২১৪. ইবনু মাজাহ হা/১৫৬৭; আবু দাউদ হা/৩২২৮; নাসাঈ হা/২০৪৬-৪৭; তিরমিযী হা/৯৮৯।

২১৫. মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৬-৯৯; তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭০৯।

২১৬. নাসাঈ হা/২০৫৪; আবু দাউদ হা/৩২৩০।

২১৭. নাসাঈ হা/২০৪৮-৪৯।

২১৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৭৫০; নাসাঈ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯২৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৯৫।

২১৯. আবুদাঊদ হা/৩২২২; আহমাদ হা/১৩০৫৫, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৩৬।

২২০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৯৫।

২২১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৪ 'পোষাক' অধ্যায়, 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ হা/৪১৫৩।

২২২. মুসলিম হা/৯৬৯; ঐ, মিশকাত হা/১৬৯৬ 'জানায়েয' অধ্যায়, 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ।

(ক) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা করেছেন,

اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَناً يُّعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ-

'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করো না। আল্লাহ্র গযব কঠোরতর হয় ঐ জাতির উপরে, যারা তাদের নবীর কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করে।[২২৩]

(খ) আজকাল কবরকে 'মাযার' বলা হচ্ছে। এর অর্থ- পবিত্র সফরের স্থান। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِيْ هَذَا-

'(নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে) তিনটি স্থান ব্যতীত সফর করা যাবে না, মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আক্বছা ও আমার এই মসজিদ'।[২২৪] তিনি তাঁর উম্মতকে লক্ষ্য করে বলেন, لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا 'তোমরা আমার কবরকে তীর্থস্থানে পরিণত করো না'।[২২৫]

(গ) মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি উম্মতকে সতর্ক করে বলেন, لاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ- 'সাবধান! তোমরা কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করে যাচ্ছি'।[২২৬]

(ঘ) কবরে মসজিদ নির্মাণকারী ও সেখানে মৃতব্যক্তির ছবি, মূর্তি ও প্রতিকৃতি স্থাপনকারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'এরা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকটে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে'।[২২৭]

---

২২৩. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৭৫০, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ।*

২২৪. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৩, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

২২৫. *নাসাঈ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯২৬, 'রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ' অনুচ্ছেদ।*

২২৬. *মুসলিম হা/১২১৬, মিশকাত হা/৭১৩; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ১৫।*

২২৭. *বুখারী হা/১৩৪১; মুসলিম হা/১২০৯।*

(ঙ) কবরের বদলে কোন গৃহে বা রাস্তার ধারে বা কোন বিশেষ স্থানে মৃতের পূর্ণদেহী বা আবক্ষ প্রতিকৃতি নির্মাণ করে বা স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা ও নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিপূজার শামিল। যা সুস্পষ্ট শিরক। এগুলি থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। উল্লেখ্য, মাথাসহ আবক্ষ ছবি ও মূর্তি পূর্ণ মূর্তির শামিল, যা নিষিদ্ধ।[২২৮]

(৬) কবরে আলোকসজ্জা করা :

কবরে বাতি দেওয়া নিষেধের হাদীছটি যঈফ।[২২৯] তবে এটি কতিপয় কারণে নিকৃষ্টতম বিদ‘আত। (১) এটি নবাবিষ্কৃত বিষয়, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল না (২) এটি অগ্নি উপাসক মাজূসীদের অনুকরণ (৩) এতে স্রেফ মালের অপচয় হয়, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (৪) একে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের মাধ্যম বলে ধারণা করা হয়।[২৩০] যা ভিত্তিহীন ও ইসলাম বিরোধী আক্বীদা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ ‘প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম’।[২৩১]

মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا– ‘তুমি বলে দেও, আমরা কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে’ *(কাহ্ফ ১৮/১০৩-৪)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[২৩২]

---

২২৮. *আবুদাঊদ হা/৪১৫৮।*
২২৯. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৭৪০; সিলসিলা যঈফাহ হা/২২৩।*
২৩০. *তালখীছ ৯০ পৃঃ।*
২৩১. *নাসাঈ হা/১৫৭৯; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৭৮৫।*
২৩২. *মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০।*

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, إِنَّ كُلَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ دِيْنًا لَمْ يَكُنِ الْيَوْمَ دِيْنًا– 'নিশ্চয়ই যে সকল বস্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ছাহাবীগণের সময়ে দ্বীন হিসাবে গণ্য ছিল না, এ যুগে তা দ্বীন হিসাবে গণ্য হবে না'।[২৩৩]

কবরের নিকটে কুরআন তেলাওয়াত

কবরের নিকটে কুরআন তেলাওয়াত করা বিদ'আত। কেননা এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈগণও এ ব্যাপারে কোন দলীল উপস্থাপন করেছেন বলেও জানা যায় না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করেছেন এবং মৃতদের জন্য দো'আ করেছেন, ছাহাবীদেরকে ঐ দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন, এটা প্রমাণিত। যেমন তিনি কবর স্থানে গিয়ে এ দো'আ করতেন, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ– 'মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আল্লাহ্র নিকটে মঙ্গল কামনা করছি'।[২৩৪] কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মৃতদের জন্য কোন সূরা বা আয়াত পড়েছেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি এটা শরী'আত সম্মত হত, তাহলে অবশ্যই তিনি এটা করতেন এবং ছাহাবীদের নিকটে তা বর্ণনা করে যেতেন। যেহেতু তিনি এটা করেননি; সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা শরী'আত সিদ্ধ নয়।[২৩৫]

উল্লেখ্য, বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে মা'কাল ইবনু ইয়াসার নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, اقْرَؤُوْا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس 'তোমরা তোমাদের মৃতের নিকটে সূরা ইয়াসীন পড়'।[২৩৬] এ বর্ণনাটি যঈফ হওয়ার কারণে আমলযোগ্য নয়।

---

২৩৩. *আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরী, আল-ইনছাফ (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, তাবি), পৃঃ ৩২।*
২৩৪. *মুসলিম হা/২২৫৭; মিশকাত হা/১৭৬৪।*
২৩৫. *ফাতাওয়া লাজনা নং ৩৯।*
২৩৬. *আবুদাঊদ হা/৩১২১; আহমাদ হা/১৪৬৫৬; মিশকাত হা/১৬২২; যঈফুল জামে' হা/১০৭২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৬১।*

তিনটি কারণে এটি যঈফ। ১. আবু ওছমান ও তার পিতা অপরিচিত রাবী। ২. এ বর্ণনায় 'ইযতিরাব' রয়েছে।[২৩৭] হাফেয যাহাবী বলেন, আবু ওছমান ও তার পিতা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।[২৩৮] ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শিক্ষক আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আবু ওছমান এমন রাবী যার থেকে সুলায়মান তায়মী ব্যতীত কেউ হাদীছ বর্ণনা করেনি। ৩. এর সনদ অজ্ঞাত।[২৩৯]

ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছের সনদ যঈফ, মতন অপরিচিত এবং এ বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[২৪০] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[২৪১] শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায বলেন, প্রচলিত হাদীছটিতে আবু ওছমান নামক একজন অপরিচিত রাবী থাকায় তা যঈফ। অতএব মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করা সিদ্ধ নয়।[২৪২]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ শব্দে বর্ণনা করেন, يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرؤوها على موتاكم 'ইয়াসীন কুরআনের কলব (হৃদয়)। কোন লোক পরকালের কল্যাণ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এটা পাঠ করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তোমরা তোমাদের মৃতদের নিকটে এটা পাঠ কর'।[২৪৩]

হাদীছটি ইবনু হিব্বান ছহীহ বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনুল কাত্তান এ হাদীছের সনদে উল্লিখিত আবু ওছমান ও তার পিতার অবস্থা অজ্ঞাত হওয়ার কারণে হাদীছটিকে মুযতারিব ও মাওকূফ হিসাবে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ হাদীছের সনদ যঈফ এবং মতন অজ্ঞাত। আর এ

---

২৩৭. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৬১; ইরওয়াউলগালীল হা/৬৮৮; যঈফুল জামে' হা/১০৭২।*
২৩৮. *মীযানুল ই'তিদাল ৭/৩৯৮, ৪/৫৫০, রাবী নং ১০৪০৯।*
২৩৯. *মীযানুল ই'তিদাল ৪/৫৫০ রাবী নং ১০৪০৪।*
২৪০. *ইবনু হাজার, আত-তালখীছ ২/২১৩, হা/৭৩৫।*
২৪১. *আলবানী, আহকামুল জানায়েয, ১/১১৪, মাসআলা ১৫ দ্রঃ।*
২৪২. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৯৩-৯৪।*
২৪৩. *আহমাদ ৫/২৬-২৭; আবু দাঊদ হা/৩১২১; ইবনু মাজাহ ১৪৪৮; ইবনু আবী শায়বাহ ৩/২৩৭; ইবনু হিব্বান ৭/২৬৯, হা/৩০০২; তাবারানী ২০/২১৯-২০, হা/৫১০-১১, ৫৩১; হাকিম ১/৫৬৫; নাসাঈ হা/১০৭৪-৭৫।*

সম্পর্কিত কোন হাদীছ ছহীহ নয়।[২৪৪] শায়খ আলবানীও একে যঈফ বলেছেন।[২৪৫] তিনি অন্যত্র বলেন, বর্ণনাটি জাল। এ হাদীছের বর্ণনাকারী মুখাল্লাদ হাদীছ জাল করত। ইবনু হিব্বান বলেন, মুখাল্লাদ অত্যন্ত অগ্রহণযোগ্য রাবী। আযদী বলেন, সে মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী।

ইমাম রাযী বলেন, সে যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারী।[২৪৬] যাহাবী বলেন, সে মুনকারুল হাদীছ।[২৪৭] এছাড়া ইউসুফ ইবনু আতিয়া হাদীছ জালকারী। আমর ইবনু আলী ফাল্লাস বলেন, সে ইউসুফ ইবনু আতিয়া থেকেও অধিক মিথ্যাবাদী। দারাকুতনী বলেন, তারা দু'জনই মাতরূকুল হাদীছ। যাকারিয়া আনছারী ও খাফাজী অত্র হাদীছটিকে জাল বলেছেন।[২৪৮]

যদি হাদীছটিকে ছাহীহও ধরে নেওয়া হয়, তবুও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকটে তেলাওয়াত করা, তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। যাতে তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তটা কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। কিন্তু এর দ্বারা মৃতব্যক্তির নিকটে তেলাওয়াত উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য অনেকে এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে মৃতের নিকটে কুরআন তেলাওয়াতকে মুস্তাহাব বলেছেন। কিন্তু এ হাদীছটি যদি ছহীহ হত এবং এর দ্বারা মৃতের নিকটে তেলাওয়াত উদ্দেশ্য হত, তাহলে এ আমল রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম করতেন এবং ছাহাবীগণের মাধ্যমে আমাদের নিকটেও তা পৌঁছত। অথচ এমন কোন কিছু পাওয়া যায় না।

অপরদিকে হাদীছটি ছহীহ হলে মৃতব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য মুমূর্ষু ব্যক্তি। যেমন ছহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ 'তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তালকীন দাও'।[২৪৯] এখানে মৃত দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তি। যেমন রাসূলের চাচা আবু তালেবের ঘটনায় এসেছে।[২৫০]

---

২৪৪. *ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪১।*

২৪৫. *সিলসিলা যঈফা হা/৫৮৬১; যঈফুল জামে' হা/১০৭২।*

২৪৬. *ইবনুল জাওযী, আয-যু'আফা ৩/১১১, রাবী নং ৩২৬৮।*

২৪৭. *আল-মুগনী ২/৬৪৮, রাবী নং ৬১৩৭।*

২৪৮. *যঈফা হা/৪৬৩৬, ৫৮৭০; ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান ৬/০৮, রাবী নং ২৫; যাহাবী, মীযান ৪/৮৩, রাবী নং ৮৩৯০।*

২৪৯. *মুসলিম হা/১৫২৩-২৪; আবু দাউদ হা/২৭১০; ইবনু মাজাহ হা/১৪৩৪; তিরমিযী হা/৮৯৮; নাসাঈ হা/১৮০৩।*

২৫০. *ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪২।*

মৃতব্যক্তি ও কবরের নিকটে কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে মনীষীগণের অভিমত :

মৃতব্যক্তি ও কবরের পাশে কুরআন তেলাওয়াত করার ব্যাপারে মনীষীগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো ।-

১. শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত ও তার মুখমণ্ডল ক্বিবলার দিকে ঘুরানোর ব্যাপারে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[২৫১]

২. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মৃত্যুর পর লাশের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করা বিদ‘আত।[২৫২] তিনি আরো বলেন, কেবল ‘ইবাদতে মালী’র মাধ্যমে মৃতরা উপকৃত হতে পারে। তাছাড়া নফল ছালাত আদায় করে বা ছিয়াম পালন করে বা কুরআন তেলাওয়াত করে বা হজ্জ করে তার ছাওয়াব মৃতদের জন্য পাঠানো সালাফে ছালেহীনের নীতি নয়। আমাদের সালাফদের নীতি হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত হবে না।[২৫৩]

৩. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, ‘মৃত ব্যক্তির নামে কবরের পার্শ্বে অথবা অন্য কোন স্থানে কুরআন পাঠ করা বিদ‘আত’।[২৫৪]

৪. ইমাম মালেক (রহঃ) মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট কুরআন তেলাওয়াতকে মাকরূহ মনে করতেন। কারণ এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছ যঈফ এবং এটি সালাফে ছালেহীনের আমল নয়।[২৫৫] কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, আমি কাউকে এরূপ আমল করতে দেখেনি। এখান থেকে বুঝা যায় যে, ছাহাবী ও তাবেঈগণের কেউ এরূপ আমল করেননি।[২৫৬]

৫. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াতকে বিদ‘আত বলতেন।[২৫৭]

---

২৫১. *আহকামুল জানায়েয ১/১১, মাসআলা নং ১৫।*
২৫২. *আল-ইখতিয়ারাত ১/৪৪৭, ৯১।*
২৫৩. *মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৪/৩২৩।*
২৫৪. *যাদুল মা‘আদ ১/৫৮৩ পৃঃ।*
২৫৫. *আল-ফাওয়াকেহুদ দাওয়ানী ১/২৮৪; শারহু মুখতাছারু খালীল ২/১৩৭।*
২৫৬. *ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ১৯/০৫।*
২৫৭. *তদেব, ১৯/০৫।*

কুরআন তেলাওয়াতের ছাওয়াব মৃতের নিকটে পৌঁছে কি-না?

মৃতব্যক্তির স্বজন বা অন্যের কুরআন তেলাওয়াতের ছাওয়াব দান করলে তা মৃতের নিকটে পৌঁছে বলে কোন হাদীছ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি। যদি ছাওয়াব মৃতের নিকটে পৌঁছত, তাহলে তা করার ব্যাপারে তিনি উৎসাহী হতেন এবং তা স্বীয় উম্মতের নিকট বর্ণনা করতেন, যাতে তাঁর উম্মতের মৃত লোকেরা উপকৃত হতে পারে। কেননা তিনি উম্মতের প্রতি অতি দয়ার্দ্র ছিলেন *(তওবা ৯/১২৮)*। খুলাফায়ে রাশেদুন ও সমস্ত ছাহাবী রাসূলের হেদায়াতের উপর অবিচল থেকে দুনিয়া হতে চলে গেছেন। তাঁদের থেকে এমন কোন ঘটনা জানা যায় না যে, তাঁরা কুরআন তেলাওয়াতের ছাওয়াব অন্যকে দান করেছেন। সুতরাং কুরআন তেলাওয়াতের ছাওয়াব অন্যকে দান করা বিদ'আত।[২৫৮] কারণ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যে ব্যাপারে আমাদের কোন অনুমোদন বা সমর্থন নেই, তা পরিত্যাজ্য'।[২৫৯]

তিনি আরো বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন সৃষ্টি করল, যে ব্যাপারে আমাদের কোন অনুমোদন নেই, তা পরিত্যাজ্য'।[২৬০] সুতরাং রাসূলের নিকট থেকে বর্ণিত বা আচরিত নয় এমন যে কোন আমল করাই বিদ'আত। যা থেকে তিনি উম্মতকে হুঁশিয়ার করেছেন। তিনি বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'তোমরা নবাবিষ্কৃত কাজ থেকে বেঁচে থাক। কেননা প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত কাজই হচ্ছে বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত হচ্ছে ভ্রষ্টতা'।[২৬১]

অন্যত্র তিনি বলেন, وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ 'নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে নতুন সৃষ্টি। প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি হচ্ছে বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আত হচ্ছে ভ্রষ্টতা। প্রত্যেক ভ্রষ্টতার

---

২৫৮. ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩।

২৫৯. মুসলিম হা/৩২৪৩।

২৬০. বুখারী হা/২৪৯৯; মুসলিম হা/৩২৪২।

২৬১. আবু দাউদ হা/৩৯৯১; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।

পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম'।[২৬২] সুতরাং মৃতের জন্য কুরআন তেলাওয়াত বৈধ নয় এবং এ তেলাওয়াতের ছাওয়াবও তার নিকটে পৌঁছে না।

এক্ষেত্রে দু'টি লক্ষ্যণীয় দিক রয়েছে :

প্রথমতঃ মৃতের কবরের নিকটে গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা। এতে মৃতব্যক্তির কোন ফায়েদা নেই। কেননা কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করাতে শ্রবণকারীর যে ফায়েদা হয়, তা জীবিতাবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এতে শ্রোতাও তেলাওয়াতকারীর সমান ছাওয়াব লাভ করে। আর মৃতের জন্য তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ– 'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমলের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি ব্যতীত- (ক) ছাদাক্বায়ে জারিয়া বা প্রবাহমান দান (খ) অথবা এমন ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। (গ) অথবা সৎ সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'।[২৬৩]

দ্বিতীয়তঃ মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করে এবং তার ছাওয়াব স্বীয় মুসলিম ভাই বা কোন আত্মীয়ের জন্য পৌঁছানোর নিয়ত করে। এ মাসআলায় বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন।

(ক) কেউ কেউ বলেন, দৈহিক ইবাদত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা মৃতকে দান করলেও এতে তার কোন উপকার হবে না। কেননা ইবাদতের মূল হচ্ছে বিনয়ী হওয়া, আদিষ্ট বিষয় পালন করা। আর তা জীবিত ব্যক্তি ব্যতীত মৃতের দ্বারা সম্ভব হয় না। তবে মৃতের জন্য যেসব ব্যাপারে উপকারের কথা বলা হয়েছে, সেটা স্বতন্ত্র।

(খ) কেউ কেউ মনে করেন, কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতের নিকটে ছাওয়াব পৌঁছে। এ ব্যাপারে দলীল রয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য ইবাদতের ছাওয়াবও মৃতের নিকটে পৌঁছবে যদি ঐ ইবাদতের ছাওয়াব তার জন্য দান করা হয়।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল কুরআন তেলাওয়াতের ছাওয়াব মৃতের জন্য দান করা শরী'আত সিদ্ধ কি-না? আমরা মনে করি যে, এই কাজটি বৈধ নয়।

---

২৬২. *নাসাঈ হা/১৫৬০; ছহীহুল জামে হা/১৩৫৩, সনদ ছহীহ।*
২৬৩. *মুসলিম, 'অছিয়ত' অধ্যায়, হা/১৬৩১।*

বরং বৈধ হচ্ছে মৃতের জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। এটা তার উপকারে আসবে। অনুরূপ তার কাযা হজ্জ, ছিয়াম এবং তার পক্ষ থেকে দান-ছাদাক্বাহ করা যাবে। যে ব্যাপারে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত করে তার ছাওয়াব মৃতকে দান করা জায়েয নয়। কেননা এ ব্যাপারে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[২৬৪]

তেলাওয়াত করে মজুরী গ্রহণ করা :

কুরআন তেলাওয়াত একটি দৈহিক ইবাদত। যা দ্বারা বান্দা স্বীয় প্রভুর নৈকট্য লাভ করতে পারে। মুসলিম আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও ছাওয়াব লাভের আশায় এসব দৈহিক ইবাদত করে থাকে। এর দ্বারা কোন সৃষ্টির কাছে প্রতিদান বা প্রশংসা কামনা করে না। আর এ ব্যাপারে সালাফে ছালেহীনের থেকে কোন কিছু জানা যায় না যে, তাঁদের মধ্যে কেউ মৃতদের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করেছেন। কোন আইম্মায়ে দ্বীনও এ ব্যাপারে নির্দেশ বা অনুমতি দিয়েছেন, এরূপ জানা যায় না। আবার তাঁদের কেউ কুরআন তেলাওয়াত করে কারো নিকট থেকে বিনিময় গ্রহণ করেছেন বলেও কোন প্রমাণ নেই। বরং তাঁরা কুরআন তেলাওয়াত করেছেন ছাওয়াব পাওয়ার আশায় এবং আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের প্রত্যাশায়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুরআন তেলাওয়াতকারীদেরকে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করার এবং প্রয়োজনীয় বিষয় চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমরান ইবনু হুছাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি এক কুরআন তেলাওয়াতকারীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। যে কুরআন তেলাওয়াত করে কিছু চাইল। তিনি সেটা ফেরত নিলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ 'যে কুরআন পড়বে, সে যেন তা দ্বারা আল্লাহ্র নিকটে (বিনিময়) চায়। কেননা অচিরেই এমন এক দল আসবে যারা কুরআন তেলাওয়াত করে তার বিনিময় মানুষের নিকটে চাইবে'।[২৬৫] তবে কুরআন শিক্ষা দিয়ে কিংবা কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণের বৈধতার ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু সাপে কাটা

---

২৬৪. *ফাতাওয়া উছায়মীন ১৭/২২৬-২৭।*
২৬৫. *তিরমিযী হা/২৮৪১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৭।*

লোককে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে মেষ গ্রহণ করেন।[২৬৬] অনুরূপভাবে সাহল রাযিয়াল্লাহু আনহু জনৈক মহিলাকে বিবাহ করেন কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে।[২৬৭] তবে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা জামা'আতবদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণ করা সুন্নাত বিরোধী।[২৬৮]

পক্ষান্তরে মৃতব্যক্তির ছাওয়াবের নিয়তে কুরআন তেলাওয়াত করা ও এজন্য মজুরী গ্রহণ করা বিদ'আত। আর এর ছাওয়াব মৃতব্যক্তি পাবে না। এই তেলাওয়াতকারী দুনিয়াবী স্বার্থে তেলাওয়াত করছে। আর যে ইবাদত দুনিয়াবী স্বার্থে করা হয় তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যেমন আল্লাহ বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ، أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়ায় আমি তাদের কর্মের পূর্ণফল দান করি এবং সেখানে তাদের কম দেওয়া হবে না। তাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নাম ব্যতীত অন্য কিছু নেই। আর তারা যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক' *(হূদ ১১/১৫-১৬)*।

কবরবাসীর কাছে প্রার্থনা

দো'আ বা প্রার্থনা করা ইবাদত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দো'আ হল ইবাদত'।[২৬৯] আর ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্য হতে হবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্যেও ইবাদত করা, অন্যকে ডাকা, অন্যের কাছে দো'আ করা বা কিছু চাওয়া ও প্রার্থনা করা শিরক। যা কিছু চওয়ার আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং তাঁর কাছে দো'আ ও প্রার্থনা করতে হবে।

---

২৬৬. *বুখারী হা/২২৭৬, ৫৭৪৯।*
২৬৭. *বুখারী হা/২৩১০, ৫০২৯।*
২৬৮. *ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমাহ, ৯/৪০ পৃঃ।*
২৬৯. *আবু দাউদ হা/১৪৭৯, তিরমিযী হা/২৯৬৯, ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৮; আহমাদ হা/১৮৩৫২, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬২৭, ছহীহুল জামি' হা/৩৮০৭।*

মানুষের সকল প্রকার চাওয়া-পাওয়া কেবল আল্লাহর কাছে হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ 'যখন তুমি কিছু চাইবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই চাইবে এবং যখন কোন সাহায্য প্রয়োজন হবে তখন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে'।[২৭০]

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা নগণ্য জিনিস হলেও তা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّـــى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعله إِذا انْقَطع– 'তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় প্রতিপালকের কাছে তার সকল প্রয়োজনের ব্যাপারে প্রার্থনা করে। এমনকি তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, সে সময়ও যেন তার কাছে চায়'।[২৭১]

আল্লাহ বান্দার দো'আ কবুল করেন এবং আল্লাহর নিকটে দো'আর জন্য উত্তোলিত বান্দার খালি হাত ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জা বোধ করেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِى مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا. 'তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর কাছে কিছু চেয়ে তার দু'হাত উঠায় তখন তার হাত খালি ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন'।[২৭২]

আর আল্লাহকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন, তাঁর কাছে দো'আ করা হলে তিনি তা কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ– 'তোমাদের পালনকর্তা বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদেও ডাকে সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে (দো'আ করতে) অহংকার করে তারা অতি সত্বরই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে' *(মুমিন ৪০/৬০)*।

---

২৭০. তিরমিযী হা/২৫১৬, 'ক্বিয়ামতের বিবরণ' অধ্যায়, মিশকাত হা/৫৩০২ সনদ ছহীহ।
২৭১. তিরমিযী হা/৩৬০৪, ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৪৯; মিশকাত হা/২২৫১।
২৭২. তিরমিযী হা/৩৫৫৬, আবু দাউদ হা/১৪৮৮; ছহীহুল জামি' হা/১৭৫৭, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৩৫, মিশকাত হা/২২৪৪, হাদীছ ছহীহ।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُـــدُوْنَ– ‘আর আমার বান্দারা যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপাওে, বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। প্রার্থনাকারী যখন প্রার্থনা করে আমি তার প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সৎপথ প্রাপ্ত হতে পারে’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَـــدًا- ‘আর নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না’ *(জিন ৭২/১৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِىْ أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِىْ أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ أَغْفِرْ لَكُمْ–

‘হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট। শুধু সেই ব্যক্তিই হিদায়াতপ্রাপ্ত যাকে আমি হিদায়াত দেবো। অতএব তোমরা আমার নিকটই হিদায়াত চাও। আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। শুধু সেই ব্যক্তিই আহারকারী যাকে আমি খাদ্য দেবো। অতএব তোমরা আমার নিকটই খাদ্য চাও। আমি তোমাদেরকে খাবার দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন। শুধু সেই ব্যক্তিই আবৃত যাকে আমি বস্ত্র পরিয়েছি। অতএব তোমরা আমার নিকটই বস্ত্র চাও। আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই রাত-দিন গুনাহ্ করছো। আর আমি সকল গোনাহ ক্ষমাকারী। অতএব তোমারা আমার নিকট ক্ষমা চাও। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো’।[২৭৩]

---

২৭৩. *মুসলিম হা/৬৪৬৬ ‘সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার’ অধ্যায়, ‘যুলুম হারাম’ অনুচ্ছেদ।*

একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ.

‘প্রত্যেক রাতের যখন এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের রব! আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেন, যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব, যে আমার নিকট কিছু চাইবে আমি তা তাকে প্রদান করব। যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব’।[২৭৪]

আর আল্লাহর কাছে না চাইলে তিনি রাগান্বিত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কিছু চায় না (দো‘আ করে না) আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন’।[২৭৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ– ‘আল্লাহ তা‘আলার নিকট দো‘আর চেয়ে কোন জিনিসের অধিক মর্যাদা নেই’।[২৭৬]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দো‘আ একটি বিশেষ ইবাদত। যা আল্লাহ ব্যতীত কোন পীর-ফকীর, অলী-আওলিয়া ও কবরবাসীর কাছে করা জঘন্য শিরক। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে দো‘আ বা প্রার্থনা করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ– ‘তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কারোর নিকট প্রার্থনা করে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্তও তার প্রার্থনায় সাড়া দেবে না এবং তারা ওদের প্রার্থনা সম্পর্কে অবহিতও নয়’ *(আহকাফ ৪৬/৫)*।

---

২৭৪. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/১৭৭৩; মিশকাত হা/১২২৩।

২৭৫. তিরমিযী হা/৩৩৭৩, ছহীহুল জামি‘ হা/২৪১৮; আহমাদ হা/৯৭০১, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৫৪, মিশকাত হা/২২৩৮, হাদীছ ছহীহ।

২৭৬. তিরমিযী হা/৩৩৭০, ইবনু মাজাহ হা/৩৭২৯, আহমাদ হা/৮৭৪৮, আদাবুল মুফরাদ হা/৭২২, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬২৯, মিশকাত হা/২২৩২, সনদ ছহীহ।

কবরবাসীকে ডাকলে সে শুনতে পায় না। আল্লাহ বলেন, إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ 'নিশ্চয়ই তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না, আর তুমি বধিরকে আহ্বান শোনাতে পারবে না, যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যায়' *(নামল ২৭/৮০; রূম ৩০/৫২)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ 'আর যে ব্যক্তি কবরে আছে তাকে তুমি শুনাতে পারবে না' *(ফাতির ৩৫/২২)*।

তারা শুনলেও ডাকে সাড়া দেওয়ার কোন ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ، إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ- 'আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছো তা তারা ক্বিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না' *(ফাতির ৩৫/১৩-১৪)*।

কবরবাসীকে সুপারিশকারী হিসাবে ডাকা

অনেক মানুষের ধারণা তাদের অনুসরণীয় পীর-আওলিয়ারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। কিন্তু পরকালে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহর কাছে কোন সুপারিশ করতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ-

‘বল, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর। তারা আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে অনু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়। আর এ দু’য়ের মধ্যে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়। আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া তাঁর কাছে কোন সুপারিশ কারো উপকার করবে না। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা বলবে, তোমাদের রব কি বলেছেন? তারা বলবে, সত্যই বলেছেন এবং তিনি সুমহান ও সবচেয়ে বড়’ *(সাবা ৩৪/২২-২৩)*। তিনি আরো বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ‘কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ব্যতীত’? *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

আল্লাহর ফেরেশতারাও তাঁর কাছে কারো জন্য সুপারিশ করবে না এবং তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ বলেন, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى– ‘আর আসমান সমূহে অনেক ফেরেশতা রয়েছে, তাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তার ব্যাপারে অনুমতি দেয়ার পর’ *(নাজম ৩৫/২৬)*।

তিনি আরো বলেন,

أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ–

‘তবে কি তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সুপারিশকারী বানিয়েছে? বল, তারা কোন কিছুর মালিক না হলেও এবং তারা না বুঝলেও? বল, সকল সুপারিশ আল্লাহর মালিকানাধীন। আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। তারপর তোমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(যুমার ৩৯/৪৩-৪৪)*।

মূলতঃ পরকালীন জীবনে আল্লাহ ব্যতীত কোন অভিভাবক, সুপারিশকারী ও সাহায্যকারী থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى

الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ–

'আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন অভিভাবক নেই এবং নেই কোন সুপারিশকারী। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না' *(সাজদাহ ৩২/৪)*?

তিনি আরো বলেন,

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَنْ يُحْشَرُوْا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ–

'আর এ দ্বারা তুমি তাদেরকে সতর্ক কর, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের দিকে সমবেত করা হবে, (এ অবস্থায় যে) তিনি ব্যতীত তাদের জন্য থাকবে না কোন সাহায্যকারী আর না সুপারিশকারী। হয়ত তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে' *(আন'আম ৬/৫১)*। অর্থাৎ কেবল যার জন্য সুপারিশকারীদেরকে আল্লাহ অনুমতি দেবেন তার জন্য সুপারিশ করতে পারবে।[২৭৭] যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى 'আর তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট' *(আম্বিয়া ২১/২৮)*।

একমাত্র আল্লাহই মানুষের উপকার-অপকারে ক্ষমতাধর

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ মানুষের কোন উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ– 'আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ব্যতীত তা দূরকারী কেউ নেই। আর যদি কোন কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন তবে তিনিই তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(আন'আম ৬/১৭)*। মানুষের অক্ষমতার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

---

২৭৭. *আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, (তিউনিশ : দারু সাহনুন, ১৯৯৭ খ্রিঃ), ২২/১৮৮*।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ–

‘হে মানুষ! একটি উপমা পেশ করা হল, মনোযোগ সহকারে তা শোন! তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয় তারা তার কাছ থেকে তাও উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল’ *(হজ্জ ২২/৭৩)*।

যেহেতু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ মানুষের কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না, সেহেতু আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আহ্বান করা অর্থহীন প্রচেষ্টা মাত্র। যা আল্লাহর সাথে শরীক করার নামান্তর। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِيْنَ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

‘আর আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব তুমি যদি কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি পৌঁছান , তবে তিনি ব্যতীত তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু’ *(ইউনুস ১০/১০৬-১০৭)*।

কোন নবী-রাসূলও মানুষের কোন কল্যাণ-অকল্যাণ করার কোন শক্তি-সামর্থ্য ও ক্ষমতা রাখে না। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ–

‘বল, আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে’ *(আ‘রাফ ৭/১৮৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ-

‘বল, আমি নিজের ক্ষতি বা উপকারের অধিকার রাখি না, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক উম্মতের রয়েছে নির্দিষ্ট একটি সময়। যখন এসে যায় তাদের সময়, তখন এক মুহূর্ত পিছাতে পারে না এবং আগাতেও পারে না’ *(ইউনুস ১০/৪৯)*।আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ إِنِّيْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، قُلْ إِنِّيْ لَنْ يُجِيْرَنِيْ مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًا، إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا-

‘বল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য কোন অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি না এবং না কোন কল্যাণ করার। বল, নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছ থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ছাড়া কখনো আমি কোন আশ্রয়ও পাব না। কেবল আল্লাহর বাণী ও তাঁর রিসালাত পৌঁছানোই দায়িত্ব। আর যে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে’ *(জিন ৭২/২১-২৩)*।

নবী-রাসূল ও ফেরেশতাগণ যদি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতা না রাখেন, তাহলে কোন পীর-আওলিয়া, গাউছ-কুতুব নামধারী কোন ব্যক্তি পরকালে মানুষের কোন উপকার করতে পারবে কিভাবে? সুতরাং কবরবাসী কোন মানুষের কাছে দো‘আ করা, সাহায্যের জন্য ডাকা, বিপদ দূরকারী মনে করা শিরক। এ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুমিন পুরুষ-নারীর জন্য অতীব যরূরী।

মৃতব্যক্তির নিকটে যেসব ইবাদতের ছাওয়াব পৌঁছে

চার প্রকার ইবাদতের ছাওয়াব মৃতব্যক্তির নিকটে পৌঁছে। যথা- (১) দো‘আ (২) ছাদাক্বাহ (৩) ছাওম (৪) হজ্জ। এসকল ইবাদত ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, উপরিউক্ত চারটি আমল ব্যতীত মৃতব্যক্তি সৎকর্মের ছাওয়াবের দ্বারা উপকৃত হয় না, যদিও তা তাকে দান করা হয়। তবে সঠিক কথা হচ্ছে মৃতব্যক্তি মুমিন হলে তার কৃত আমলে ছালেহ দ্বারা সে উপকৃত হয়। কিন্তু এমনটা দেখা যায় না যে, মানুষ কোন সৎকাজ মৃতের জন্য করে কিংবা তার ছাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করে। আর এ ধরনের কাজের ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে কোন দিকনির্দেশনা দিয়ে যাননি। বরং তিনি বলেছেন, ‘যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমলের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ব্যতীত। (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়া (২) উপকারী ইলম ও (৩) সৎ সন্তান, যে তার জন্য দো‘আ করে’।[২৭৮] কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেননি যে, ‘সৎ সন্তান রেখে যায়, যে তার জন্য সৎকর্ম করে কিংবা ইবাদত করে’। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃতের জন্য শরী‘আত সম্মত কাজ হচ্ছে দো‘আ করা; তার জন্য কোন সৎকর্ম বা তার ছাওয়াব হাদিয়া দেওয়া নয়। সুতরাং মৃতদের জন্য যেসব আমল করা শরী‘আত সম্মত এবং যেসব আমল দ্বারা তারা কবরে উপকৃত হয়, সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হল।-

(১) দো‘আ :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, মৃতের জন্য জীবিতদের শরী‘আত সিদ্ধ ও উপকারী আমল হচ্ছে তাদের জন্য দো‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেমন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ বলেন, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ‘ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার নিজের ও মুমিন নারী-পুরুষের পাপের জন্য’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ–

---

২৭৮. মুসলিম হা/(১৪) ১৬৩১ ‘কিতাবুল অছিয়াত’।

'যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর। আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু' *(হাশর ৫৯/১০)*। ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রগামীগণ হচ্ছেন, মুহাজির ও আনছারগণ এবং তাঁদের পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের যথাযথ অনুসারীগণ।

রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু সালমার মৃত্যুর পরে তিনি তার চোখ বন্ধ করে দেন এবং বলেন,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَاقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ–

'হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও, হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান কর এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে তুমিই তার প্রতিনিধি হও। ইয়া রাব্বাল আলামীন! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাতে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা কর'।[২৭৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত মুসলমানদের জানাযা পড়তেন, জানাযায় তাদের জন্য দো'আ করতেন। তিনি কবর যিয়ারত করতেন এবং কবরবাসীর জন্য একাকী দো'আ করতেন। তৎকালীন মুসলিম তথা ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর এসব কাজেরও অনুসরণ করেছেন। ফলে এটা দ্বীন ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসাবে গণ্য হয়েছে।

অন্যত্র রাসূল ﷺ বলেছেন, مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ 'কোন মুসলিম মারা গেলে তার জানাযায় যদি এমন চল্লিশজন ব্যক্তি হাযির হয়, যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনি, তাহলে আল্লাহ মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবুল করবেন'।[২৮০]

---

২৭৯. মুসলিম, হা/(৭) ৯২০, 'কিতাবুল জানায়েয', 'মৃতের চোখ বন্ধ করা ও দো'আ করা' অনুচ্ছেদ;মিশকাত হা/১৫৩১।

২৮০. মুসলিম, হা/(৫৯) ৯৪৮ 'কিতাবুল জানায়েয'।

(২) ছাদাক্বাহ :

মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করা শরী'আত সম্মত। এ মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ-

অর্থাৎ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। (তিনি কোন অছিয়ত করে যেতে পারেননি।) আমার মনে হয়, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে ছাদাক্বাহ করতেন। আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করলে তার কি ছাওয়াব হবে? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।[২৮১]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত,

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ : فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِى الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَنْهَا-

সা'দ ইবনু ওবাদাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর মাতা মৃত্যু বরণ করলেন, তখন সা'দ অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সা'দ নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমি অনুপস্থিত থাকাবস্থায় আমার মা মারা গেছেন। আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করলে, এটা তার উপকারে আসবে কি? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তখন সা'দ বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ।[২৮২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুর পরও মুমিন ব্যক্তির যেসব সৎকর্ম ও অবদান তার আমলনামায় যোগ হতে থাকবে, সেগুলি হল- (১) ইলম : যা সে শিক্ষা করেছে এবং

---

২৮১. বুখারী, 'অছিয়ত' অধ্যায় হা/২৭৫৬।
২৮২. আহমাদ, বুখারী, আবু দাউদ হা/২৮৮২; তিরমিযী হা/৬৬৯; নাসাঈ হা/৩৬৫০, ৩৬৫৫।

মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার ও বিস্তার করে গেছে (২) নেক সন্তান : যাকে সে দুনিয়ার রেখে গেছে (৩) কুরআন : যা মীরাছ রূপে সে রেখে গেছে (৪) মসজিদ : যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) মুসাফির খানা : যা সে পথিক-মুসাফিরদের জন্য তৈরী করে গেছে (৬) খাল, কুয়া, পুকুর প্রভৃতি : যা সে খনন করে গেছে (৭) দান : যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার মাল হতে করে গেছে (এগুলোর ছওয়াব) মৃত্যুর পরও তার নিকট পৌঁছতে থাকবে'।[২৮৩] তিনি আরো বলেন, মৃত্যুর পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত বান্দার সাতটি আমল প্রবহমাণ থাকে। (১) দ্বীনী ইলম শিক্ষাদান (২) নদী-নালা প্রবাহিত করণ (৩) কূপ খনন (৪) খেজুর বৃক্ষ রোপণ (৫) মসজিদ নির্মাণ (৬) কুরআন বিতরণ (৭) এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে'।[২৮৪]

(৩) ছিয়াম :

মৃতের পক্ষ থেকে ছিয়াম আদায় করা যায়। এ মর্মে হাদীছ এসেছে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَعَلَيْـــهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْـــهُ وَلِيُّـــهُ 'কোন ব্যক্তি মারা গেলে এবং তার উপরে ছিয়াম থাকলে, তার পক্ষ থেকে তার ওলী বা অভিভাবক আদায় করবে'।[২৮৫] ইমাম আবু দাউদ ও হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, তা হচ্ছে মানতের ছিয়াম।[২৮৬]

হাদীছে বর্ণিত 'ওলী' অর্থ হচ্ছে ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ 'আর আত্মীয়গণ আল্লাহর বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত' *(আনফাল ৮/৭৫)*।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ 'তোমরা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত অংশসমূহ হকদারগণকে

---

২৮৩. *ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* **১/৯৯** *পৃঃ, সনদ হাসান*।
২৮৪. *মুসনাদে বাযযার হা/৭২৮৯, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৯১৫*।
২৮৫. *বুখারী, মুসলিম হা/১১৪৭; আবু দাউদ হা/২৪০০, ৩৩১১*।
২৮৬. আবু দাউদ হা/২৪০০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৪৬-এর আলোচনা দ্রঃ।

পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বেঁচে যাবে, সেগুলি (আছাবা সূত্রে) নিকটতম পুরুষ উত্তরাধিকারীদের দাও'।[২৮৭]

(৪) হজ্জ করা :

মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায়। ফযল ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, খাছ'আম গোত্রের এক মহিলা এসে বলল,

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ نَعَمْ. وَذَلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কিন্তু আমার পিতা এতই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন যে, সওয়ারীর উপর বসার শক্তিও নেই। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এটা ছিল বিদায় হজ্জের বছর।[২৮৮]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِى مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ. قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমার পিতা মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি হজ্জ করেননি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করব? তিনি বললেন, তোমার পিতার উপরে কোন ঋণ থাকলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা অগ্রাধিকার যোগ্য'।[২৮৯]

তবে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করার জন্য নিজেকে পূর্বেই হজ্জ করতে হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুনতে পেলেন, জনৈক ব্যক্তি বলছে, لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ 'শুবরুমার পক্ষ থেকে আমি হাযির'। রাসূল

---

২৮৭. বুখারী, 'ফারায়েয' অধ্যায় হা/৬৭৩২; মুসলিম হা/(২) ১৬১৫, 'ফারায়েয' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩০৪২ 'ফারায়েয ও অছিয়তসমূহ' অধ্যায়।

২৮৮. বুখারী হা/১৮৫২, ১৫১৩; মুসলিম হা/১১৪৯, ১৩৫৭; মিশকাত হা/১৯৫৫, ২৫১১।

২৮৯. নাসাঈ, হা/২৬৩৮-৩৯, সনদ ছহীহ।

ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, শুবরুমাহ কে? সে বলল, আমার ভাই অথবা (বলল) আমার আত্মীয়। তিনি বললেন, حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ 'তুমি নিজে কি হজ্জ করেছ'? সে বলল, না। তিনি বললেন, حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ 'তুমি আগে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ কর। তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করবে'।[২৯০]

কবর সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত কতিপয় জাল-যঈফ বর্ণনা

উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে বহু জাল-যঈফ বর্ণনা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা হাদীছ হিসাবে প্রচলিত আছে। জুম'আর খুৎবাতে, বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠানে এসব কল্পকথা ফলাও করে প্রচার করা হয়। তন্মধ্যে কবর সম্পর্কিত কয়েকটি বর্ণনা এখানে উপস্থাপন করা হল।-

(١) الضَّحِكُ فِي الْمَسْجِدِ ظُلْمَةٌ فِي الْقَبْرِ،

১. 'মসজিদে হাসলে কবরে অন্ধকার হবে'।[২৯১]

২. আবু সাঈদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাতে এসে দেখতে পান যে, কিছু লোক হাসাহাসি করছে। তিনি বললেন, ওহে! তোমরা যদি জীবনের স্বাদ ছিন্নকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করতে তাহলে আমি তোমাদের যে অবস্থায় দেখছি, অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকতে। তোমরা জীবনের স্বাদ ছিন্নকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা কবর প্রতিদিন দুনিয়াবাসীকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, আমি প্রবাসী মুসাফিরের বাড়ী, আমি নির্জন কুটির, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গের আস্তানা। অতঃপর কোন ঈমানদারকে যখন দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে, 'মারহাবা, স্বাগতম। আমার পিঠের উপর যত লোক চলাফেরা করে তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়। আজ তোমাকেই আমার কাছে সমর্পণ করা হয়েছে, আর তুমি আমার কাছেই এসেছ। সুতরাং তুমি অনতিবিলম্বে দেখতে পাবে যে, আমি তোমার সাথে কেমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করি। অতঃপর কবর

---

২৯০. আবু দাউদ হা/১৫৪৬; ইবনু মাজাহ হা/২৯০৩।

২৯১. দায়লামী ২/২৭৬ পৃঃ, হাদীছটি জাল। দ্র. সিলসিলা যঈফা হা/৩৮১৮; যঈফুল জামে' হা/৩৫৯৭।

তার জন্য দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। আর অপরাধী-পাপী কিংবা কাফিরকে যখন দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে, তোমার আগমন অশুভ ও তোমার জন্য খোশআমদেদ নেই। কেননা আমার উপর যত লোক চলাফেরা করে তন্মধ্যে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচাইতে ঘৃণিত ও অপ্রিয়। আজ তোমাকেই আমার কাছে সমর্পণ করা হয়েছে এবং তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছ। সুতরাং অচিরেই দেখতে পাবে, আমি তোমার সাথে কিরূপ জঘন্য আচরণ করি। এই বলে সে সংকুচিত হয়ে যাবে এবং তার উপর একেবারে চেপে যাবে। ফলে তার পাঁজরের হাড়সমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যাবে। রাবী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলে ঢুকিয়ে বলেন, এভাবে। তিনি পুনরায় বলেন, তার জন্য এরূপ সত্তরটি অজগর সাপ নিয়োগ করা হবে। তন্মধ্যে একটি সাপও যদি যমীনে একবার ফুঁক দেয়, তাহলে এতে কোন কিছুই উৎপন্ন হবে না। অতঃপর হিসাব-নিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সে অজগরগুলো তাকে দংশন করতে থাকবে, খামচাতে থাকবে। রাবী আবু সাঈদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, কবর হল জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত'।[২৯২]

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس إلى قبر منها فقال ما يأتي على هذا القبر يوم إلا وهو ينادي بصوت ذلق طلق يا ابن آدم نسيتني ألم تعلم أني بيت الوحدة وبيت الغربة وبيت الوحشة وبيت الدود وبيت الضيق إلا من وسعني الله عليه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار–

৩. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে এক জানাযায় (শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে) বের হলাম। তিনি সেখানে একটি কবরের নিকটে বসে গেলেন। অতঃপর বললেন, প্রতিদিন কবর

---

২৯২. *তিরমিযী হা/২৩৮৪; মিশকাত হা/৫৩৫২; হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। দ্র. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৯৪৪।*

অনবরত উচ্চ আওয়াজে ডেকে বলতে থাকে, হে আদম সন্তান! আমাকে ভুলে গেলে? তুমি কি জান না যে, আমি একাকীত্বের ঘর, অপরিচিত ঘর, নির্জন ঘর, পোকা-মাকড়ের ঘর। আমি সংকীর্ণ ঘর, তবে আল্লাহ যার জন্য আমাকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, কবর হয় জান্নাতের উদ্যান সমূহের মধ্যে একটি উদ্যান কিংবা জাহান্নামের গর্তগুলির মধ্যে একটি গর্ত।[২৯৩]

(٤) أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت وأفضل العبادة التفكر فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة.

৪. দুনিয়াতে সর্বোত্তম ব্রত হচ্ছে মৃত্যুকে স্মরণ করা, উত্তম ইবাদত হচ্ছে মৃত্যুর কথা চিন্তা করা। সুতরাং মৃত্যুর কথা স্মরণ করা যার জন্য ভারী হবে, সে কবরকে জান্নাতের উদ্যান সমূহের একটি উদ্যান হিসাবে পাবে।[২৯৪]

(٥) من قرأ {قل هو الله أحد} في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة–

৫. যে ব্যক্তি তার মৃত্যু রোগে 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাছ) পাঠ করল, কবরে তাকে পরীক্ষা করা হবে না। কবরের চাপ থেকে সে নিরাপদ থাকবে। কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা তাকে নিজেদের হাতে তুলে নিবে এমনিভাবে তাকে পুলছিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে পৌঁছে দিবে।[২৯৫]

(٦) أزهد الناس من لم ينس القبر والبلا وترك أفضل زينة الدنيا وآثــر مــا يبقى على ما يفنى و لم يعد غدا من أيامه وعد نفسه في الموتى–

---

২৯৩. হাদীছটি জাল। দ্র. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৯৪৫; সিলসিলা যঈফা হা/৪৯৯০।

২৯৪. দায়লামী হা/১৪৪১; হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। দ্র. যঈফুল জামে' হা/১০১১; সিলসিলা যঈফা হা/২২৮৫।

২৯৫. হাদীছটি মাওযূ' বা জাল। দ্র. সিলাসিলা আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ, হা/৩০১।

৬. সর্বাধিক সাধক মানুষ হচ্ছে যে ব্যক্তি কবর ও পরীক্ষাকে ভুলে যায় না এবং পরিত্যাগ করে দুনিয়ার উত্তম শোভা-সৌন্দর্যকে। মৃত্যুর পরের স্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দেয় ও যা পরর্তীতে কোন দিন ফিরে আসে না। আর নিজেকে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে।[২৯৬]

(٧) للمرأة ستران : القبر والزوج، قيل وأيهما أفضل؟ قال : القبر.

৭. মহিলাদের জন্য দু'টি অন্তরাল বা পর্দা রয়েছে। তা হল- কবর ও স্বামী। বলা হল এ দু'টির মধ্যে উত্তম কোনটি? তিনি বললেন, কবর।[২৯৭]

(٨) للنساء عشر عورات فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة وإذا ماتــت المرأة ستر القبر تسع عورات –

৮. নারীদের জন্য ১০টি দোষ বা ঢেকে রাখার জিনিস রয়েছে। যখন মহিলাদের বিবাহ দেওয়া হয়, তখন স্বামী তার একটি দোষ ঢেকে রাখে। আর যখন সে মারা যায় তখন কবর তার নয়টি দোষ গোপন করে রাখে।[২৯৮]

(٩) ألا إن الكذب يسود الوجه والنميمة (يعني فيه) عذاب القبر.

৯. নিশ্চয়ই মিথ্যা মুখমণ্ডলকে কালিমা লিপ্ত করে আর নামীমা বা চোগলখুরীতে কবরে আযাব হয়।[২৯৯]

(١٠) اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر.

১০. তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাক। কেননা কবরে বান্দার প্রথম হিসাব হবে পেশাবের।[৩০০]

১১. আমি গত রাতে এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম আমার উম্মতের এক লোকের সাথে আযাবের ফেরেশতা হিংস্র আচরণ করছে।

---

২৯৬. *হাদীছটি যঈফ, দ্র. সিলাসিলা আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ, হা/১২৯২।*
২৯৭. *হাদীছটি মাওযূ' বা জাল। দ্র. সিলাসিলা আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ, হা/১৩৯৬; যঈফুল জামে' হা/৪৭৫০।*
২৯৮. *হাদীছটি মুনকার, দ্র. সিলাসিলা আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ, হা/১৩৯৭।*
২৯৯. *হাদীছটি মাওযূ' বা জাল, দ্র. সিলাসিলা আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ, হা/১৪৯৬; যঈফুল জামে' হা/৪২৯৭; ছহীহ ও যঈফুল জামেউছ ছগীর হা/৯৭৮০।*
৩০০. *হাদীছটি মাওযূ' বা জাল, দ্র. সিলাসিলা আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ, হা/১৭৮২।*

তখন ওযূ তার নিকটে এসে তাকে ঐ অবস্থা থেকে রক্ষা করল। আমি আমার উম্মতের আরেক লোককে দেখলাম। তার উপর কবরের আযাব বিস্তৃত হচ্ছে। তার নিকটে তার ছালাত আসল এবং তাকে ঐ শাস্তি থেকে রক্ষা করল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম, শয়তান তার প্রতি হিংস্র আচরণ করছে। অতঃপর আল্লাহর যিকর আসল, এটা তাকে ঐ আচরণ থেকে মুক্ত করল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম, সে তৃষ্ণায় জিহ্বা বের করে হাফাচ্ছে। তখন তার কাছে রামাযানের ছিয়াম এসে তাকে পানি পান করাল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম, তার সামনে-পিছনে, ডানে-বামে, উপরে ও পায়ের নীচে অন্ধকার রয়েছে। এসময় তার হজ্জ ও ওমরা তার নিকটে আসল এবং তাকে অন্ধকার থেকে বের করল। আমি দেখলাম, আমার উম্মতের এক লোকের নিকটে তার জান কবয করতে মালাকুল মওত এসেছে। তখন তার নিকট পিতামাতার আনুগত্য আসল এবং তাকে তা থেকে রক্ষা করল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম, সে মুমিনদের সাথে কথা বলছে কিন্তু মুমিনরা তার সাথে কথা বলছে না। তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক এসে বলল, এ ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। তখন সে তাদের সাথে কথা বলল, তারাও তার সাথে কথা বলল এবং সে তাদের সাথী হয়ে গেল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম, সে নবীগণের নিকটে আসল, তাঁরা গোল হয়ে বসেছিলেন। যখনই সে তাঁদের কাছে আসে, তখন তাঁরা তাকে তাড়িয়ে দেয়। এসময় জানাযাকে গোসল করানো (সৎ আমলটি) তার কাছে এসে তার বাহু ধরল এবং তাকে আমার পার্শ্বে বসাল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম, জাহান্নামের তাপ থেকে সে তার চেহারাকে নিজের হাত দ্বারা বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তখন তার দান-ছাদাক্বা এসে তার মাথার উপরে ছায়া ও মুখের জন্য পর্দা হয়ে গেল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম, তার কাছে আযাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা এসেছে। তখন তার নিকটে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার' (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ) আসল এবং তাকে ফেরেশতার আযাব থেকে মুক্ত করল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম, সে জাহান্নামের ভিতরে পতিত হয়েছে। তখন তার নিকটে পার্থিব জীবনে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের সময় প্রবাহিত তার অশ্রু আসল এবং তাকে জাহান্নাম থেকে বের করল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম,

তার বাম হাতে তার আমলনামা দেওয়া হয়েছে। তখন তার তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি এসে তার আমলনামা নিয়ে তার ডান হাতে দিল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম, তার নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে গেছে। তখন আমলের প্রতি তার অধিক প্রচেষ্টা আসল এবং তার নেকীর পাল্লা ভারী করে দিল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে জাহান্নামের কিনারায় দেখলাম। তখন আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া অবস্থা তার কাছে আসল এবং তাকে ঐ অবস্থা থেকে রক্ষা করল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম, সে ঘড়ির কাঁটার মত কাঁপছে। তখন আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা আসল এবং তাকে কম্পন থেকে সুস্থির করল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম, সে পুলছিরাতে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে, কখনও গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। তখন আমার উপর দরূদ পাঠ এসে তার হাত ধরল এবং তাকে পুলছিরাতের উপরে দাঁড় করাল, এমনকি সে পার হয়ে গেল। আমি আমার উম্মতের এক লোককে দেখলাম, সে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে গেছে, তখন তাকে বাদ দিয়ে জান্নাতের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হল। তখন 'আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই' তার এ সাক্ষ্য প্রদান এসে তার হাত ধরে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিল।[৩০১]

(١٢) اللّٰهُمَّ إنّي أعُوذُ بك منْ فِتْنَةِ النِّساءِ وأعُوذُ بكَ منْ عذابِ القَبْرِ،

১২. হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে মহিলাদের ফেতনা ও কবর আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[৩০২]

(١٣) اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ-

১৩. হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহে, আমার কর্ণে, আমার চোখে সুস্থতা দাও। হে আল্লাহ! আমি কুফরী, দারিদ্র্য ও কবর আযাব থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই।[৩০৩]

---

৩০১. হাদীছটি যঈফ। দ্র. যঈফুল জামে' হা/২০৮৬; ছহীহ ও যঈফুল জামেউছ ছগীর হা/৪৮৯৬।

৩০২. হাদীছটি যঈফ। দ্র. ছহীহ ও যঈফ জামেউছ ছগীর, হা/৩১২৮; যঈফুল জামে' হা/১২০৩।

৩০৩. হাদীছটি যঈফ। দ্র. ছহীহ ও যঈফুল জামেউছ ছগীর ৩১৩৫; যঈফুল জামে' হা/১২৯০।

(١٤) اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَآبِي وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيَاحُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ،

১৪. হে আল্লাহ! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা যেমন আমরা বলি এবং আমরা যা বলি তদপেক্ষা উত্তম। হে আল্লাহ! আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু তোমারই জন্য, তোমার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন, আমার সম্পদ তোমার জন্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে কবরের আযাব, অন্তরের কুমন্ত্রণা, কর্মের বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐ কল্যাণ প্রার্থনা করছি, যা বাতাস নিয়ে আসে। আর আশ্রয় চাচ্ছি ঐ অকল্যাণ থেকে যা বাতাস বয়ে নিয়ে আসে।[৩০৪]

(١٥) إنّ لِكُلِّ بَيْتٍ باباً وباب القَبْرِ مِنْ تِلْقاءِ رِجْلَيْهِ-

১৫. নিশ্চয়ই প্রত্যেক গৃহের দরজা আছে। আর কবরের দরজা হচ্ছে পায়ের দিক।[৩০৫]

(١٦) رِباطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله يَعْدِلُ عِبادَةَ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ صِيامَهَا وَقِيامَها، وَمَنْ مَاتَ مُرابِطاً فِي سَبِيلِ الله أعاذَهُ الله مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَأَجْرَى لَهُ أَجْرَ رِباطِهِ مَا قَامَتِ الدُّنْيا-

১৬. আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন পাহারা দেওয়ার বিনিময় হচ্ছে একমাস ইবাদতের সমান (ছাওয়াব)। অথবা এক বছর ছিয়াম ও রাত্রি জাগরণের সমান (ছাওয়াব)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাকে আল্লাহ কবরের আযাব থেকে মুক্তি দিবেন এবং তাকে দুনিয়া স্থায়ী থাকা পর্যন্ত পাহারা দেওয়ার ছাওয়াব দেবেন।[৩০৬]

---

৩০৪. হাদীছটি যঈফ। দ্র. ছহীহ ও যঈফুল জামেউছ ছগীর হা/৩১৩৯; যঈফুল জামে‘ হা/১২১৪।
৩০৫. হাদীছটি যঈফ। দ্র. ছহীহ ও যঈফুল জামেউছ ছগীর হা/৪৭৩৫; যঈফুল জামে‘ হা/১৯২৫।
৩০৬. হাদীছটি যঈফ। দ্র. সিলসিলা আহাদীছিয যঈফা, হা/৬৮৩০; যঈফুল জামে‘ হা/৩০৮৫।

(١٧) من قال في يوم مئة مرة : لا إله إلا الله الحق المبين كان له أمانا مــن الفقر واستجلب به الغنى وأمن من وحشة القبر واستقرع باب الجنة-

১৭. যে ব্যক্তি দিনে একশত বার বলবে, لا اله إلا الله الحق المـبين ‘আল্লাহ ব্যতীত সুস্পষ্ট হক কোন উপাস্য নেই’, সে দারিদ্র্য থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং এর দ্বারা তার সচ্ছলতা আনীত হবে, কবরের নিঃসঙ্গতা হতে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতের দরজার কড়া নাড়বে।[৩০৭]

(١٨) مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيْدًا وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغَدَى وَرِيحٌ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ،

১৮. যে ব্যক্তি রোগে মারা গেল সে শাহাদতের মৃত্যু বরণ করল, সে কবরের ফিৎনা থেকে বেঁচে যাবে। তাকে জান্নাতের খাদ্য ও সুখ-শান্তি দেওয়া হবে’।[৩০৮]

১৯. শহীদ তিন প্রকার। যে ব্যক্তি স্বীয় জান-মাল নিয়ে ছাওয়াবের আশায় আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়, সে কারো সাথে লড়াই করার ও কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা না করে কেবল (যুদ্ধে গিয়ে) মুসলিম সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয় তাহলে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে এবং কবর আযাব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, ভীত-সন্ত্রস্ততা থেকে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে, জান্নাতের হুরদের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে, তাকে সম্মানের অলংকারে ভূষিত করা হবে। তার মাথায় মর্যাদা ও অমরত্বের তাজ পরানো হবে।

দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে ছাওয়াবের আশায় বের হলো। সে হত্যা করতে চায়, নিহত হতে চায় না। যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়; তার হাঁটু মিলিত হবে আল্লাহ্র দোস্ত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে, তার স্থান হবে আল্লাহ্র সামনে পার্শ্ববর্তী এক সুউচ্চ আসনে।

তৃতীয়ত যে ব্যক্তি স্বীয় জান-মাল নিয়ে ছাওয়াবের আশায় বের হলো সে ইচ্ছা করে যে, সে হত্যা করবে ও নিহত হবে। সুতরাং যদি সে মারা যায়

---

৩০৭. হাদীছটি মুনকার। দ্র. সিলসিলা আহাদীছিয যঈফা, হা/৩৩১০।
৩০৮. হাদীছটি জাল। দ্র. সিলসিলা আহাদীছিয যঈফা, হা/৪৬৬১; যঈফুল জামে‘ হা/৫৮৫০; জামেউছ ছহীহ ও যঈফুছ ছগীর হা/১২৬২২।

কিংবা নিহত হয়, তাহলে কিয়ামতের দিন খোলা তরবারি কাঁধে নিয়ে আসবে এবং লোকেরা হাঁটুর উপর ভর করে অধোমুখে থাকবে। তারা বলবে, তোমরা কি আমাদের জন্য জায়গা করে দিবে না? কেননা আমরা আল্লাহ্র জন্যই আমাদের রক্ত ঝরিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! যদি সে একথা আল্লাহ্র দোস্ত ইবরাহীম অথবা অন্য কোন নবীকে বলে, তখন সে তাদের জন্য রাস্তা থেকে সরে যাবে, যখন তাদের জন্য নির্ধারিত মর্যাদা দেখবে। এমনকি আরশের নীচে নূরের মিম্বর আনা হবে, তার উপরে বসে মানুষের বিচার কিভাবে হয় তা তারা প্রত্যক্ষ করবে। মৃত্যুর কোন চিন্তা তাদের আচ্ছন্ন করবে না, তারা বারযাখে অবস্থানও করবে না। চিৎকার (সিঙ্গার ফুৎকার) তাদেরকে সন্ত্রস্ত করবে না; হিসাব, মীযান, পুলছিরাত তাদেরকে উদ্বিগ্ন করবে না। তারা মানুষের বিচার দেখবে, তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না। তাদেরকে শাফা'আতের অনুমতি দেওয়া হবে। তারা যার ব্যাপারে সুপারিশ করবে তা কবুল করা হবে। জান্নাতে তারা যা চাইবে তা দেওয়া হবে এবং যেখানে অবস্থান করতে চাইবে, সেখানে অবস্থানের সুযোগ দেওয়া হবে।[৩০৯]

(٢٠) من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران وبعث من قبره سكران وأمر به إلى النار سكران إلى جبل يقال له : سكران فيه عين يجري منه القيح والدم هو طعامهم وشرابهم ما دامت السماوات والأرض–

২০. যে ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করবে, সে কবরে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করবে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায়ই তাকে কবর থেকে উঠানো হবে। তাকে জাহান্নামের 'সুকরান' নামক একটি পাহাড়ে চড়ানো হবে। যাতে পুঁজ-রক্তের একটি ঝর্ণা আছে। আসমান-যমীন অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তাই হবে তাদের খাদ্য-পানীয়।[৩১০]

(٢١) إنّه مَسَّه شيءٌ من عذابِ القبرِ، فقال لي : يا محمدُ! فَشَفَّعتُ إلى ربِّي أن يُخَفِّف عنه إلى أن تَجِفَّ هاتان الجَرِيدتانِ–

---

৩০৯. হাদীছটি জাল। দ্র. সিলসিলা আহাদীছিয যঈফা, হা/৫১১৫।
৩১০. হাদীছটি জাল। দ্র. সিলসিলা আহাদীছিয যঈফা, হা/৫২৪৩।

২১. তাকে কবরের আযাব স্পর্শ করল। তখন সে আমাকে বলল, হে মুহাম্মাদ! তখন আমি আমার প্রভুর কাছে তার আযাব হালকা করার জন্য সুপারিশ করলাম, যতক্ষণ খেজুর ডাল দু'টি না শুকায়।[৩১১]

(٢٢) عذاب القبر حق فمن لم يؤمن به عذب فيه،

২২. কবরের আযাব সত্য। যে ব্যক্তি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে।[৩১২]

(٢٣) عذاب القبر من أثر البول فمن أصابه بول فليغسله فإن لم يجد ماء فليمسحه بتراب طيب،

২৩. পেশাবের কারণে কবরে আযাব হয়। সুতরাং যার গায়ে পেশাব লেগে যাবে, সে যেন তা পানি দ্বারা ধৌত করে। যদি পানি না পায় তাহলে যেন পবিত্র মাটি দ্বারা মাসাহ করে।[৩১৩]

(٢٤) عليكم بالحناء فإنه ينور رءوسكم ويطهر قلوبكم ويزيد في الجماع وهو شاهد في القبر،

২৪. তোমরা মেহেদী ব্যবহার কর। কেননা তা তোমাদের মাথাকে আলোকিত করবে, তোমাদের অন্তরকে পবিত্র করবে, তোমাদের মিলনক বৃদ্ধি করবে। আর তা কবরে সাক্ষী হবে।[৩১৪]

(٢٥) عن عمرو بن حزم قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال : لا تؤذ صاحب هذا القبر أولا تؤذه.

২৫. আমর ইবনু হাযম বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে একটি কবরে হেলান দিয়ে থাকতে দেখে বললেন, এ কবরবাসীকে কষ্ট দিও না অথবা বললেন, তুমি তাকে কষ্ট দিও না'।[৩১৫]

---

৩১১. হাদীছটি অতি মুনকার। দ্র. সিলসিলা আহাদীছিয যঈফা, হা/৬০০৭।
৩১২. হাদীছটি যঈফ। দ্র. ছহীহ ও যঈফুল জামেউছ ছগীর হা/৮১৩৩; যঈফুল জামে' হা/৩৬৯৪।
৩১৩. হাদীছটি যঈফ। দ্র. ছহীহ ও যঈফুল জামেউছ ছগীর হা/৮১৩৪; যঈফুল জামে হা/৩৬৯৫।
৩১৪. ইবনু আসাকীর, জাল। দ্র. ছহীহ ও যঈফুল জামে' হা/৮১৯৮; যঈফুল জামে হা/৩৭৬০।
৩১৫. আহমাদ, মিশকাত হা/১৭২১, সনদ যঈফ।

(٢٦) عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ ســـورة (تبـــارك الذي بيده الملك) حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي المانعة هي المنجية تنجيه من عـــذاب القبر.

২৬. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন এক ছাহাবী কবরের উপরে তাবু টানালেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, সেটা কবর। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন যে, তার মধ্যে কোন মানুষ সূরা তাবারাকাল্লাযী (সূরা মুলক) পড়ছে। এমনকি সে তা পড়ে শেষ করল। অতঃপর সে ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে এই খবর দিল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেটা (আযাব থেকে) বাধাদানকারী, সেটা পরিত্রাণকারী, যা কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়।[৩১৬]

(٢٧) عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالـــسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال : بئس مضجع المـــؤمن فقـــال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بئس ما قلت قال الرجل إني لم أرد هــــذا إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا مثل القتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منـــها، ثلاث مرات–

২৭. ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বসেছিলেন, তখন মদীনায় একটি কবর খোড়া হচ্ছিল। তখন এক লোক কবরের ভিতরে উঁকি মারল ও বলল, কতইনা নিকৃষ্ট মুমিনের শয্যা! একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, কতইনা খারাপ তুমি যা বললে! লোকটি বলল, আমি এটা উদ্দেশ্য করিনি। বরং আমি বুঝাতে চেয়েছি আল্লাহর রাস্তায় নিহত

---

৩১৬. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৫৪, সনদ যঈফ।*

হওয়া। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়ার কোন দৃষ্টান্ত নেই। দুনিয়াতে এমন কোন জায়গা নেই যা আমার নিকটে আমার এই কবরের চেয়ে উত্তম হতে পারে। তিনি একথা তিনবার বললেন।[৩১৭]

(٢٨) ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة وذكر الموت صـــدقة وذكر القبر يقربكم من الجنة،

২৮. নবীদের যিকর হচ্ছে ইবাদত, সৎকর্মশীলদের যিকর হচ্ছে (গোনাহের) কাফফারাহ, মৃত্যুর স্মরণ হচ্ছে ছাদাক্বাহ এবং কবরের যিকর (স্মরণ) জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয়।[৩১৮]

(٢٩) ما من أهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهداها له جبريل عليه السلام على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبر العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها فيدخل عليه فيفرح بها ويستبشر ويحزن جيرانه الذين لايهدى إليهم شيء-

২৯. বাড়ীর কোন লোক মারা গেলে, তার পক্ষ থেকে (তার উত্তরাধিকারীরা) ছাদাক্বাহ করলে জিবরীল (আঃ) তা একটি নূরের থালায় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, হে গভীর কবরের অধিবাসী! এই তোমার হাদিয়া, যা তোমার পরিবার-পরিজন তোমাকে দিয়েছে। তখন সে তা গ্রহণ করে। আর জিবরীল (আঃ) তার কাছে প্রবেশ করে। তাকে খুশী করে এবং তাকে সুসংবাদ দেয়। আর তার প্রতিবেশী চিন্তিত হয়, যাকে কোন হাদিয়া দেওয়া হয়নি।[৩১৯]

(٣٠) الضمة في القبر كفارة لكل مؤمن لكل ذنب بقي عليه لم يغفـــر لـــه وذلك أن يحيى بن زكريا عليهما السلام ضمه القبر ضمة في أكلته الشعير-

৩০. কবরের আলিঙ্গন বা চাপ হচ্ছে প্রত্যেক মুমিনের অবশিষ্ট প্রতিটি গোনাহের কাফফারাহ, যা মাফ করা হয়নি। আর এজন্য ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া (আঃ)-কে কবর চাপ দেয়, তার যব খাওয়ার কারণে।[৩২০]

---

৩১৭. মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/২৭৫৭।
৩১৮. হাদীছটি জাল। দ্র. ছহীহ ও যঈফুল জামে‘ হা/৬৮৯৩; যঈফুল জামে হা/৩০৪৮।
৩১৯. হাদীছটি জাল। দ্র. সিলসিলা আহাদীছিয যঈফা হা/৪৮৬।
৩২০. হাদীছটি জাল। দ্র. সিলসিলা আহাদীছিয যঈফা হা/৩২৮১।

(٣١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ مَرِيْضًا مَاتَ شَهِيْدًا وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِيَ وَرِيْحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنْ الْجَنَّةِ–

(৩১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে মারা গেল সে শাহাদতের মৃত্যু বরণ করল। সে কবরের ফিৎনা থেকে মুক্তি পাবে। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাকে জান্নাতের জীবিকা দান করা হয়'।[৩২১]

(٣٢) عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بكرة فلا يقيلن إلا في قبره ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره–

(৩২) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি প্রত্যুষে মারা গেলে সে স্বীয় কবরে গিয়েই কায়লুলা (দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম) করবে এবং কেউ সন্ধ্যায় মারা গেলে সে স্বীয় কবরে গিয়েই রাত্রি যাপন করবে'।[৩২২]

ইসলাম পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ নিয়ে পরিপূর্ণ। সুতরাং জাল-যঈফ বর্ণনা উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এসব জাল-যঈফ বর্ণনা প্রচার করা থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন -আমীন!

পরিশিষ্ট

এ ছোট বইটিতে কবরের সার্বিক অবস্থা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। কবরের ফিৎনা বা পরীক্ষা, কবর আযাবের কারণ ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। কবর আযাব থেকে নাজাত লাভের জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত ঐসব আমলগুলি যথাযথভাবে সম্পাদন করা। সাথে সাথে যেসব কারণে কবর আযাব হয় সেগুলি থেকে বেঁচে থাকা। কেননা ঐসব আমলের কারণে কেবল কবরে আযাব হবে তা নয়; বরং কবরে শাস্তি ভোগের পরে জাহান্নামেও শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং ঐসব আমল থেকে নিজে

---

৩২১. *ইবনু মাজাহ হা/১৬০৪; মিশকাত হা/১৫৯৫; যঈফুল জামে' হা/৫০৫৮; সিলসিলা যঈফা হা/৪৬৬১, সনদ অত্যন্ত যঈফ।*

৩২২. *তাবারানী হা/১৩৫৫১; যঈফুল জামে' হা/৫৮৪৭; সিলসিলা যঈফা হা/৪৬৫৯, সনদ যঈফ।*

বিরত থাকতে হবে এবং পরিবার-পরিজনকেও বিরত রাখতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর’ *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে জাল-যঈফ বর্ণনা ও মুখরোচক কল্পকাহিনীর ভিত্তিতে লিখিত বই-পুস্তকে এদেশের বাজার সয়লাব হয়ে আছে। এগুলি পাঠ করে পাঠক সাময়িক আনন্দ পায়, আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে বটে, কিন্তু এসব বই-পুস্তক অনুযায়ী আমল করলে পরকালে নেকীর পাল্লায় শূন্য পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ যঈফ ও জাল বর্ণনাগুলি রাসূলের বাণী কি-না সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং সেগুলি মেনে আমল করতে গেলে আমল বরবাদ হতে পারে। এজন্য সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। সন্ধিগ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে রাসূলের নির্দেশও রয়েছে। তিনি বলেন, دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ‘সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ কর’।[৩২৩] অপরদিকে সন্দেহে পতিত হওয়াকে হারামে নিপতিত হওয়া বলেই রাসূল (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ-

‘হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, এতদুভয়ের মাঝখানে কতক সন্দেহজনক বিষয় আছে। যে সম্পর্কে অধিকাংশ লোক অজ্ঞাত। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকলো, সে তার দ্বীন ও সম্ভ্রমকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়সমূহে জড়িয়ে পড়লো সে হারাম বিষয়ের মধ্যে পতিত হলো’।[৩২৪]

অন্যত্র তিনি বলেন,

---

৩২৩. *তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/২৭৭৩*।
৩২৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬২; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৮৪*।

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ،

'হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে বহু সন্দেহযুক্ত অস্পষ্ট বিষয়। যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি যে বিষয়ে গুনাহ হওয়া সুস্পষ্ট, সে বিষয়ে অধিকতর পরিত্যাগকারী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ করতে দুঃসাহস করে, সে ব্যক্তির সুস্পষ্ট গুনাহের কাজে পতিত হবার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে'।[৩২৫]

আরো উল্লেখ্য যে, কবরকে কেন্দ্র করে সমাজে বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ চালু আছে। যা কুরআন-হাদীছ সমর্থিত নয়। অথচ সেগুলিকে মানুষ ধর্মকর্ম মনে করে ছাওয়াবের আশায় পালন করে। আবার মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের উদ্দেশ্যেও বহু আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। যেগুলি সর্বৈব ভিত্তিহীন। সুতরাং মানুষ যাতে ঐ সমস্ত ভিত্তিহীন কর্মকাণ্ড ও জাল হাদীছের কবলে পড়ে তাদের আক্বীদা-আমল বিনষ্ট না করে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে কবর কেন্দ্রিক বিভিন্ন কুসংস্কার, শিরক-বিদ'আত ও যঈফ-জাল বর্ণনা সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে মানুষ এগুলি থেকে সাবধান হয় এবং এসব পরিহার করে। তাই এ বইটি অধ্যয়নে পাঠক ছহীহ বিষয় জেনে সে অনুযায়ী আমল করে এবং জাল-যঈফ অবগত হয়ে তা বর্জন করে উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এ বইটি থেকে যথাযথ উপকার হাছিল করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

ଓଃ৯ଓଃ৯ଓଃ৯ଓଃ৯

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

---

৩২৫. *বুখারী হা/২০৫১*।

Contents

লেখকের বইসমূহ

১. গোঁড়ামি ও চরমপন্থা : প্রেক্ষিত ইসলাম।

২. জিহাদ ও জঙ্গিবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।

৩. ধর্মে বাড়াবাড়ি।

৪. মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

৫. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

৬. কবরের আযাব।

৭. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি।

৮. জান্নাতের অফুরন্ত নে'আমত।

৯. উম্মাহাতুল মুমিনীন (১ম খণ্ড)।

১০. ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার।

১১. ছালাতে প্রচলিত কতিপয় ভুল (প্রকাশিতব্য)।

১২. বিদ'আতী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় (প্রকাশিতব্য)।

১৩. নারী ও পুরুষের ছালাতে পার্থক্য (প্রকাশিতব্য)।

১৪. জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবীদের জীবনী (প্রকাশিতব্য)।